তরু দত্ত

বিআংকার রাজা

অনুবাদ ও সম্পাদনা

পল্লব সেনগুপ্ত

ছন্দা,

সুচরিতাসু—

Toru Dutta

॥ সম্পাদকীয় ॥

কলকাতার রামবাগানের দত্ত পরিবারের আদি নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার আজপুর গ্রামে। এই বংশের বিশ্ববিখ্যাত কন্যা শ্রীমতী তরু দত্তের প্রপিতামহ নীলমণি দত্ত কলকাতায় এসে বসবাস সুরু করেন। তাঁর পিতামহ রসময় দত্ত ছিলেন কলকাতার বিখ্যাত বিদ্যোৎসাহী। পিতা গোবিন্দচন্দ্র ছিলেন অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট ও কবি; মধুসূদনের সহপাঠী। পিতৃব্যরা—কৈলাসচন্দ্র, হরচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, উমেশচন্দ্র এবং জ্ঞাতি পিতৃব্য শশিচন্দ্র দত্ত ছিলেন ঊনবিংশ শতকের প্রখ্যাত ইঙ্গ-বাঙালী কবি। এই বংশেরই অন্যতম সন্তান বিখ্যাত রমেশচন্দ্র দত্ত। তরুর মা ক্ষেত্রমণিও সাহিত্য চর্চা করতেন। তিন ভাই বোন—বড় ভাই অব্জ, ১৪ বছর বয়সে মারা যায় ১৮৬৫ সালে, বড় বোন অরু সামান্য সাহিত্যচর্চার পর ১৮৭৪ সালে মারা যান ২০ বছর বয়সে।

তরুর জন্ম ১৮৫৬ সালের ৪ঠা মার্চ, ১২নং মানিকতলা স্ট্রিটে। ছ বছর বয়সে খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হন বাবা-মা-কাকাদের সঙ্গে। এক বছর পরে বোম্বাই যান এবং চার বছর বাদে ফিরে আসেন। ১৮৭০ সালে বাবা-মা-বোনের সঙ্গে ইউরোপ যান এবং প্রথমে ফ্রান্সের নীস শহরে এবং পরে কেম্ব্রিজে ও লণ্ডনে বাস করেন। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে দত্ত ভগ্নীরাই প্রথম ভারতীয় ছাত্রী। ১৮৭৩ সালে দেশে ফেরেন এবং 'বেঙ্গল ম্যাগাজিন' পত্রিকায় নিয়মিত লিখতে থাকেন ১৮৭৪ থেকে। ১৮৭৬ সালে 'এ শীফ গ্লীনড ইন ফ্রেঞ্চ ফীল্ডস' প্রকাশিত হয় কলকাতা থেকে। ১৮৭৭ সালের ৩০শে আগষ্ট ক্ষয়রোগে জীবনাবসানের পর ১৮৭৭ সালে 'বেঙ্গল ম্যাগাজিনে' এবং

'ক্যালকাটা রিভিউ'-তে তাঁর কয়েকটি কবিতা বেরোয়। পরের বছর 'বেঙ্গল ম্যাগাজিনে' ইংরেজী উপন্যাস 'বিআংকা'-র প্রাপ্ত অংশটি প্রকাশিত হয়। ১৮৭৯ সালে প্যারি থেকে ফরাসী উপন্যাস 'লে জুর্ণাল দ্য মাদমোআজেল দ্যার্ভেস' প্রকাশিত হয়। ১৮৮২ সালে লণ্ডন থেকে বেরোয় 'এনসেণ্ট ব্যালাডস অ্যাণ্ড লিজেণ্ডস অফ হিন্দুস্তান।' ইতিমধ্যে 'শীফ'-এর দুটি বৃহত্তর সংস্করণ বেরিয়েছিল লণ্ডন থেকে।

শ্রীমতী তরুই [এবং অরুও বটে] প্রথম ভারতীয় মেয়ে যিনি ইংরেজীতে এবং সম্ভবত প্রথম এশিআবাসী যিনি ফরাসীতে রস-সাহিত্যের চর্চা করেছেন। তাঁর অনূদিত ফরাসী কাব্যের সংকলন অধুনা প্রায় দুষ্প্রাপ্য হলেও, দীর্ঘকাল ধরেই এর বহু অংশ ইংরেজীতে ফরাসী কাব্যের 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড' অনুবাদ রূপে পরিগণ্য। 'এনসেণ্ট ব্যালাডস'-এর মধ্যে ভারতবর্ষের পুরাণ-কথা এবং লোকবৃত্ত সম্পর্কে তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞান এবং কবিকৃতির সাফল্যের সার্থক পরিচয় পাওয়া যায়। ফরাসী কবিদের সম্পর্কে তাঁর প্রবন্ধ ও টীকা-ভাষ্যগুলি, ফরাসী ইতিহাসে তাঁর চর্চার ফসলগুলি এবং সর্বোপরি তাঁর পত্রাবলীর মধ্যে যে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাই, তা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। জাতীয় অভ্যাসের স্বধর্মে আমরা কিন্তু এঁকেও অর্ধ-বিস্মৃতির অন্ধকারে রেখেছি। একুশ বছর বয়সিনী এই বাঙালী মেয়েটির জন্যে 'কেমব্রিজ হিষ্ট্রী অফ ইংলিশ লিটেরে-চার' সশ্রদ্ধভাবে জায়গা করে দিয়েছে [এডমণ্ড গসের ভবিষ্যৎবাণীকে সপ্রমাণ করে!], বিশ্ব-কবিতা-সংকলন-জাতীয় একাধিক বইতে এঁর লেখা সাদরে প্রকাশ করা হয়েছে, এডমণ্ড গস, আঁদ্রে থেরিএ, ক্লারিস বাদের প্রমুখ বিশ্ববিদিত সাহিত্য-সমালোচকরা এঁর প্রশংসায় মুখর হয়েছিলেন প্রায় এক শতাব্দী আগে—এই 'গেঁয়ো যোগিনী'-র কিন্তু নিজের দেশে ভিখ মেলেনি বিশেষ! ১৮৭৭ সালে তরুর

জীবনাবসান হবার পর থেকে এই সুদীর্ঘ উননব্বই বছরে এদেশে তাঁর রচনার প্রকাশনা এবং সমালোচনা যা হয়েছে তার পরিমাণ অতি সামান্যই। আজ পর্যন্ত এই বঙ্গ দেশে তাঁর একটি বইয়েরও পুনর্মুদ্রণ হয় নি; সব মিলিয়ে তাঁর জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে পত্র-পত্রিকায় সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে উননব্বই বছরে উননব্বই পাতা হয়ত বা! ফরাসী উপন্যাসটির অবশ্য দু-টি বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু সমাপ্তি-উন্মুখ ইংরেজী উপন্যাসটি সম্পূর্ণ বিস্মৃত; তাঁর সম্পর্কে একটি মাত্র ছোট বই প্রকাশিত হয়েছে—তা-ও সাম্প্রতিককালে [ফরাসী উপন্যাসের অনুবাদ দু-টিও তাই] এবং সর্বসমেত তাঁর কবিতার বাংলা অনুবাদ হয়েছে অর্ধ-ডজন মতো। তালিকা সমাপ্ত। তরু দত্ত সম্পর্কে বাংলা দেশের কৃতজ্ঞতার ফসল কুড়ানো এইখানেই শেষ!

তবু 'বেটার লেট, দ্যান নেভার।' বিশ্ববন্দিতা এই বাঙালী তরুণীর প্রতি যে তাঁর মাতৃভূমির নজর ফিরতে আরম্ভ করেছে অতি অধুনা এটা সুখের কথা। বাংলা দেশের একটি 'শিশু'-বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর কবিতা পাঠ্যক্রমে স্থান পেয়েছে—বনেদী বিশ্ববিদ্যালয়েও তা না-কি আর ব্রাত্য থাকবে না জানা গেছে! [প্রসঙ্গত স্মর্তব্য যে, বিগত ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে জন গ্যাসওআর্থ নামে জনৈক বিদেশী ভদ্রলোক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইঙ্গ-ভারতীয় সাহিত্য-চর্চার্থে একটি বিভাগ খুলে 'তরু দত্ত-অধ্যাপক' পদ সৃষ্টির জন্য প্রস্তাব করেছিলেন এবং যথাযোগ্য মহল তাঁর প্রস্তাব হিসেব মতোই ওএষ্ট-পেপার-বাস্কেটে নিক্ষেপ করেছিলেন।] রাজকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ একাধিক বাঙালী সাহিত্যিক তরু দত্তের জীবন ও সাহিত্য নিয়ে কাজ করেছেন; বর্তমান অনুবাদকসহ অনুজতর গোষ্ঠীও কাজ করছেন সাধ্যমতো এ নিয়ে। তরুর লেখা এই ইংরেজী উপন্যাসটির সম্পাদিত অনুবাদ

প্রকাশ করাও ঐ প্রয়াসেরই সাঙ্গীভূত। তরুর মৃত্যুর কিছুদিন পরে, ১৮৭৮ সালে এই উপন্যাসটি ['বিআংকা, অর দি ইঅং স্প্যানিশ মেডেন'] তাঁর পাণ্ডুলিপি থেকে সংগ্রহ করে 'বেঙ্গল ম্যাগাজিন' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেন তাঁর বাবা, কবি গোবিন্দচন্দ্র দত্ত। এটিই তরুর সর্বশেষ রচনা; এটিকে তিনি সমাপ্তির ঊনপর্যায়ে নিয়ে আসার সময়ে মারা যান বলে অনুমান করা চলে। এই জন্যেই দু-একটি ছোটখাট অসংলগ্নতা ও চ্যুতি তিনি মেরামত করে যেতে পারেন নি। ঊনত্বের ত্রুটিকে ঘুচিয়ে এবং বিচ্যুতির অসংলগ্নতাকে সম্পাদন করে এই উপন্যাসের সর্বপ্রথম বাংলা-অনুবাদ বর্তমানে প্রকাশ করা হল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, পুস্তকাকারে প্রকাশিত হবার আগে বর্তমান অনুবাদটি 'অসমাপিকা' নামে 'চতুষ্কোণ' পত্রিকার ১৩৭১ সালের অগ্রহায়ণ মাসে সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়।

বাংলা দেশে তরু দত্তের লেখার প্রথম অনুবাদ করেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। তরুর 'এনসেণ্ট ব্যালাডস অ্যাণ্ড লিজেণ্ডস অব হিন্দুস্তান' [১৮৮২] বইটির 'বাগমারী' এবং 'যোগাছা উমা' কবিতা দুটি অনুবাদ করেন তিনি 'বৃক্ষ-বাটিকায়' ও 'যোগাছা' নামে ১৯১৫ নাগাদ। প্রথমটি তাঁর 'তীর্থসলিল' এবং দ্বিতীয়টি 'মণি-মঞ্জুষা' বইতে সংকলিত হয়েছে। পরবর্তী-কালে সত্যেন্দ্রনাথের 'কাব্য-সঞ্চয়নে' দ্বিতীয়টি গ্রথিত হয়। এর পর তরুর ফরাসী উপন্যাস 'লে জুর্ণাল দ্য মাদমোআজেল দ্যার্ভেস' [১৮৭৯]-এর অনুবাদ করেন পঙ্কজনাথ চট্টোপাধ্যায় 'কুমারী আরভ্যারের দৈনিক আলেখ্য' নামে দিয়ে: ১৯২৫-২৬ সালের 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকায় এটি বের হবার পর বই হিসেবে আর প্রকাশিত হয় নি। তারপরে ১৯২৭ সালে 'বিচিত্রা' পত্রিকার একটি সংখ্যায় [অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬],

'বঙ্গ-ইঙ্গলণ্ডীয় কাব্যে দেশাত্মবোধের বাণী' প্রবন্ধে মন্মথনাথ ঘোষ 'এনসেণ্ট ব্যালাডস' থেকে 'প্রহ্লাদ' কবিতার কিছু অংশ অনুবাদ করেন; এরপর ১৯৩৯ সালের 'শারদীয়া যুগান্তর' পত্রিকায় নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, তরুর 'এ শীফ গ্লীনড ইন ফ্রেঞ্চ ফীল্ডস' [১৮৭৬] বইটিতে বিধৃত, ফরাসী কবি আ দ্য বুপলাঁর 'দোরমে, দোরমে' কবিতাটির সমনাম্নিক ইংরেজী অনুবাদের একটি বাংলা অনুবাদ করেন তাঁর 'ইংরাজী কাব্যে বাঙালী' প্রবন্ধে—'ঘুম-পাড়ানিয়া' নাম দিয়ে। এরপর ১৯৪৯ সালে রাজকুমার মুখোপাধ্যায় 'আর্ভের'-এর অনুবাদ প্রকাশিত করেন 'কুমারী আরভ্যারের দিনপঞ্জী' নামে। তাঁর পর পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১৯৫৭ (?) সালে 'মাসিক বসুমতী' পত্রিকায় শ্রীমতী আর্ভের' নামে ঐ উপন্যাসেরই আর একটি অনুবাদ ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করেন, যেটি ১৯৬০ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। পৃথ্বীন্দ্রবাবু পরবর্তী সময়ে ১৯৬৩ সালে, 'ইলাষ্ট্রেটেড উইকলি' পত্রিকায় 'মার্গারেট' নামে এর একটি ইংরেজী অনুবাদও প্রকাশ করেছেন। রাজকুমারবাবু তাঁর 'কবি তরু দত্ত' [১৯৫৯] পুস্তিকাটিতে 'যোগাদ্যা' কবিতাটিরও আর একটি অনুবাদ করেছেন মূল কবিতার সমনামে। ১৯৬৩ সালের জুলাই মাসে 'স্বাধীনতা' দৈনিক-পত্রিকায় বর্তমান অনুবাদকের একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধে পূর্ব-কথিত 'দোরমে, দোরমে' কবিতাটির 'ঘুম, ঘুম' নামে একটি অংশানু-বাদ ও 'এনসেণ্ট ব্যালাডস'-এর 'সীতা' কবিতার একটি সমনাম্নিক অনুবাদ (অংশ), 'চতুষ্কোণ' পত্রিকার ১৩৭১ সালের শারদ-সঙ্কলনে তৎলিখিত 'উনিশ শতকীয় বাঙালী কবিদের ইংরাজী কবিতা' নিবন্ধে 'এনসেণ্ট ব্যালাড্স'-এর 'নিআর হেষ্টিংস' কবিতার 'সাগর-পদ্ম' নামে এবং 'একক' কবিতা-পত্রের ১৩৭২ সালের শারদ সঙ্কলনে 'দি লোটাস' কবিতার 'রাণী ফুল' নামে একটি অনুবাদ বিধৃত হয়েছে।...সত্যেন

দত্তের অনূদিত কোনো কোনো ফরাসী কবিতার অনুবাদ তরুর প্রেরণাগত মনে করা যায়।

'আর্ভের্স-দিনলিপি' ও 'বিআংকা' তরুর এই দুটি উপন্যাসের মধ্যে চূড়ান্ত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, কোথায় একটা নিবিড় সাযুজ্য আছে—যেটার সঙ্গে তরুর চরিত্র এবং মনস্কতাও সামিল। এ জিনিস তাঁর কবিতা থেকে আমরা খুঁজে পাব না।

কথাটা বিশ্লেষণ-সাপেক্ষ। এবং এই বিশ্লেষণটুকুর জন্য উপন্যাস দুটির কাহিনীর ছকটা অনুধাবনীয়।

যদিও 'আর্ভের্স-দিনলিপি' 'বিআংকা'-র পরে প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু বয়সের দিক থেকে এইটিই অগ্রজা। এর কাহিনীকাল—বছর দেড়েকের মতো সময়। নায়িকা মার্গেরীত, বৃটেন নিবাসী একজন অবসরপ্রাপ্ত সৈন্যাধ্যক্ষের একমাত্র সন্তান। তারই দিনলিপির জবানীতে লেখা এই উপন্যাসটির শুরু তার ষোড়শতম জন্মদিনের প্রাকালে, কনভেণ্ট স্কুল ছাড়বার মুহূর্তে।

বাবার সঙ্গে বাড়ী ফিরে, মায়ের কোল আলো করে মেয়ে। সন্ধ্যেবেলা তার জন্মদিনের ভোজসভায় গ্রামের লোকজনেরা আসেন, তার ছোটবেলার চেনা-পরিচিতরা সব। এঁদের মধ্যে ছিলেন মাদাম গোসেরেল, তাঁর কন্যা—তার বান্ধবী, বিধবা জমিদার গৃহিণী কাউণ্টেস প্লুআরভ্যাঁ এবং তাঁর দুই ছেলে—দুনোআ আর গাস্তঁ—দুনোআ তার শৈশব সঙ্গী এবং মার্গেরীতের বাবার বন্ধু ছেলে ক্যাপ্টেন লেফ্যাভ্র। বাপ মা হারা এই ছেলেটি মার্গেরীতের চেয়ে কয়েক বছরের বড়। কদিন পরে লুই ফিরে যায় তার কর্মস্থলে, এবং ফেরে মার্গেরীতের প্রতি একটা আকর্ষণ নিয়ে। মার্গেরীতের মা বাবারও বাসনা হয় এই সুন্দর ছেলেটিকে জামাই হিসেবে পেতে।

মার্গেরীত বহুদিন পরে গ্রামে ফিরে খুব আনন্দে কাটায়। ঘুরে ঘুরে বেড়ায় খালি। বাবার সঙ্গে, একা। গাঁয়ের গরীব দুঃখীদেরকে ভালবেসে তাদের সঙ্গে মেশে, দেখাশুনো করে। এদেরই একজন হল জ্যাঁনেৎ—একটি সুন্দরী কিশোরী। কাউন্টেসকে অনুরোধ করে মার্গেরীত তাকে তাঁর বাড়ীর কাজে নিযুক্ত করে দেয়। নিজের অলক্ষ্যেই সে এক দুর্ঘটনার বীজ বোনে এভাবে।

কাউন্টেসের মনের ইচ্ছে, মার্গেরীতের সঙ্গে দুনোআর বিয়ে হয়। মার্গেরীতকে তিনি নিয়ে গিয়ে কিছুদিন নিজের কাছে রাখেন। মার্গেরীত, দুনোআর প্রেমে পড়ে। কিন্তু দুনোআ আসক্ত হয় পরিচারিকা জ্যাঁনেতের প্রতি। এই প্রণয়ে তার প্রতিদ্বন্দ্বী হয় তারই অনুজ, গাস্তঁ।

ওদের মামা কর্ণেল দেসক্লের সঙ্গে মার্গেরীতের আলাপ হয়—ও তাঁর স্নেহ অর্জন করে। মার্গেরীত, প্যারিতে ওর এক দিদিমার কাছে ঘুরে আসে। ইতিমধ্যে লুই এসে ওর কাছে প্রেম নিবেদন করে, ও তাকে প্রত্যাখ্যান করে। আশাহত লুই চলে যায়। ওর কনভেণ্টের দিদিমণি মাদাম ভেরণিকের অসুখের সংবাদ পেয়ে ও ছুটে যায় তাঁর মৃত্যুশয্যার পাশে। তিনি ছিলেন ওর কাছে বড় বোনের চেয়েও বেশি। ছাত্রীকে আশীর্বাদ করে তিনি চিরদিনের মতো ঘুমিয়ে পড়েন। মার্গেরীতের জীবনের বৃহত্তম আঘাতের মুখবন্ধিক প্রস্তুতি হিসেবে এই শোক এল।

বড় আঘাতটা এল অল্পদিনের মধ্যেই। জ্যাঁনেতের প্রেমে উন্মত্ত হয়ে দুনোআ খুন করে নিজের ভাইকে। তারপরে প্রায় উন্মাদ হয়ে যায় ও। মার্গেরীত এই নিদারুণ শোকে শয্যাশায়ী হয়ে প্রায় মৃত্যুর মুখোমুখি হয়। উন্মাদপ্রায় দুনোআর হয় যাবজ্জীবন জেল। হত-ভাগ্য কাউন্টেস শূন্য পুরীর খাঁ খাঁ করা মহলে একা পড়ে থাকেন।

রোগশয্যায় লুই এসে দাঁড়ায় মার্গেরীতের পাশে। তার

প্রেমে, সেবায় ও সুস্থ হয়ে ওঠে। মার্গেরীত ওর প্রেমে পড়ে। দুজনের বিয়ে হয়। বিয়ের পর ভূমধ্যসমুদ্রকূলে নীসে গিয়ে থাকে ওরা। মার্গেরীত সন্তান-সম্ভাবিতা হয়। তার ছেলে পৃথিবীতে আসে বটে, কিন্তু সে নিজে বিদায় নেয়।

বিআংকার কাহিনী আরও স্বল্পপরিসরায়িত। ইংলণ্ড নিবাসী স্পেনীয় কবি আলোঞ্জো গার্সিআর জ্যেষ্ঠা দুহিতা ইনেজের শবযাত্রার দৃশ্যে কাহিনীর মুখপাত। কনিষ্ঠা কন্যা বিআংকা ছাড়া আর কেউ আপন রইল না তাঁর। তুষারপাতের মধ্যে শোকযাত্রা সাঙ্গ করে পিতা-পুত্রী বাড়ী ফেরেন। বিআংকা বোনকে হারিয়ে মুহ্যমান হয়ে পড়ে। ওর বাবা শয্যা নেন।

ইতিমধ্যে এক বছর কেটে যায়। শোকের প্রথম উদ্দামতা ততদিনে মৃদু হয়ে এসেছে। এক মধ্যাহ্নে, ইনেজের সঙ্গে যার বিয়ের ঠিক হয়েছিল সেই ওআল্টার ইনগ্রাম বিআংকার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করে। বিআংকা প্রথমে বিস্মিত হয়, তারপর ব্যাপারটার অসম্ভাব্যতার কথাটা তাকে বুঝিয়ে দেয়। সে বোঝে নিজের ভুল, বুঝে লজ্জিত হয়। দুজনে ফেরে। ঠিক এই সময়, বিআংকার সঙ্গে তার সই মার্গেরীত [ওরফে ম্যাগি]-এর দেখা হয়। ম্যাগির আমন্ত্রণ রাখতে বিআংকা পরদিন তাদের বাড়ী—গ্রামের জমিদার বাড়ীতে যায়।

মার্গেরীতের মা লেডী মূর বিআংকাকে খুব একটা পছন্দ করতেন না। জাতে যেহেতু স্প্যানিশ, ইংলণ্ডের মাপকাঠিতে যেহেতু সুন্দরী নয় এবং যেহেতু বাপের পয়সা নেই! তাঁর একটা বরাবরের আশঙ্কা, এই মেয়েটি তাঁর পুত্রবধূ হয়ে বসতে পারে! ঐ ধরণের একটা আশঙ্কা আবার বিআংকার বাবার মনেও ছিল। ঐ দিন অবশ্য লেডী মূরের ছেলে কলিন বাড়ীতে ছিল না।

মার্গেরীত এবং লেডী মূরের সঙ্গে কথা বলতে বলতে আর

কলিন-ম্যাগির ছোট্ট ভাই উইলিকে আদর করতে করতে বিআংকা প্রায় সারা বেলা কাটিয়ে দেয়। সন্ধ্যের মুখে কলিন হঠাৎ লণ্ডন থেকে বাড়িতে ফিরে আসে। বিআংকার সঙ্গে ওর এভাবে দেখা হওয়ায় লেডী মূর একটু অসন্তুষ্ট হন। অসন্তোষ আরো বাড়ে, কলিন যখন রাত্রি হয়ে যাওয়ায় বিআংকাকে এগিয়ে দিতে যায় ওর বাড়ি পর্যন্ত।

পথে কথা বলতে বলতে দুজনের পরস্পরের প্রতি সুপ্ত আকর্ষণ প্রকাশিত হয়ে পড়ে। বিআংকা বাড়ি গিয়ে সারা রাত ভাবে। কলিন ভাবতে ভাবতে ফেরে। রাত্রে মা এসে একটি ধনী-কন্যার সঙ্গে বিয়ের কথা বললে, কলিন দৃঢ়ভাবে জানায় যে সে বিআংকা-কেই বিয়ে করবে। লেডী মূর অসন্তুষ্ট হয়ে ওর ঘর ছেড়ে চলে যান।

কদিন পরে কলিন, উইলিকে নিয়ে বিআংকাদের বাড়িতে আসে। বিআংকা উইলির সঙ্গে খেলা করে, গার্সিআর সঙ্গে ভেতরে গিয়ে কলিন কথা বলে। বিদায় নেবার প্রাক্কালে কলিন হঠাৎ-আবেগে নিভৃত বাগানে বিআংকাকে আদর করে চুমো খায়।

অনাস্বাদিত-পূর্ব অভিজ্ঞতায় বিআংকার মন আশ্চর্য অনুভূতিতে ভরে ওঠে। বাবাকে বলে ও। গার্সিআ প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। বিআংকা ওঁকে ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করে এই বলে যে, ও কলিনকে ভালবাসে। গার্সিআর মনে এক অদ্ভুত দুঃখের অনুভূতি আসে। সবাই তাঁকে ছেড়ে চলে গেছে ; একমাত্র অবলম্বন এই মেয়েটিও যদি তাঁকে ছেড়ে চলে যায়! স্বামীর ঘরে গেলেও ত তাঁকে ছেড়েই যাবে।

কলিন চিঠি পাঠিয়ে বিয়ের প্রস্তাব করে। বাবাকে দুঃখ না দিতে চেয়ে বিআংকা বলে, সে বিয়ে করবে না কারুকেই। কলিন পরে উত্তর নিতে স্বয়ং আসে, গার্সিআ প্রত্যাখ্যান করেন ওর

প্রস্তাব। ইতিমধ্যে পরিচারিকা এসে খবর দেয় যে বিআংকা অসুস্থ হয়ে পড়েছে ভীষণ রকম—দুজনে ছুটে যান ওর ঘরে।

কলিন বাড়ি ফিরে ঘোড়া নিয়ে শহরে ছোটে বড় ডাক্তার আনতে। ম্যাগি দাদার কাছ থেকে বিআংকার এই খবর শোনে—আশঙ্কায় আকুল হয়ে সে মা-কে খবর দেয়। বিআংকাই ওর বৌদি হবে, এই ভেবে ও আনন্দে ছিল। লেডী মূর বিআংকার সংকটজনক অবস্থা শুনে খুশীই হন।

বিআংকা দীর্ঘদিন ভুগে ওঠার পর অবশেষে আরোগ্য লাভ করে। ইতিমধ্যে কলিন সম্পর্কে গার্সিআর মনোভঙ্গীর পরিবর্তন হয়েছে! তিনি তার সেই প্রস্তাবে এতদিনে রাজী হন। বিআংকা শুনে সুখী হয় অপরিসীম। দুজনে মিলে ভবিষ্যতের কত স্বপ্ন দেখতে থাকে। কলিনের মা, ওঁদের এবং বিআংকাদের দ্বিপাক্ষিক আত্মীয় খল-চরিত্র আওএনের সাহায্যে বিয়েতে বাধা দিতে সচেষ্ট হন।

কিন্তু বাধা আসে ভাগ্যের কাছ থেকে। ক্রিমিআর যুদ্ধে লড়তে যাবার জন্যে নির্দেশ আসে কলিনের ওপর। অশ্রুমুখী বিআংকা বসে থাকে; সেই তাদের শেষবারের মতো দুজনে একসঙ্গে থাকা। এই পর্যন্ত এসেই তরুর লেখনী স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ঘটনার অন্তর্নিহিত সুর, সারা বইতে যা অনুভূত হয়েছে—সেটা থেকেই বোঝা যায় আর বেশিদূর এগোতেন না তিনি। বিয়োগান্তি-কতাতেই এর ভূমা পূর্বনির্দিষ্ট ছিল।

শ্রীমতী তরুর উপন্যাস দুটিরই স্থায়ী স্বর হল বিষাদ। দুটির মধ্যেই তাঁর নিজের জীবনের প্রতিচ্ছায়া বারবার আভাসে এসেছে। তাঁর বান্ধবী কুমারী মার্টিনকে লেখা পত্রাবলী অনুধাবন করলেই এর সমর্থনে যুক্তি মিলবে। বড় বোনের মৃত্যু ['আর্ভেস'-এ ভেরণিক, 'বিআংকা'-য় ইনেজ], অসম্পূর্ণ প্রেম, মানসিকভাবে

নিঃসঙ্গ কবি প্রকৃতির নায়িকা—দুই বইয়েরই সাধারণ বৈশিষ্ট্য।
তরুর জীবনে কোনো প্রেম এসেছিল কি-না আমরা জানিনে—তাঁর
চিঠিপত্র থেকে সে সম্পর্কে কোনো হদিশ মেলেনি। তাঁর নিজের
দিনলিপিটি কালের গর্ভে বিলুপ্ত। কাজেই সেটির সঙ্গে কুমারী
আর্ভেসের্ঁর দিনলিপির সম্পর্ক কতটা নিবিড় সেটা অনুমানের
ওপরই রইল!

তরু কোনো দিন কারুর প্রেয়সী হয়েছিলেন কিনা আমাদের
জানা নেই। কিন্তু কারুর স্ত্রী বা মা তিনি হননি। তবুও
'আর্ভেসেঁ' মার্গেরীতের চরিত্র চিত্রণে প্রেমময়ী বধূ এবং সম্ভাবিতা
মাতার নিবিড় সেন্টিমেণ্ট যে ভাবে চিত্রিত হয়েছে, তাতে তাঁর
কল্পনাশক্তি এবং প্রতিভা যে কত সূক্ষ্ম অনুরণনে স্পর্শসচেতন
ছিল সেটা বুঝতে পারি। দিনলিপিতে স্বভাবতই, নায়িকা
প্রাধান্য পেয়েছে, তার ব্যক্তিগত সেন্টিমেণ্ট প্রকাশের অবকাশটা
সেখানে স্বভাবতই বেশী। কিন্তু বিআংকার সেন্টিমেণ্ট প্রকাশের
সুযোগ তুলনায় কম হলেও—ভিন্নতর প্রকাশভঙ্গীর মাধ্যমেও তার
চরিত্র কম নিখুঁত-নিবিড় হয়নি।

পুরুষ চরিত্রে কলিন একটি বিশিষ্ট নিজস্বতা অর্জন করেছে—
লুই সে তুলনায় নির্জীব। গার্সিআর চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার
সার্থক প্রকাশটাও তরুর নিজের বয়সের অনুপাতে আশ্চর্যজনক!
দ্যুনোআর চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং গাস্তঁর বৈপরীত্যে তার বিচিত্রতা
আকর্ষণীয়। ছোটখাট চরিত্রের মধ্যে দুই উপন্যাসে, দেসক্লে বা
আওএন কিংবা লেডী মূর এক একটা বিশেষ টাইপের প্রতিনিধিত্ব
করেন।

উপন্যাসদুটির বিশেষতম গুণ হল তাদের প্রেক্ষিতের আবহ
যথাযথ রঙে বিচিত্রিত হওয়া। ফ্রান্স এবং ইংলণ্ড—কোনো দেশেই
তরু বেশিদিন ছিলেন না, কিন্তু শুধু প্রাকৃতিক পটভূমিই নয়,

সামাজিক প্রেক্ষিতও যে কত সার্থকভাবে এদের মধ্যে বিধৃত হয়েছে সেটা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। আর রোম্যান্টিক নভেল হওয়া সত্ত্বেও এদের মধ্যে ঐ নিটোল সমাজ-সচেতনতার অভিক্ষেপ হল উপন্যাসিক হিসেবে তরুর মহত্তম শক্তি!

ওপরে বলেছি যে, এই উপন্যাসটির উন-শেষ পর্যায় পর্যন্ত লিখে তরুর জীবনাবসান হয়। ৮ম পরিচ্ছেদে যেখানে কলিনের বিদায়ের প্রাক্কালে বিআংকার অশ্রুমুখী হয়ে বসে থাকার বর্ণনা আছে, তরু ততদূর পর্যন্তই লিখে যেতে পেরেছিলেন। 'বেঙ্গল ম্যাগাজিন'-এর যে সংখ্যাতে এই উপন্যাসটি ক্ষান্ত হয়েছে, সেই সংখ্যায় মূল পাঠাংশের নিচে তরুর হতভাগ্য পিতা কবি গোবিন্দচন্দ্র দত্ত এই কয়েকটি ছত্র সংযোজন করে দিয়েছিলেন:

দি জেণ্টল হ্যাণ্ড দ্যাট হ্যাড ট্রেসড দি ষ্টোরী দাস ফার,—দি হ্যাণ্ড অফ মিস তরু দত্ত—লেফট অফ হিআর। ওআজ ইট ইলনেস দ্যাট মেড দি পেন ড্রপ ফ্রম দি ওঅ্যারী ফিঙ্গারস? আই ডু নট নো। আই থিংক নট। দি স্কেচ ওআজ এ ফার্ষ্ট অ্যাটেম্পট প্রোব্যাবলি, অ্যাণ্ড অ্যাবানডানড। আই অ্যাম ইনক্লাইড টু থিংক সো বিকজ দি নভেল লেফট ইন ফ্রেঞ্চ ল্যাঙ্গুএজ ইজ ভেরী মাচ সুপিরিঅর ইনডীড টু দীস ফ্র্যাগমেণ্ট, অ্যাণ্ড ইজ কমপ্লিট। আদার ফ্র্যাগমেণ্টস দেআর আর বোথ ইন প্রোজ অ্যাণ্ড ভার্স বাট মোষ্টলি রাফ হিউন অ্যাণ্ড আনপলিশড।—জি·সি-ডি॥

আমরা গোঁবিন্দচন্দ্রের সঙ্গে সর্বাংশে একমত নই। তার কারণ পরবর্তীকালে শ্রীমতী মার্টিনকে লেখা তরুর যে সব পত্রাবলী প্রকাশিত হয়েছে, তার দ্বারা নিঃসংশয়ে একথা প্রমাণ করা চলে যে, এটি তরুর শেষ সময়েই লেখা। ঐ পত্রগুচ্ছ এবং এই উপন্যাসের মধ্যে শুধু মেজাজ, আবহাওয়া এবং বর্ণনাভঙ্গীর মিলই আছে এমন

নয়—বহু ঘটনার ছায়াপাত পর্যন্ত ছু'য়ের মধ্যে সমান্তরালভাবে প্রতিফলিত। মেরী মার্টিনকে লেখা তরুর পত্রগুলি তাঁর বাবা দেখেন নি বিশ্বাস করা চলে ; আর সেইজন্যেই তাঁর পক্ষে উপরোক্ত সিদ্ধান্ত করা সম্ভব হয়েছিল। বিআংকার চেহারার বর্ণনার সঙ্গে তরুর এবং ইনেজের সঙ্গে অরুর মিল থাকা, বড় বোনের মৃত্যুর পর পিতার সঙ্গে তরু এবং বিআংকা উভয়েরই বিষাদ-বিধুর সম্পর্কের চিত্রায়ন, বাবাকে বই পড়ে শোনানো, সবার কাছে 'দিদিঠাকরুণ' ['সিষ্টার তরু' এবং 'সিষ্টার বিআংকা'] ডাক শোনা, বেড়াল ছানার বিয়োগে খেদোক্তি ইত্যাদি টুকরো-টাকরা বিষয়েও 'বিআংকা'য় তরুর নিজের জীবনের ছায়াই পড়েছে। এমন কি তরুর বৃদ্ধা পরিচারিকা শচীই এতে বৃদ্ধা ডরোথিতে পরিণত হয়েছেন এমনও ভাবা চলে।

গোবিন্দচন্দ্রের বক্তব্যের বাকীটুকুর সঙ্গে আমরা কিছুটা একমত। নিঃসন্দেহে ফরাসী উপন্যাসটির বুনন এর চেয়ে অনেক নিবিড়। এবং বর্তমান উপন্যাসটির বুনন অসমাপ্ত। কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে ; প্রেমাস্পদকে হারানো—তরুর দু-টি উপন্যাসেরই আস্থায়ী ; একটা করুণ মেলানকলি-ভাবও তাঁর উপন্যাসের নিয়মিত আবহ ; কিন্তু, 'আর্ভের'-এ মনোবিশ্লেষণের সুযোগটা অনেক বেশী—কারণ সেটি ব্যক্তিগত-ডাইরীর ছাঁদে লেখা, পক্ষান্তরে 'বিআংকা'-র ফর্মটা বর্ণনাত্মক—ফলে বিশ্লেষণটা সেখানে জবানীতে। সুতরাং, আর্ভের বিআংকার চেয়ে সুবিধাজনক অবস্থায় আছে। তবু একটি বিশেষ আবহ সৃষ্টি এবং প্লটের প্রায় অনুপস্থিতির মাধ্যমে তরু এই উপন্যাসটিতে বিচিত্র খানিকটা এক্সপেরিমেন্ট করেছেন বলা যায়। এই উপন্যাসটি নিয়ে প্রায় কোনো আলোচনাই হয় নি—এক হরিহর দাস তাঁর লণ্ডন থেকে প্রকাশিত 'লাইফ অ্যাণ্ড লেটারস অফ তরু দত্ত' [১৯২০] কিছুটা

উল্লেখ করেছেন মাত্র। বিদগ্ধ পাঠকমণ্ডলীর হাতেই আমরা এর বিচারের ভার তুলে দিলুম বর্তমানে।

পাঠকমণ্ডলীর কাছে আমরা নিজেদের সম্পর্কেও বিচারপ্রার্থী। বইটি যে লক্ষ্যে উপনীত হবার মুখে আচমকা ক্ষান্ত হয়ে গিয়েছিল সেটি প্রায় স্পষ্টই হয়ে উঠেছিল—তরু যতদূর লিখে গিয়েছিলেন, তার মধ্যেই। 'উপসংহারে' আমরা সেই স্পষ্টতাকে রেখায়িত করেছি। একটি বেতের ঝুড়ি বোনা শেষ হয়ে যাবার মুখে যে অসমান অংশগুলি বেরিয়ে থাকে সেগুলিকে গুছিয়ে দেওয়ার চেয়ে বেশী কিছু বলে আমরা মনে করিনা। তবু এ অধিকার আমাদের আছে কি-না, পাঠককুলই তার যোগ্য বিচারক।

মোটামুটি ভাবে মূল উপন্যাসে আরো তিন-চারটি অসংলগ্নতা ছিল—সেগুলিকে যতটা পেরেছি আমরা ঢাকা দেবার চেষ্টা করেছি মূল বর্ণনাকে যথাসাধ্য অবিকৃত রেখে। যেমন কলিনের নাম মূল উপন্যাসের মাঝামাঝি সময় থেকে পড়তে হঠাৎ বিনা নোটিশে হেনরীতে পরিবর্তিত হয়েছে ; আমরা আগাগোড়াই কলিন লিখেছি। উইলির মুখের সংলাপ আধো-আধো করে লেখা ছিল, কিন্তু পড়তে গেলে সেটা অত্যন্ত হাস্যকর লাগে ; আমরা সংলাপটা স্বাভাবিক উচ্চারণেই লিখেছি। আওএন, তাঁর স্ত্রী ও বিআংকাদের সম্পর্কটা তরু খুব স্পষ্ট করে যান নি। উপন্যাসের বিভিন্ন অংশের কতকগুলি টুকরোকে মিলিয়ে একটা সিদ্ধান্ত খাড়া করা চলে : আওএন বিআংকাদের পূর্ব পরিচিত এবং বিআংকা এবং আওএন কেউই সে পরিচয় স্বীকারে উৎসাহী নয় ; আওএনের স্ত্রীও পরিচয় স্বীকারে কুণ্ঠিত ; আওএনের স্ত্রীর নাম মেরী ; মেরী অত্যন্ত বিষণ্ণ ; বিআংকার কোনো জ্ঞাতি ভগ্নী ছিল মেরিআ—যার সম্ভ্রম বাঁচিয়েছিল সে ; বিকারের ঘোরে বিআংকা একবার পূর্বস্মৃতি আলোড়ন করে পিস্তল তোলার ভঙ্গী করে বলে "ওকে যেতে

দাও বলছি—নইলে গুলি করব!” আওএন বদ চরিত্রের লোক এবং স্ত্রীলোক-ঘটিত দুর্বলচিত্ততা তার ছিল; এই সবগুলিকে মিলিয়ে এই সিদ্ধান্ত করা সম্ভব যে, মেরিআ ওরফে মেরীকে একা পেয়ে আওএন কোনো সময়ে অত্যাচার করতে উদ্যত হয়েছিল—সেই সময়ে বিআংকা তাকে উদ্ধার করে; পরে যেভাবেই হক মেরীর সঙ্গে আওনের বিয়ে হয় এবং তার ফলে গার্সিআ পরিবারের সঙ্গে তার সংযোগ ছিন্ন হয়।

মূল উপন্যাসে এই ব্যাপারটি স্পষ্ট না হওয়ায় আমরা এই সম্ভাব্য ব্যাখ্যাটি দিলুম।

পরিশেষে আর দু-একটি কথা বলার আছে—যে কথা প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে সব অনুবাদকই বলতে বাধ্য হন। এক ভাষায় যে বর্ণনা এবং সম্বোধন ভাল লাগে; তার আক্ষরিক ভাষান্তরণ সর্বত্র সম্ভবও হয় না [কখনও কখনও ভাবান্তরণও না!], আর হলেও কানে লাগে। যেমন—জমিদারপুত্রকে বিআংকা 'মাই লর্ড' বলে সম্বোধন করেছে; এর অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনা বাংলা ভাষায় 'রাজাসাহেব' লিখলে আসে না; পরে উভয়ের ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপিত হলে ব্যাপারটা সহজসাধ্য হয়েছে—এবং আমরা স্বস্তির সঙ্গে পরিবর্তিত ব্যঞ্জনায় 'আমার রাজা' লিখেছি। পিতার সামনে কন্যাকে তার প্রণয়ী চুম্বন করছে—এমন একটা বর্ণনা বাংলা হরফে পড়তে আমাদের অস্বস্তি লাগে, কিন্তু আমরা সে ক্ষেত্রে নিরুপায়! এ ক্ষেত্রে স্বাধীনতা নেবার উপায় নাস্তি! অবশ্য যৎকিঞ্চিৎ স্বাধীনতা কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমরা নিয়েছি, সেই ইতালিনী প্রবাদটিকে স্মরণ করেঃ “অনুবাদকে সুন্দরী হতে হলে তাকে বিশ্বাসঘাতিনী হতেই হবে।”

সম্পাদকের নিবেদন শেষ করবার আগে ঋণ স্বীকারের একটা সপ্রীত-দায়িত্ব পালন করা দরকার! 'বিআংকা'-র এই

অনুবাদটি প্রথমে শুরু করি নিছক অনেকটা খেয়ালবশেই। শ্রীশিবপ্রসাদ চক্রবর্তী এবং শ্রীঅরুণ রায়ের নিয়মিত তাড়নায় এটি শেষ হয়ে 'চতুষ্কোণে' প্রকাশিত হয়। মূল উপন্যাসে কিছু সংলাপ ও কাব্যাংশ ফরাসী; সেগুলি ভাষান্তরণে সাহায্য করেছেন শ্রীবারীন সাহা। দেবব্রত মুখোপাধ্যায় মশায়ের আঁকা তরু দত্তের অসাধারণ চিত্রটি আমার প্রতি তাঁর সুদীর্ঘকাল লালিত স্নেহেরই অভিব্যক্তি বিশেষ! এঁদের সকলের সঙ্গেই আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ যে সেখানে আনুষ্ঠানিক ধন্যবাদ প্রদানের অবকাশ নেই—যা নেই প্রকাশক বন্ধু শ্রীইন্দ্রনাথ মজুমদার সম্পর্কেও! অলমতি!

॥ ৩০শে আগষ্ট, ১৯৬৬ * পল্লব সেনগুপ্ত ॥

Félicité passé qui ne peut revenir, tourment de la pensée,
Que n'ai-je en te perdant perdu le souvenir.

বিগত সুখ
ফেরে না আর
স্মৃতির ব্যথা
তুমি যে নেই
স্মৃতিও তাই ॥

॥ প্রথম পরিচ্ছেদ ॥

ফেব্রুআরির কনকনে বরফ-পড়া দিন। নিরাভরণ গাছেদের ডালপালাগুলো হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডা হাওয়ায় শিউরে শিউরে উঠছে যেন শোকে, যেন অপরিসীম দুঃখের প্রার্থনায় দু হাত তুলে।

শবযাত্রীদের একটি দলকে পথের বাঁকে দেখা যায়। কফিনের পেছনে মাত্র দুজন শোকযাত্রী। নির্জন চার্চের চত্বরে কোনো আধা-উৎসাহী, আধা-সহানুভূতিশীল লোকের ভীড় নেই।

মৃতা—ইংল্যাণ্ডে প্রবাসী স্পেনদেশী জনৈক ভদ্রলোক, আলোঞ্জো গার্সিআর বড় মেয়ে ইনেজ। গার্সিআর পাশে পাশে চলেছে তাঁর ছোট মেয়েটি—মৃতার অনুজা—বিআংকা, শান্ত, চুপচাপ ভাবে। বিআংকার চোখে জল নেই ঃ ধীর পদক্ষেপে বারবার সঙ্গে চলে ও। যাজক মিঃ স্মিথ ওঁদের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। নির্বাকভাবে করমর্দন করেন-উনি গার্সিআর সঙ্গে। বিআংকার হাতদুটিও ধরলেন উনি পিতৃকল্প স্নেহে। ওঁর এই সস্নেহ স্পর্শে, এই করুণাসুন্দর দৃষ্টিতে বিআংকা অশ্রুমুখী হয়ে পড়ে, মাথা নীচু করে ও।···করুণভাবে শবযাত্রার অনুগমন করেন সকলে অবশেষে। কনকনে বাতাসে বরফ ঝরার শব্দের মধ্যে মিঃ স্মিথের শোকস্নিগ্ধ নরম কণ্ঠে শোনা যায় ঃ

"প্রভু বললেন, আমিই পুনরুজ্জীবন এবং জীবন ঃ আমাতে যে আস্থাবন্ত, মৃত হলেও সে থাকবে জীবিত আর যদি সে জীবিত হয়—মৃত্যু কখনো তাকে পারবেনা গ্রাস করতে।

আমি জানি আমাদের পরিত্রাতা পৃথিবীর শেষদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকবেন। এবং যদিও আমার ত্বকের জীবাণুগুলি এই দেহকে

ক্ষয় করে ফেলবে, তবু এই দেহেই আমি ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করব। আমি তাঁকে দেখব শুধু নিজের জন্যেই, আমার দৃষ্টিতেই তিনি গোচরীভূত হবেন, আর কারো চোখে নন।

পৃথিবীতে আমরা কিছুই নিয়ে আসি নি এবং এটুকু ধ্রুব যে কিছু নিয়েই যাব না। প্রভুই দাতা, তিনি গ্রহীতাও। প্রভুর নাম পুণ্যময় হোক।

আমি বলেছিলাম যে আমার পথের অনুগামী হবঃ বচনে ক্ষুণ্ন করব না।

অনৈশ্বরিক কিছু দৃষ্টিগত হলে আমি আমার মুখকে যেন বল্গায় বেঁধে রাখব।"

মিঃ স্মিথ চুপ করলেন। পিতা-পুত্রী চোখ মেলে তাকান। যথাস্থানে এসে পৌঁছেছেন তাঁরা।

শোভাযাত্রা থামল। সাদা গোলাপের একটি স্তবক শবাধারের ওপর ধীরে ধীরে নামিয়ে রাখে বিআংকা। মালা থেকে দুটি কুঁড়ি খসে পড়ে মাটির ওপর। বিআংকা কুড়িয়ে নেয়ঃ মুঠোয় মুড়ে রাখে। ও ভাবে ইনেজের এই হয়ত শেষ উপহার।

মাটির কোলে শবাধারটি নামে। অর্ধ-নিমীলিত চোখে, কম্পিত ওষ্ঠপুটে, নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন গার্সিআ। প্রার্থনায় নিরত? অশ্রুমুখ? বিআংকার চোখের জল নীরবে গড়িয়ে পড়ে বিন্দু বিন্দু হয়ে, গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাসে তার ছোট্ট দেহটি কেঁপে কেঁপে ওঠে। ফুঁপিয়ে ওঠাটুকু ঠেকিয়ে রাখে ও এইভাবে।

পাণ্ডুর-নীল রঙের শবাধারের ওপর প্রথম দফা মাটি ফেলা হয়েছে ততক্ষণে। কিছুক্ষণের মধ্যে সেটি অদৃশ্য হয় মাটির আড়ালে। সমাধি পূর্ণ হয়েছে। ...অন্যেরা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সেরে চলে গেছেন। পিতা-পুত্রী কিছু বেশি সময় দাঁড়িয়ে রইলেন। বিআংকা বাবার হাত

ধরে, "বাবা, চল ফিরে যাই।" নীরবে উনি কন্যার সঙ্গে চলেন। বিআংকা আর একবার মুখ ফিরিয়ে তাকায় সমাধির দিকে আহা রে, সেও যে মরতে চায় ঐ নতুন গড়া সমাধির নীচে!

বাড়ি ফিরে মৃতা কন্যার ঘরে ঢোকেন গার্সিআ। ইনেজের শেষ দিনগুলি এই ঘরটিতে কেটেছে। বিআংকা বাবার সঙ্গে গেল না অবশ্য ঃ স্বয়ং ঈশ্বরও কোনো কোনো সময়ে ত অক্ষম হন! সেই স্বর্গীয় তৃপ্তিদাতার সঙ্গে শোকজর্জর মানুষটি একাই থাকুন ঃ সেই করুণাময় তাঁকে দেবেন দুঃখ সইবার শক্তি আর শান্তি। বিআংকা তার নিজের ঘরে ঢোকে। জানালার পাশে গিয়ে বসে। টেবিলের ওপর একটা বই। ওর চোখ পড়ে সে দিকে। টেনিসনের "ইন মেমোরিআম' ইনেজ খুব ভালবাসত! বিআংকার চোখে পড়ে চরণগুলি—

"এস যাই, তোমার কপোলদুটি হয়েছে পাণ্ডুর
অর্ধেক জীবন তবু ফেলে রেখে যাই পিছনেতে :
ভাবি মনে, বন্ধু বুঝি পবিত্রতা পেল,
কিন্তু, চলে যাই, আমি, অসমাপ্ত কাজগুলি হবে না না হলে।
তবুও ত, যতক্ষণ এ শ্রবণে শ্রুতি না মিলায়
এক ঝাঁক ঘণ্টাধ্বনি মনে হয়ে মর্মরেতে বাজে,
মধুর সে হৃদয়ের চলে যাওয়া ব্যক্ত করে বুঝি
বিশ্বের নয়নে ধরা-যে হৃদয়ের, মাধুর্যেই ভূমা।
ঘণ্টার মর্মর শুনি, শুনি, শুধু, শুনি অবিরাম।"

ইনেজের নরম রূপোলি স্বরে কতবার এই চরণগুলি শুনেছে সে!

ঘণ্টার মর্মর শুনি, শুনি শুধু শুনি
শাশ্বত, স্বাগত করে মৃতেরে যখন
আছি, আছি, আছি, স্বরে।
বিদায়, বিদায়, তবে চিরন্তন তরে।"

বিআংকা বইটা বন্ধ করে জানালার দিকে তাকায়। ইনেজ এখন কোথায়? মাটির তলায় ঠাণ্ডা অন্ধকারে; তার সেই ক্ষীণ দেহটি নির্দয়-আকাশের নীচে অঘোরে ঘুমুচ্ছে, মাঝে শুধু একটি পল্‌কা কাঠের তক্তা আর সদ্য-ছড়ানো কিছু মাটি। বিআংকার মন বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এই সব ভেবে। সুস্থ দেহে সে কি-না রয়েছে আলো-জ্বালা গরম ঘরের নিরাপদ-আরামে, আর ক্ষীণতনু ইনেজ একা সেই ঠাণ্ডা-শক্ত-কবর-খানায় শুয়ে থাকবে? হতাশভাবে বিআংকা তাকায় ঝিরঝিরে বরফ পড়া বৃষ্টির দিকে। বড় বড় চোখ দুটি মেলে রাখে ও। কাঁচের দরজাটা খুলে বাগানে আসে—একটা অদ্ভুত হাসি ওর মুখে। গুন্‌গুন্ করে বলে, "ইনেজ আমিও এখন তোর মতনই রে সোনা!"—ভিজে মাটির ওপর বসে ও মাথা নীচু করে। কতক্ষণ কাটে জানে না।

অন্ধকার হবার মুখে মুখে ওর কাঁধে হাত রাখে কে যেন। একটা গলার আওয়াজ। "দিদিমণি এখানে বসে কি করছ?" মার্থা। বিআংকা চোখ মেলে, তবে স্থির হয়ে বসে থাকেই। "দিদিমণি, ও দিদিমণি"—চেঁচিয়ে ওঠে মার্থা! "আহা রে বেচারা! শুনতে পাচ্ছেনা গা!"—বলে ও—বিআংকার কাঁধ দুটো ধরে ঝাঁকায় জোরে জোরে—"কি হয়েছে দিদি? শীত লেগেছে? ঝিম ধরেছে?" বিআংকা গা-ঝাড়া দিয়ে ওঠে।

"নারে মার্থা, কিছু হয় নি আমার।"

"তা'লে বাপু এই বরফের মধ্যে একলা একলা বসে আছ কেন গা? এ রকম চললে তুমিও যে শিগগিরই বড় দিদির ঠাঁই গে পেঁ ছুবে দেখছি।

আহা রে, তা যদি হত! নিঃশ্বাস ফেলে বিআংকা তার স্বপ্নিল, উন্মুখ কালো চোখজোড়া মেলে তাকায় বিষণ্ণ পারিপার্শ্বিকের দিকে।

"বুড়ো বাপকে ছেড়ে তোমরা সবাই চলে যাও যদি, তা'লে তার কি হবে বল দিকিন ?"

বৃদ্ধা স্কচ পরিচারিকার দিকে ফিরে তাকায় বিআংকা : "ঠিক বলেছিস। বেচারী বাবা !" বিড়বিড় করে ও। উঠে দাঁড়ায়।

"দিদিমণি, ভিজে যে একেবারে জবজবে হয়ে গেছ গা—চল, চল, কাপড় ছাড়বে চল—"

"আগে এক কাপ চা চাই মার্থা—আর বাবারও কিছু খাওয়া দরকার।" খাবার ঘরে ঢোকে ওরা।

বিআংকার কিছু বর্ণনা করা দরকার। সুন্দরী নয়, মাথায় মাঝারি—কিন্তু শরীরটি আভিজাত্যে মোড়া। মুখের ছাঁদ ঠিক ডিম্বাকৃতি নয়। ছোট্ট কপালখানি; ঠোঁট দুটি ভরাট, স্পর্শকাতর আর সচল; গায়ের রং কালো। ইতালিনী চাষীর মেয়ে দেখেছেন ? লজ্জা পেলে বা রেগে উঠলে তার পাণ্ডুর-জলপাই-বর্ণ কপোল ঘন হয়ে ওঠে। তখন সে সুন্দরী। চোখ দুটি ওর বাবার মতে ওদের কুকুর 'কীপারের' চোখের মতন !! হাসি-হাসি, বড়-বড় আর ভরাট। সত্যি বলতে কি, এই চোখ জোড়া আর কালো কোঁকড়ানো চুলের রাশিই হল তার রূপ বলতে যা কিছু সব !

মার্থার এনে দেওয়া এক পেয়ালা চা খায় ও। বাবার জন্যে বড় এক পেয়ালায় চা বানিয়ে নিয়ে যায় ওপরে। ভেজা জামাকাপড় বদলে নিয়েছে—নইলে বাবা দেখে চিন্তা করবেন। ধীরে ধীরে ইনেজের ঘরে ঢোকে বিআংকা। গার্সিআ হাঁটু মুড়ে বিছানার পাশে বসে আছেন। ও চায়ের কাপটা পাশের টেবিলে রাখে। তারপরে হাঁটু মুড়ে বাবার পাশে বসে।

কিছু সময় কাটে। বিআংকা চুপচাপ কেঁদে চলে। আস্তে আস্তে বাবার ভারী হাতখানা ওর পিঠে এসে পড়ে। ওর আশ্চর্যরকম

ভাল লাগে। বাবা কখনো ওকে আদর করেন নি। ইনেজ ছিল ওঁর বেশি প্রিয়। দু-মেয়েকেই ভালবাসলেও, ইনেজের ছেলেমানুষি, তার আদুরে ভাবটুকু, তার অসহায়ত্ব—সব মিলিয়ে তাকে তাঁর বেশি প্রিয় করে ছিল। ছোট হলেও বিআংকা ছিল গম্ভীর, ঠাণ্ডা আর বেশি নারীসুলভ। ওর স্বাধীনচেতা ভাবটার জন্যে, ওকে তাঁর পরামর্শদাতা বলে মনে করা চলত, গুরুত্বপূর্ণ বহু ব্যাপারেই উনি ওর পরামর্শ নিতেন। লোকে বলে, "ও ওঁর ডান হাত। ছেলের অভাব মিটিয়েছে।" ওর মেয়েলি ছাঁটের জামার তলায় যে বুকটা ওঠে-পড়ে, যে কোনো পুরুষ মানুষের মতোই সেটা সাহসী! ওর কোঁকড়া চুলগুলোর তলায় যে মাথাটি—যে কোনো অংক-বিশারদের মতোই সেটা ক্ষুরধার ধীশক্তিসম্পন্ন!

ইনেজ ছিল ওঁদের দুজনের চোখের মণি। বাপ আর বোনের আদরে পরম আদরিণী। বাবা, দিদিকে আদর করছেন দেখলে ক্কচিৎ কখনো হয়ত বিআংকার স্বাভাবিকভাবে ঈর্ষা হত। কিন্তু সেটা হয়ত এবং ক্কচিৎ। কারণ গার্সিআও খুব অপ্রকাশী ধরণের মানুষ। বিআংকা কতদিন বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভেবেছে, "বাবা ইনেজকেই বেশি ভালবাসেন।...কিন্তু সেটাই কি ঠিক না? ও এত ভাল—! ওকে বেশি করে যত্ন করা দরকার। আমার হিংসে করা উচিত নয়। আমি কত শক্ত, নিজের ভার নিতে পারি।..."

ইনেজের অসুখের সময় বিআংকা মায়ের মতন স্নেহে তার পরিচর্যা করেছে। তিন রাত—চার রাত পরপর জেগে কাটিয়েছে সে—একটু ঘুরে আসবার জন্যেও বাড়ির বাইরে যায় নি কখনো, কেবল দু'চারবার ফল-টল কিনতে যাওয়া ছাড়া। ইনেজ যে ফল খেতে ভালবাসত খুব। সোনা ইনেজ, লক্ষ্মী ইনেজ!

গার্সিআ উঠলেন অবশেষে। "চল বিআংকা।...ও এখন

শান্তিতে রয়েছে।” দু-জনে ঘর থেকে বেরোন। বিআংকা বাবাকে বসবার ঘরে নিয়ে যায়—চায়ের পেয়ালাটা এনে দেয় সেখানে। ওঁর নজরে পড়ে না। তারার দিকে তাকিয়ে ছিলেন উনি। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে অর্ধ-স্বগতোক্তির মত বলেন, “এই গত মঙ্গলবারও ছিল আমাদের কাছে। এখন ও ঐ তারাদের মধ্যে,...তারও ওপারে! ভাবলে আশ্চর্য লাগে!”

স্তব্ধতা। আস্তে আস্তে বিআংকা বলে, “বাবা, চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, খেয়ে নাও।” চা-টুকু খেয়ে পেয়ালাটা ওর দিকে ঠেলে দেন উনি। ও আরও খানিকটা চা ঢেলে দেয়। উনি বলেন, “খেয়ে ভাল লাগছে।”

প্রায় দু-ঘণ্টা চুপচাপ ভাবনার মধ্যে কাটে। বিআংকা দু-এক বার কাশে। উদ্বিগ্ন হয়ে তাকান গার্সিআ, “ঠাণ্ডা লাগল না-কি রে খুকু?” “ও কিছু না, বাবা।” “কি যে করিস মা—এখন তোর নিজের দিকে তাকান দরকার। কি করে লাগালি?” বিআংকা বাবার বাড়িয়ে রাখা হাতখানা ধরে ওঁর পায়ের কাছে একটা নীচু মোড়ার ওপর বসে থাকে: “বাবা কিছু একটা পড়ে শোনাব তোমাকে?” “পড়। রাতে শোবার আগে গরম কিছু খেয়ে নিবি।” “আচ্ছা বাবা।...যোহনের ১৪র অধ্যায়টা পড়ব?” ঘাড় নেড়ে সম্মতি দেন উনি। বিআংকা বই খোলে। নরম ভরাট গলায় পড়ে চলে:

“তোমার আত্মাকে উদ্বিগ্ন বা ভীত কোর না। পরমেশ্বরে বিশ্বাসী হও, আমার প্রতিও আস্থা রাখ।...”

পড়া শেষ হলে বইটা ও নামিয়ে রাখে ধীরে ধীরে। দুজনে হাঁটু মুড়ে বসে প্রার্থনা করেন।

"খুকু এবার শুতে যাও!" বলেন গার্সিআ। ঘণ্টা বাজান।

"মার্থা, দিদিমণির খুব ঠাণ্ডা লেগেছে, ওকে গরম কিছু খেতে দে ত।"

"ঠাণ্ডা তো লাগবেই—" বিআংকা ঘর থেকে টেনে নিয়ে চলে ওকে—"চ-চ—" বাইরে গিয়ে বলে, "আমি তখন কোথায় ছিলুম—বাবাকে বলিস নে যেন।"

"আচ্ছা গো আচ্ছা!

মার্থা ওকে এক পেয়ালা গরম ঝাঁঝালো ব্র্যাণ্ডি এনে দেয়। এক চুমুকে খেয়ে নিয়ে বিআংকা ওপরে ওঠে। ইনেজের ঘরের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢোকে ও, যেন আশা করেছিল ইনেজকে সেখানে দেখবে ঃ সাদা চাদরে গা ঢেকে, বুকের ওপর হাত-দুটো রেখে সে যেন শুয়ে থাকবে; তার সুন্দর মুখখানা ঘিরে কাল নরম চুলগুলো এলোমেলো, আধবোঁজা ঠোঁটদুটোতে শান্ত, ঠাণ্ডা সুখী হাসি। ঠিক এইভাবেই গত রাত্রে ও ইনেজকে দেখেছে। বিছানার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনা করে।···ও বেরিয়ে আসে; প্রায় আধঘণ্টা পরে। একটা পায়ের শব্দ সিঁড়িতে। নিঃশব্দে, চকিতে নিজের ঘরে ঢুকে পড়ে। বাবা কি ঘরে ঢুকবেন? না। উনি চলে গেলেন ওঁর ঘরে।

পরদিন ভোর। ঘুম ভেঙে বিআংকা নিজের অজান্তেই তাকায় সেই বিছানাটার দিকে, অসুখ হবার আগে পর্যন্ত যেখানে ইনেজ শুয়ে ঘুমুত। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ও মাথাটা ফেরায়। উঠে গিয়ে হাঁটু মুড়ে বসে বিছানাটার পায়ের দিকে। প্রার্থনা করে না। "ইনেজ ফিরে আয়!" বুক ফাটা একটা অস্বস্তি। টপটপ করে চোখ দিয়ে জল পড়ে। ও বসে বসে ভাবে। "ইনেজ কত সুখী এখন! সেই ফুলের বাগানে ও মা-মণির

পাশে পাশে হেঁটে বেড়াচ্ছে! বাগানটা খুব সুন্দর, না-রে ইনেজ?" কান্নায় ভেঙে পড়ে ও, "ইনেজ, আমাকে তোর কাছে নিয়ে চল—আর পারছি না।" হাঁটু মুড়ে বসে থাকতে থাকতে ওর কেমন একটা ঝিম ধরে—চোখের জল শুকিয়ে আসে ধীরে ধীরে। উঠে পড়ে ও। পোশাক বদলে জানালার ধারে গিয়ে বসে। "বাবার সামনে কিছুতেই কেঁদে ফেলা চলবে না।" ভোরবেলার ঠাণ্ডা হাওয়ায় কান্নার দাগ মিলিয়ে আসে। ও নামে একতলায়।

"মার্থা, বাবা ওঠেন নি এখনো?" খাবার ঘর ফাঁকা দেখে আশ্চর্য হয়ে শুধোয় ও "বাবা, আসব?"

"আয়!" ঘরে ঢোকে—

"বাবা, শরীর খারাপ হয়েছে?"

"হ্যাঁ রে। কপালটায় একটু হাত দিয়ে দেখত মা।" বিআংকা বাবার মাথায় হাত বুলোয়। গনগনে গরম।

"বাবা, তোমার খুব জ্বর; ডাক্তারবাবুকে খবর পাঠাই আমি।" বাবা মেয়ের মাথায় হাত রাখেন: "তোকে ফেলে মারা গেলে তোর কি হবে বল ত?" অর্ধ-পরিহাসের সুর গলায়। মেয়ে মুখে হেসে বলে,—"তোমাকে মরতে দিচ্ছি কি না"—চোখের জল লুকোতে অন্য দিকে তাকায়। গার্সিআর দীর্ঘশ্বাস পড়ে। "আমার কাছে কিন্তু এর চেয়ে ভাল আর কিছু নেই রে—বিশ্রাম চাই, বিশ্রাম।" বিআংকা উঠে পড়ে: "বাবা তোমাকে গরম কিছু এনে দিই। ডাক্তারবাবুকে খবর পাঠাচ্ছি আমি।" দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে চলে যায়। সিঁড়ির ওপরে দাঁড়ায় একটুখানি। নিজের ঘরে ঢোকে; একটা চেয়ারে গিয়ে বসে ও। ঝরঝর করে জল পড়ে ওর চোখ থেকে। বাবা কি সত্যিই বাঁচবেন না? ও বসে বসে ভাবে। "ঠাকুর,

বাবা যেন বাঁচেন এমন ভরসা দাও। ধর্মে আস্থা দাও।" ওর চোখে পড়েঃ

"দেখ, আমি আনি স্বাস্থ্য ও আরোগ্য, আমি তাদের নীরোগ করব, তাদেরকে বিকশিত করব শান্তি ও সত্যের অসীমে।"

বারবার পড়ে ও। ওর মুখে হাসি ফোটে, যদিও গালদুটো ভিজে তখনো। বাইবেলের ঐ অংশটির ওপর ঠোঁট নামায় বিআংকা—বই বন্ধ করে। "ঠাকুর, তুমি করুণাময়।"

"শান্তির সুসমাচারের" ওপর মাথা ঠেকিয়ে বলে ও। মনে বল ফিরে পায়। নীচে নামে ডাক্তারকে খবর পাঠাতে।

বাবার চা-টা নিয়ে যায় অবশেষে।

দরজায় খুট্ করে একটা শব্দ ; মার্থা ঘরে ঢোকে।

"কত্তাবাবা, পাদ্রী সাহেব এসেছেন, এ ঘরেই আসবেন কি ?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ—খুকু ওঁকে নিয়ে আয়। ওঁকে দেখি—" বিআংকা নীচে যায়। মিঃ স্মিথ হল ঘরে বসে ছিলেন। সামনের দরজাটা খোলা। ফুরফুরে বাতাস। উনি ওর হাত দুটো আদর করে ধরেন ঃ

"বাবা কেমন আছেন ?"

"ওঁর খুব শরীর খারাপ। আপনাকে দেখতে চাইছেন।"

"শরীর খারাপ ? কি হল আবার ?"

"জ্বর।" ওর চোখ ছলছলে হয়ে ওঠে।

"আহা বেচারী !"...পাদ্রী ওর মাথায় হাত রাখলেন।

"ঈশ্বর তোমাকে সব কিছু সইবার ক্ষমতা দেবেন। তাঁর করুণা আমাদের জন্যে অসীম।"

বিআংকার সঙ্গে উনি ওপরে গিয়ে রোগীর বিছানার পাশে বসেন। দুজনে বিশেষ কথাবার্তা হয় না কিছু। কিন্তু মিঃ স্মিথের

নীরব সহানুভূতিশীল প্রশান্তি তাঁর মুখে ফুটে ওঠে—একরাশ ধর্মোপদেশের চেয়েও তাঁর স্বস্তি "জব"-এর অনুশাসনে বেশি।

বিআংকা জানালার পাশে থাকে। ডাক্তার এতক্ষণে এলেন। রোগীকে দেখে ওষুধ লিখে দিয়েই যান। ব্যস্ত মানুষ!

একটা সপ্তাহ। শরীর মনের ওপর চাপ পড়া সাতটা দিন। সাতদিনের দিন গার্সিআ চোখ মেলে তাকিয়ে মেয়েকে চিনে উঠতে পারেন। মেয়েকে দেখে প্রথমে প্রায় শিউরে ওঠেন। জানালার ধারে শান্ত হয়ে বসে থাকা ওর পাণ্ডুর দেহরেখা দেখে ইনেজের ছবি মনে ভেসে আসে ওঁর।

"খুকু, এখানে আয়।"

বিআংকা উঠে গিয়ে বাবার হাত দুটো চেপে ধরে, বাবাও; দুজনেরই চোখে জল। ঈশ্বর বিআংকাকে করুণা করেছেন!

॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥

ইতিমধ্যে একটি বছর চলে গেছে। জুন মাসের ঝকমকে দিন। চিন্তিতভাবে একজোড়া তরুণ-তরুণীকে মাঠের মধ্যে দিয়ে ঘুরতে দেখা যাচ্ছিল। বিআংকা, আর ওআল্টার ইনগ্রাম। "দেখুন—দেখুন সূর্যটা কি রকম আশ্চর্য সুন্দর। পশ্চিমদিকটায় যেন দাউ দাউ আগুন জ্বলছে!" ইনগ্রাম ঘাড় ফেরায়—"হ্যাঁ, ভারী সুন্দর।"

ইনগ্রামের বয়স চব্বিশ। সুন্দর চেহারা। ঝকঝকে চুল, নীল চোখ। ভরাট অ-ঋজু ঠোঁট, সরল মুখশ্রী। মাথায় মাঝামাঝি।

খানিকক্ষণ চুপচাপ। বিআংকা স্বপ্নিল চোখে চেয়ে থাকে দূরে পশ্চিমদিকে। হঠাৎ ওর সঙ্গীর গলার স্বরে ঘোর কাটে। "বিআংকা, তোমাকে আমার কিছু বলার আছে। আরো নিরিবিলি কোনো একটা জায়গায় যাবে?" "এই তো যথেষ্ট নিরিবিলি।···বলুন না।" ইনগ্রামের দিকে ঘুরে বসে ও। ইনগ্রাম মাথা নিচু করে বসে হাতের ছড়িটা দিয়ে ঘাসের ওপর আঁকিবুকি কাটতে থাকে। দীর্ঘ নীরবতায় বিআংকা অধৈর্য হয়ে ওঠে: "উঁ?"

মৃদু গলায় ইনগ্রাম বলে, "বিআংকা তুমি আমাকে বিয়ে করবে? তোমাকে নিয়ে আমি খুব সুখী হব জানি!" মাথা নাড়ে ও; একটা বিবর্ণ, করুণ হাসি ফুটে ওঠে ওর মুখে: "আপনি ইনেজকে ভালবাসতেন। সেই ছিল আপনার বাগদত্তা বউ। সেও আমাদের সবাইকে ছেড়ে গেল।···দেবদূতেরাও হয়ত তাকে ভালবাসতেন।··· বেচারী।" শেষ কথাটা ও বলে ইনগ্রামের ফেরানো মুখের দিকে

তাকিয়ে। "বাবার কাছে আপনার কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করার জন্যে আপনি তাঁর কোনো একটি মেয়েকে বিয়ে করাটা কর্তব্য ভেবেছেন।···ইনেজ হলে কোনো কথা ছিল না। আপনারা দুজনে দুজনকে ভালবাসতেন।"

"কিন্তু আমি ত তোমাকেও ভালবাসি বিআংকা।"

"কিন্তু আমি বাসি না। আপনাকে আমার ভাল লাগে, এই পর্যন্ত। আপনাকে ভাইয়ের মতন কিংবা বন্ধুর মতন স্নেহ করি।···যদি ও বেঁচে থাকত!" বিআংকা ইনগ্রামের কাঁধে হাত রাখে। ইনগ্রাম দু-হাতে মুখ ঢেকে বসে থাকে। বিআংকা এসে পাশে বসে, ওর চোখে পড়ে, ইনগ্রামের আঙুল বেয়ে বেয়ে জল ঝরছে। "আহা রে! বেচারী!" মৃদু স্বরে বলে ও। বিআংকা ইনগ্রামের হাতখানা ধরে।

"আপনি ওকে খুব ভালবাসতেন। আমি জানতাম না, আমি ভাবতাম ওই বুঝি বেশি ভালবাসে।" ধীরে ধীরে ইনগ্রাম শান্ত হয় আসে।

"ওকে হারাবার আগে পর্যন্ত আমি নিজেই জানি নি যে কতটা ভালবাসতাম।"

"আর আপনি আমাকে বিয়ে করতে চাইছিলেন! যদি আমি রাজি হতাম?" বিআংকা হালকাভাবে হাসে!

"আমার দুঃখিত হবার কিছু নেই। তোমার কথার মানে আমি বুঝেছি, বিআংকা। তুমিই এখনো একমাত্র মেয়ে, যাকে আমি সারা পৃথিবী ঢুঁড়েও পছন্দ করতে পারি। তুমি আমাকেও জান, আমার সবই জান—; দুঃখের দিনে তুমিই পার আমাকে সাহায্য করতে।"

"পারি কি?···হয়ত বোনের মত পারি। তোমার দুঃখের দিনগুলোতে আমার কাছে এস ওআল্টার।"

"তাই হোক।...বোনের মতন!"

"উঠে পড় দেখি, বাড়ি ফিরতে হবে এবার।"

দুজনে হাঁটতে শুরু করে। বিআংকা বেশ ভালভাবে নিরীক্ষণ করে দেখে। ম্যাগি আসছে। হঠাৎ ওর মাথায় যেন দুষ্টু বুদ্ধি চাপে!—

"ওআল্টার, এই হল তোমার উপযুক্ত মেয়ে—একেবারে তোমার বউ হবার যোগ্য!"

"মূরদের বাড়ীর মেয়ে না?"

"আরে! তুমি চেন তা-হলে দেখছি।"

"এক-আধবার দেখেছি। ওঁর দাদাকে আমি একটু একটু চিনি।"

সখির কাছে দৌড়ে আসে ম্যাগি। ছেলেমানুষের মতো বিআংকাকে চুমো খেয়ে বলে—"তোর সঙ্গে ঝগড়া আছে। কদ্দিন যাস নি বলত?" পরমুহূর্তে ইনগ্রামের দিকে তাকিয়ে হাত বাড়িয়ে দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধুর দিকে ফিরে বলে চলে: "কবে আসবি? দাদা লণ্ডনে গেছে জানিস ত? বাড়ীটা বড্ড ফাঁকা ফাঁকা লাগছে ও যাওয়া ইস্তক। মা দিনরাত পড়াশুনোর চাপ দিচ্ছে। কালকে আসবি তো? বল, হ্যাঁ, বল!"

"আচ্ছা রে আচ্ছা!"

"এই ত আমার লক্ষ্মী সোনা, বিআংকা বুড়ী! যাই রে।—তাড়াতাড়ি যাবি কিন্তু!" ইনগ্রামের দিকে মাথা ঝাঁকিয়েই ম্যাগি হাওয়া হয়।

"বাড়ির দরজা পর্যন্ত এসে, ইনগ্রাম বিআংকার হাত ঝাঁকায়।

"আসবে না ভেতরে?"

"আজকে না।" একটু থেমে, কুণ্ঠিতভাবে ইনগ্রাম বলে, "বিআংকা, আজকে একটা হাবার মতন কাণ্ড করেছি তোমাকে

ঐসব কথা বলে।···আমাকে মাপ কোর। কেমন?" বিআংকা স্মিতভাবে ঘাড় হেলায়!

"তুমি যে এটা বুঝেছ, তাতেই আমি খুশী।"

"সকলের কাছেই তুমি যে কেন দিদিঠাকরুণ। এইবার বেশ বোঝা যাচ্ছে!—তাহলে চলি দিদিঠাকরুণ!"

"এস, আবার।"

বিকেল বেলায় পিতা-পুত্রী বাগানে বসেছিলেন। ও বাবাকে বলল সব সকালের ঘটনা।

"বাবা আজ সকালে, ইনগ্রাম আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল।" গার্সিআ ঘুরে বসেন ওর দিকে।

"বটে!" ইনেজের কথা মনে পড়ে ওঁর।

"আমি, না বলেছি।"

"ভালই করেছিস খুকু। ভাল ছেলে, সুন্দর ছেলে, আর বেশ সরল। কিন্তু ওর সঙ্গে তোর বিয়ে হওয়াটা আমার পছন্দ নয়। ওকে মানাত ইনেজের সঙ্গে। তাকে ওর হাতে দিতে পারতুম খুশি হয়ে। কিন্তু তোর বর হওয়া দরকার অন্য রকম।" বিআংকা খুশি হয় শুনে। হেসে বলে,

"কিন্তু আমি তো বিয়ে করব না বাবা! অনেক নজর রাখা দরকার তোমার দিকে। তুমি যত বেশি একলা হবে, জীবনটা তত বেশি একঘেয়ে লাগবে।" গার্সিআ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন: "ঠিকই, একদিক থেকে ভেবে দেখলে সত্যিই! একটু থেমে বলেন, "ও তাহলে তোকে বিয়ে করতে চাইল। তাহলে কি ইনেজকে ও ভালবাসত না?

"বাসত, ওর নিজস্ব ভাবে। ও খুব ভাল, কিন্তু দুর্বল। সহজেই নুয়ে পড়ে।"

আবার খানিকক্ষণ চুপ করে গার্সিআ নিজের মনেই আবৃত্তি করেন ঃ

"আয়, ওরে ফিরে আয়, আমার কাছে
দীর্ঘদিনে ধীরে ধীরে বদলেছে সব,
তবুও ভাবি নি আমি কোন কিছু আর
তোর স্মৃতি-সত্তা সনে জড়িয়ে যা নেই।"

বিআংকা ধীরে ধীরে ওঁর পাশে গিয়ে বসে। হাতে কি একটা ছুঁচের কাজ। বাবা মেয়ের মাথায় হাত বুলোন: "এই হয়ত ভাল হয়েছে। সে এখন ত পরমেশ্বরের আশ্রয়ে আরও ভাল রয়েছে!"

কিছুক্ষণ এ-ও-তা বকার পর বিআংকা তার নিজস্ব রীতি মাফিক একখানা ফরাসী বই নিয়ে আসে। বাবা জোরে জোরে পড়তে থাকেন। মেয়ে বসে সেলাই করে। ওর পালা এলে, আবার ও পড়ে, বাবা শোনেন। বইটা হল আবুর 'জ্যার্মেন' (জার্মানরা)। একটা পত্রিকা থেকে গার্সিআর কাছে আধুনিক লঘু ফরাসী সাহিত্য সম্পর্কে একটা লেখা চেয়েছে। বহুদিন দেশ-ছাড়া, বাস্তুহীন এই ভদ্রলোক এখানে-ওখানে লিখে দু-চার পয়সা আয় করতেন। নানান দেশের সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানটুকু এ ব্যাপারে কাজে লাগত।

"আবু-র লেখা খুব সরেস; কি বল বাবা? অবশ্য ওঁর নীতিবোধ খুব উঁচু নয়," বিআংকা মন্তব্য করে, "ওঁর ভাষা খুব ধারালো, ফলে খুব বাজে বিষয় নিয়ে লেখা জিনিসও ভাল লাগে ওঁর উপন্যাসে। যেমন ধর না কেন, এই 'গ্রেস কঁতেপোরেন'-(সাম্প্রতিক গ্রীস)-টার কথাই?"

"মহারাণী ওঁকে যে তাঁর ওখানে গল্প বলবার জন্যে ডাকেন

এতে আর আশ্চর্য কি? ওঁর বলার ভঙ্গীটা শুনতে আমারও ইচ্ছে আছে খুব!"

রাত হয়ে আসে। বই বন্ধ করে চুপচাপ বসে থাকেন দুজনে। বিআংকা বাইরে চাঁদের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে। কি ভাবছে ও। কে জানে! গম্ভীর অথচ উজ্জ্বল মুখে ও তাকিয়ে থাকে দূরে স্বপ্নিল চোখ দুটোকে ভাসিয়ে দিয়ে। হঠাৎ উঠে পড়ে একটু হাসি-হাসি মুখে, "ওঠ বাবা, রাত হল।" দুজনে উঠে ভেতরে যান।

ঘুমুতে যাবার আগে বিআংকা বাবাকে জিজ্ঞেস করতে আসে "বাবা ম্যাগি কালকে ওদের বাড়িতে যেতে বলেছে। যাব ত?" "যেও, কিন্তু ওর মা যেন না ভাবেন তুমি তাঁর ছেলেটিকে পাকড়াও করতে গেছ!" বিআংকা হাসে, ওর বাবাও!

"তিনি এখন নেই বাবা, লণ্ডনে গেছেন।"

"তাহলে যেতে পার। কখন যাবি?"

"ভাবছি কালকে কোনো সময়ে। কালকে তোমার আমায় কোনো দরকার আছে?"

"আমার? ওই লেখাটা একবার পড়ে তোর মত জানাবি। ওটা কালই পাঠাতে হবে।"

"ঠিক আছে বাবা, ওটা শেষ করে রেখেই যাব কালকে।" নিজের ঘরে ফেরে ও। জামা কাপড় ছাড়ে। জানালাটার ধারে এসে বসে টুকরো টুকরো কবিতা আবৃত্তি করে ঃ

"বসে বসে মেয়ে ভাবে ভিন্‌দেশী কিরাতের কথা,
দীর্ঘদেহী যে যুবক একদিন বসন্তের ভোরে
এসেছিল তার বাবার কাছে তীরধনুক কিনতে
তারপরে যে বিশ্রাম করেছিল তাদের কুটিরে।

যাবার সময় ফিরে ফিরে চেয়েছিল পিছনে।
মেয়ে শুনেছিল, বাবার কাছে তার অজস্র প্রশংসা,
তার সাহসের, তার জ্ঞানের প্রশংসা।
সে কি ফের ফিরে আসবে তীর কিনতে,
ফিরবে কি মিন্নেহাহার এই উচ্ছল জলপ্রপাতের ধারে!
কন্যার হাত মাটিতে অলস হয়ে এলিয়ে থাকে,
তার চোখ দুটি ভাসে স্বপ্নের জোয়ারে।"

বিআংকারও। আপনমনেই হেসে বলে, "সেন্টিমেণ্টাল হয়ে পড়ছি! উঁ? দীর্ঘদেহী সেই যুবকের কথা আমার ভাবাই উচিত না। বলা ত নয়ই! দূর! এ কখনো হয়? আচ্ছা, ওঁর কথা ভাববই বা কেন? কি লাভ তাতে? বরঞ্চ ভাবলে আমার ক্ষতিই। তিনি বার্ল্যোর জমিদার, লর্ড। এ যুগে আর আর লর্ডেরা গাঁয়ের সুন্দরী মেয়েদের ভালবাসতে জানে না! তা ছাড়া আমি ত গাঁয়ের মেয়ে নই, সুন্দরী ত নই-ই। যাক গে —সব আশাই যেন মেটে?" বিষণ্ণ ঠাট্টার হাসি হেসে ও শুতে যায়। একটু পরেই প্রায় লাফিয়ে ওঠে। "কি খারাপ হয়ে গেছি আমি! ঠাকুরের নাম না করেই শুয়ে পড়েছি!" বিছানার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে ও। শান্তি এবং ক্ষমার জন্যে প্রার্থনা করে। বিছানায় ফেরে আবার। ঘুম, ঘুম!

॥ তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥

লেডী মূর বিআংকাকে কেতামাফিক স্বাগত জানালেন। সাধারণত ইদানীং তিনি ওর সঙ্গে যে ধরনের অসহৃদয় ব্যবহার করেন, সেটা একেবারেই এদিন গরহাজির দেখা গেল। ম্যাগি দৌড়ে আসে। হাসিমুখে বন্ধুকে অভ্যর্থনা জানায়। সকলেই। বাচ্চা উইলি, লেডী মূরের কনিষ্ঠ সন্তান, সেও আসে ছুটতে ছুটতে। জন্মের আগেই বাপকে হারিয়েছে বেচারী। বয়স বছর চার। বিআংকা ওকে কোলে নেয়। কোলে করেই নিয়ে যায় ওকে বসার ঘরে।

"কতদিন আস নি বল দেখি বিআংকা? পুরোনো বন্ধুদের এভাবে ভোলা উচিত কি? এই এলে, কত ভাল লাগছে বল ত! উইলি তোমাকে ভীষণ ভালবাসে—বোধহয় দিনে বিশবার তোমার কথা শুধোয়।" জমিদার গিন্নী ঐ দিন খুব সামাজিক!

"তাই নাকি উইল?" ও হাসে বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে। উইলি গম্ভীরমুখে বসে থাকে। ওর আবার একটু উদাসীন-উদাসীন ভাব! হঠাৎ বলে, "আজ সকালে ওআল্টার দাদা এসেছিল?"

"তুমি ওঁকে চেন উইলি?"

"উঁ। আমি ত, আমি-না, মার সংগে যাবার সময় দেকেছি। তুমি ছিলে। তুমি দেকতে পাও-নি! আমরা পেছনে ছিলুম ত!" জমিদার গিন্নী উঠে পড়েন:

"ওঠ উইল। চারটে বেজে গেছে। তোমার খাবার সময় হল। তোমার খুব খিদে পেয়েছে।"

"না—আ, আমি এখানে থাকব—অ্যাঁ—"

"উইল এবার কোল থেকে নেমে পড়। কেমন ?" ম্যাগি বলে, "বিআংকাকে যে ফুলগাছগুলো দেখাব এবার। নাম সোনা !" উইলি এক লাফে বিআংকার কোল থেকে নামে। জমিদার গিন্নী আজ বড়ই সামাজিক ! "উইলিকে কোলে নিও না অত, বড় হয়ে গেছে ত, ভারী লাগবে !" উইল, ছোট্ট ছোট্ট হাতে ঘুষি বাগিয়ে ততক্ষণে তৈরী ! বিষন্ন-বিতৃষ্ণায় ও তাকায়। মা-র দিকে ? উঁহু ! বিআংকার সব আদর-টাদর ভুলে গিয়ে ও যেন নেহাৎ করুণা করেই বলে, "তোমার গায়ে একটুও জোর নেই। তুমি আমাকে তুলতেই পারবে না ! তুমি চলে যাও।"

"তোমার গায়ে কিন্তু খুব জোর উইল ! তাই না ?"

"হুঁ—উ !"

"আচ্ছা, আমার হাতে জোরে মার দেখি।"

"তোমার লাগবে।"

"লাগবে না, মারই না !" ওর বয়সী একটা বাচ্চার পক্ষে যথাসাধ্য জোরে উইলি মারে। বিআংকা লাগার অভিনয় করে। "উঃ, খুব লেগেছে !"

"বলি নি লাগবে ?" সগর্বে উইল বলে।

"আচ্ছা উইল, আমার ইচ্ছে খুব একজন জোরওলা লোক আমাকে ধরে নিয়ে যায়।" উইল তার ছোট্ট হাত দিয়ে বিংআংকার হাতখানা ধরে। শান্তি ! শান্তি !...সবাই বাগানে যায়।

একটু বেড়ানর পরই, বিআংকা উইলির সঙ্গে পাশের রাস্তায় ছুটোছুটি করে। ম্যাগি ওকে খুঁজতে খুঁজতে এসে পড়ে। "এই, হাঁপিয়ে গেছিস ! চল মার কাছে গিয়ে বসবি বেঞ্চিতে।" উইলকে কোলে নিয়ে বিআংকা এগোয়।

লেডী মূর একটা বিদঘুটে বেঞ্চির ওপর বসেছিলেন। একটা ছোট্ট টেবিল, তার ওপরে শ্রীমান উইলের খাবার সাজান। "উইল, খেয়ে নাও এবার।" উইল বায়না ধরে "ও—মা— আমাকে কে খাইয়ে দেবে—ও—মা?" ভাবখানা, বিআংকা দিলেই ভাল হয়! বিআংকা বলে, "আমি দিচ্ছি।" উইল একেবারে মুগ্ধ হয়ে পড়ে এই মহানুভবতায়! খুব প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্বের সঙ্গে ও খেয়ে চলে এবং সঙ্গে সঙ্গে বক্‌বক্ করতে থাকে, "তুমি আমাকে উইল বলে ডেক। দাদা ডাকে। আমার খুব ভালো লাগে—" ইত্যাদি ইত্যাদি।

ভোজনপর্ব সমাধা করে উইল বিআংকার কোলে শুয়ে পড়ে। সলজ্জ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে একটা। অস্যার্থ, বিআংকা যেন আদর করে ওকে একটা চুমু খায়! অন্ধকার হয়ে আসছে। অন্যমনস্কভাবে সবাই বসে থাকে। বিআংকা, উইলির তুলতুলে গালে গাল ঘসে চুমু খায়। "দাদা থাকলে কি মজা হত!" হঠাৎ ম্যাগি বলে ওঠেঃ "তোর ইচ্ছেই ফলল উইলি! দাদা আসছে! এ, দাদা না-হয়েই যায় না।" লেডী মূর বাইরের দরজার দিকে তাঁর শ্যেনদৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। হ্যাঁ", কলিনই। "ও আজকেই ফিরবে—ভাবি নি।"

দীর্ঘদেহী একটি যুবক এগিয়ে আসে ওদের দিকে। ম্যাগি দৌড়য় ভাইয়ের দিকেঃ "ওঃ দাদা, তুই কি সোনা দাদারে!" আহ্লাদীর মতো দাদার কাঁধ ধরে ঝুলতে থাকে। বোনকে আদর করে কলিন ধীরভাবে আসে। কাছে এসে খুব যেন অনিচ্ছুকভাবে মায়ের গালে চুমু খায়। লেডী মূর ছেলেকে অপরিসীম ভালবাসতেন। তার প্রকাশ ছিল না বাইরে যদিও।

"খুব আশ্চর্য করে দিয়েছিস কলিন। বুধবারের আগেই যে ফিরবি তা ভাবি নি।

"আমি আসায় নিশ্চয় কোনো অসুবিধে হয় নি? কি বল?" একটু হেসে ও উত্তর দেয়।

"সে ত তুই-ই ভাল জানিস বাবা।"

"আসলে হল কি, যা ভেবেছিলুম, তার আগেই লণ্ডনের কাজকর্ম চুকে গেল—তাই ফিরলুম!" কলিন, বিআংকার দিকে তাকায়। প্রায় ঘুমিয়ে পড়া বাচ্চাটাকে কোলে নিয়েই ও ভদ্রতা মাফিক হাত বাড়িয়ে দেয়। উইলির কোঁকড়াচুলে ভরা ভারী মাথাটা ওর কাঁধে নেতিয়ে পড়েছে, বিড়বিড় করে ঘুম-ঘুম স্বরে বলে, "দাদা আমাকে আদর কর।"

"তাহলে আমার কোলে আয় পাজী!" কলিন হাত বাড়ায়। "উঁ-উঁ। ঘুমোব। ঘুম পাচ্ছে। আমাকে আদর কর আগে।" কলিন ঝুঁকে পড়ে ভাইয়ের গালে চুমু খায়। ফর্সা কপালটা অস্বাভাবিক চক্‌চকে দেখায়, দীর্ঘপক্ষ্ম গাঢ় চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। মায়ের দিকে তাকায় ও। ওকে জায়গা দিতে সরে বসার সময় ওঁর মুখ গম্ভীর দেখায়।

লেডী মূরই নিস্তব্ধতা ভাঙেন: "শুধু এই পাতলা মসলিনের পোশাকে তোমার শীত করছে নিশ্চয়?"

"না মাসিমা, বেশ গরম আজ।"

ম্যাগি একমুখ হেসে বলে, "ওকে সাদা পোশাক পরলে কি সুন্দর দেখায় না মা?"

"না, মোটেই তা নয়। সাদা মানায় ফর্সা রঙে। বিআংকা হল, যাকে বলে তন্বী-শ্যামা গোছের সুন্দরী। ওর শ্যামলা রং মোটামুটি জিপসীদের মতন—এ আমি বলবই।"

"তোরা ত স্প্যানিশ, না রে?"

"হ্যাঁ-রে ম্যাগি!" হেসে উত্তর দেয় ও।

"সত্যি-সত্যিই তোর বাবার গায়ে দক্ষিণী রক্ত আছে নাকি রে!"

"সে রকম মনে করা যায় অবশ্য !"

"কিন্তু তুই স্প্যানিশ হলে এত ভাল ইংরেজী জানিস কেমন করে ?" ম্যাগির বিস্মিত প্রশ্ন।

"ও! আমার ঠাকুর্দা মশাই বিয়ে করেছিলেন এক ইংরেজ মহিলাকে। আমার মা-ও ছিলেন ইংরেজ।" ওর গলা ভারী হয়ে আসে।

"তোমার বোন বোধহয় তোমার মায়ের আদল পেয়েছিল। ভারী সুন্দর ছিল ও। মাত্র একবারই অবশ্য ওকে দেখেছিলুম।" বিআংকা চুপ করে থাকে। কেন আর সবাই ইনেজের কথা বলবে ? ইনেজ, শুধু ওদের ! ওর আর বাবার। এ একটা অদ্ভুত মনোভাব বটে ! ওর কেমন যেন মনে হতো, ইনেজ সম্পর্কে ওরা দু-জন ছাড়া আর কেউ কোন কথা বলার অধিকারী নয়।

শান্ত গলায় ও বলে, "উঠি, এবার।" উইলের দিকে তাকিয়ে বলে, "উঃ খুব ঘুমিয়ে পড়েছে ত !" ঘুমন্ত উইলকে নিয়ে সন্তর্পণে উঠে দাঁড়ায়। কলিন, উইলকে নিয়ে যায়, "আমাকে দিন, ও খুব ভারী হয়ে গেছে—আপনার কষ্ট হবে।" বিআংকা বলে, "না, না, ঠিক আছে ! ও উঠে পড়বে হয়ত।" বিআংকা, উইলি-সহ বসবার ঘরে ঢোকে, ধীরে ধীরে ওর গলা থেকে ওর ছোট্ট ছোট্ট হাত দুটো খুলে নেয়, অন্যমনস্কভাবে গুন্‌গুন্ করে ; ও একটা কিছু গাইছিল বা আবৃত্তি করছিল। বিআংকা, কবিতা ভালবাসত অপরিসীম।—সামান্য অংশটুকু মাত্র শোনা গেল ঃ

"যতগুলি আদরের চুমো দিয়েছি—সেইসব দিয়ে,
সহসা বন্ধন-খসা ছোট্ট দু-টি বাহু—সেই দু-টি দিয়ে,
নন্দনের-কথা-বলা খুশি দু-টি চোখ—সেই দু-টি দিয়ে,
আমার কপোলে মেশা পুষ্পিত কপোল দু-টি,
সেই দু-টি দিয়ে—"

গভীর স্নেহে ও উইলকে আদর করে একটা চুমু খায়। আস্তে আস্তে শুইয়ে দেয় একটা কেদারার ওপরে। গায়ে একটা চাদর টেনে দেয় ওর।

বাগানে ফিরে জমিদার গৃহিণীকে বিদায় সম্ভাষণ জানায় বিআংকা। ম্যাগির দিকে ফিরে ওকে চুমো খায় জড়িয়ে ধরে।

"গুড না—ইট! কাল আসবি ত, বিআংকা?" বিআংকা হেসে মাথা নাড়ে।

"বাবাকে রোজ একা ফেলে রেখে আসি কি করে বল?"

"তাহলে, পরশু?"

"না-রে, বোধহয় পরশুও পারব না!" লর্ড কলিনের দিকে ফিরে তাকায় বিআংকা। কলিন বলে,

"চলুন, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।"

"কিছু দরকার নেই! বেশ ফুট্‌ফুটে জ্যোৎস্না আছে।"

"তা ছাড়া এমন কিছু দূরও নয় কলিন!" জমিদারগিন্নীর মন্তব্য।

"মোটেই না মা! মাইল খানেক ত হবেই। তা ছাড়া, গ্রামের ছোকরাগুলোও অতি বখাটে ধরনের।"

"আপনি বুঝি ভাবেন, আমি নিজেকে সামলাতে জানি না?" বিআংকা ওর জামার ভেতর থেকে একটা ছোট্ট পিস্তল টেনে বার করে। "এই যে দেখুন!" ম্যাগি চেঁচিয়ে ওঠে—

"ও বা-বা, তুই সঙ্গে বন্দুক নিয়ে ঘুরিস?"

"ওই যে উনি বললেন না গ্রামের ছেলেগুলো ভারী বদ? সেই জন্যে বাবা কিনে দিয়েছেন এটা। সবসময়ে এটা কাছে রাখতে বলে দিয়েছেন!" পিস্তলটা ও আবার যথাস্থানে রাখে। কলিন হাসতে থাকে।

"যাক! আমার আসলে নিজেরই স্বার্থ আছে। ভারী সুন্দর সন্ধ্যেটা—খানিক হাঁটলে ভালই লাগবে।"

অতএব তুজনে এগোয়।

"বাচ্চাদের আপনি খুব পছন্দ করেন।" কলিন বলে।

"সব বাচ্চাকে নয়। বলতে কি, উইলি ছাড়া বিশেষ কারুকেই নয়! বাচ্চারা আমায় খুব একটা পছন্দ করে না দেখেছি। বাড়ীতে কেবলমাত্র বাবা আর আমি কাটিয়ে কাটিয়ে—এমন হয়েছে যে, কেমন করে ওদের সঙ্গে ভাব জমাতে হয়—তা প্রায় জানিই না। অবশ্য, উইল—নিজের থেকেই আমার কাছে খুব আসে—প্রথম থেকেই ও আমাকে খুব ভালবাসে। আমিও!"

"আপনি ত খুব কবিতার ভক্ত, তাই না? ম্যাগির কাছে শুনেছি, যেখানে যা কিছু লেখা বেরোয়, সে সব আপনি পড়েন!"

"ম্যাগি তাহলে বাজে কথা বলেছে! অত বিদ্যেই আমার নেই! বাবা খানিকটা কবি-প্রকৃতির! এককালে স্প্যানিশ কবিতার একখানা বইও লিখেছিলেন। এখনো এখানে-ওখানে প্রবন্ধ লেখেন নিয়মিতভাবে।"

"আচ্ছা, উইলকে শোয়াতে গিয়ে আপনি কি গুন্‌গুন্‌ করে গাইছিলেন বলুন ত?"

বিআংকা আশ্চর্য হয়ে ওঠে: "আপনি ঘরে ছিলেন নাকি?"

"না-না, আমি ঠিক সেই সময় দরজার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম কি না! আমায় দেখতে পান নি বোধহয়।"

"না—ত!"

ওরা তুজনে ছাড়া আর কেউ ছিল না আশে-পাশে। বিআংকার অজ্ঞাতসারেই তার ব্যবহারের পরিবর্তন হতে থাকে।

কিন্তু ও বেশ বুঝতে থাকে, ওর হৃদয়ের ওপর, ওর পার্শ্ববর্তীর একটা অধিকার আছে, যা সে নিজেও জানে না হয়ত! ওর দক্ষিণী রক্ত, স্নায়ুতে উদ্দাম হয়ে ওঠে। কলিনের প্রেমে পড়ে ও। কিন্তু সে-কি ওকে ভালবাসবে? ও নিজেকেও কখনও এ প্রশ্ন করে নি, ভাবেই নি কখনো। কখনো-কখনো বা কলিনের এক-আধটা কথায় ওর বিশ্বাস হয়েছে যে, সে ওকে ভালবাসে। সেই-সেই মুহূর্তে ওর শ্যামলা মুখ রক্তিম হয়ে ওঠে—ওর কালো চোখ দুটো জ্বল্-জ্বল্ করতে থাকে। কিন্তু নিজেকে ও ঠকতে দেয় না—এক দণ্ড, এক পল পরেই ওর চোখ মুখ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে।

"আমাকে একটু শোনাবেন ঐ কবিতাটা?"

"পুরোটা জানি না অবশ্য। কবিতাটা লএড-এর লেখা। বাবার লাইব্রেরীতে ওঁর সমস্ত বই আছে। ...যতটা মনে পড়ছে —শোনাচ্ছি আপনাকে—" কি রকম একটা বাধ-বাধ চঞ্চল কণ্ঠে ও শুরু করে। ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয় গলা। পাঁচ-ছ-টা স্তবক ও আবৃত্তি করে। অবশেষে বলে, "বাবার কথা মনে করিয়ে দেয়ঃ

কেউ বা পারে এই কাহিনী শেষ করতে, আমিই কি পারি?
তিনি দেখেছেন, সবাই তাঁকে ছেড়ে চলে গেল ;
তাঁর গৌরবের মুকুট খুলে ফেললেন,
সহধর্মিণী, সন্তান—কেউ নেবার নেই, সেটি।"

নরম নীচু গলায়, ওর স্বাভাবিক গলায় আবৃত্তি করে ও।

লর্ড মূর কোনো কথা বলে না। অন্যমনস্কভাবে একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে চলে। এই দুরন্ত স্পেনীয় মেয়েটি ধীরে ধীরে তার হৃদয়ের খুব কাছাকাছি এসে পড়েছে। বিআংকা

কথা বলতে থাকে। তার সব নিবিড় চিন্তা এই মানুষটির কাছে উজাড় করে দিতে একটুও বাধে না।

"আমরা ছিলুম সবশুদ্ধু ছ-ভাইবোন। এখন টিঁকে আছি এই লক্ষ্মীছাড়া আমি।" গভীর দুঃখের সঙ্গে, আবেগের সঙ্গে বলে ও। ধীরে ধীরে হাঁটে দুজনে। খানিক পরে কলিনকে বলতে শোনা যায়—

"চাঁদটা কি রকম ঝক্‌ঝক্ করছে দেখেছেন?"

"একজন ফরাসী কবি এর তুলনা দিয়েছেন, ধান কাটতে গিয়ে দেবদূতের হাত থেকে হঠাৎ পড়ে যাওয়া কাস্তের সঙ্গে। ভারী সুন্দর হাসি- হাসি, তাই না রাজাসাহেব?" কলিন হাসছিল। ও বলে "হুঁ।" বিআংকার ওকে এই 'রাজাসাহেব' সম্বোধন করাটুকু ভারী সুন্দর। কলিন ওকে একবার এই সম্বোধনের হেতু শুধিয়েছিল। বিআংকা উত্তরে বলেছিল যে ওটা নাকি ও স্প্যানিশ শব্দ সিনর-এর বদলে বলে। এটা যুক্তিযুক্তই মনে হয়েছিল কলিনের। সেও ওর কাছে এই ডাকটা শুনতে ভালবাসত।

"দেখুন, দেখুন—কে যেন এদিকে আসছে!" বিআংকা বলে। হন্ হন্ করে একটা মূর্তি ওদের পেরিয়ে চলে যায়, লর্ড মূরের দিকে তাকিয়ে একবার টুপি উঁচু করে খালি। "উনি কে রাজাসাহেব?"

"ওঁর নাম আওএন, আমাদের আত্মীয় হন সম্পর্কে।...যাক, এই যে আপনার বাড়ি এসে গেছে! শুভ রাত্রি, সুভদ্রে!" স্মিত হেসে কলিন ওর হাতখানা ধরে।

"শুভ রাত্রি, রাজাসাহেব!" যতটা স্বাভাবিক হয়ত তার চেয়েও একটু নিবিড় করে, ও ওর সঞ্চারিণী-শ্যামলা হাতে কলিনের প্রসারিত শুভ্র সবল হাতটিতে চাপ দেয়।

গভীর পরিতৃপ্তিতে কলিন শিস্ ভাঁজতে ভাঁজতে ফেরে একা-একা :

"সেই মেয়েটিকে দেখ নি তোমরা
পশ্চিমে মিশে গিয়েছে সে,
সন্ধ্যার পরে আলো হয়ে
পৃথিবীর ঘুম কেড়ে নিতে।"

কলিন মুখ থেকে সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দেয়। "আমার ঘুম কেড়ে নিয়েছে ও।" কলিন ভাবে। হাসে। "মা-র আপত্তি সত্ত্বেও ও-ই হবে ভাবী লেডী মূর।"

বাড়ী ফিরে পড়বার ঘরে ঢোকে কলিন। খোলা জানালার ধারে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে। "ও, একটু দুরন্ত! সেটা কিন্তু ভালই। ও যেমন, ও তেমনই! ওর ওই সব ছোটখাট প্রাণবন্ত ভাবটা খুব পছন্দ করার মতন। ওর বাবা ওকে সব কিছুতেই নিজের মর্জি-মাফিক চলতে দিয়েছেন। ওকে উনি ছাড়লে হয়?" ওর কপালে চিন্তার রেখা পড়ে। "ওর পক্ষেও ব্যাপারটা খুব সহজ না! বাবাকে ও ভীষণ ভালবাসে। কি জানি, বিয়ে করতে রাজী হবে কিনা? কিন্তু, আমার পক্ষে ওকে ছাড়া বাঁচাই সম্ভব নয়। কত সরল ও! অথচ কেমন গর্বিত ভাব। মা-কে ও-ই সামলাতে পারবে!" কলিন হাসে। "ওর ওই গর্বিত ভাবটুকু ক-ত স্বাভাবিক! কিন্তু মা-র" ওর চিন্তায় বাধা পড়ে, দরজায় মৃদু টোকার শব্দ—"খোলা আছে—" বলে ও।

কলিন আশ্চর্য হয়ে দেখে, ওর মা-কে ঢুকতে। মায়ের জন্যে একটা চেয়ার এনে দেয় জানালার কাছে।

"বল, মা, ?"

জমিদার গৃহিণী একবার কাশেন একটু। মিনিটখানেক তাকিয়ে থাকেন ছেলের দিকে। জমিদারগিন্নী আশা করলেও

ওঁর ছেলে এই তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে একটুও দমে না। ও মুচকে হাসতে থাকে। বেশ বুঝতে পারে এবার কোন্ প্রসঙ্গ উঠবে।

"কলিন, তোর বয়স হল ধর, তা বছর পঁচিশেক। এবার যে থিতু হয়ে ঘর-সংসার করার কথা ভাবতে হবে বাবা?"

"যা বলেছ মা। এদ্দিনে বুড়ো হতে বসেছি। এইবারে তদারকি করবার জন্যে একটা বউ দরকার। কিন্তু মা বুড়ো হই আর যাই হই তোমার ছেলেকে ত তুমিই দেখা-শুনো করতে পার বাপু!" ও হাসতে থাকে।

"না, হাসি ঠাট্টার ব্যাপার নয়। আমি খুব জরুরী কথা বলছি। আমি চাই যে তুই বিয়ে-থা করে থিতু হ।"

"তাহলে কাকে বিয়ে করি বল দেখি? উঁ!" জমিদার গৃহিণী চকিতে ছেলের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নেন। কলিন জানালার বাইরে তাকিয়েছিল—চাঁদের আলোয় ভেসে যাওয়া মাঠের দিকে। কপালে চিন্তার রেখা—চোখ দুটিও চিন্তায় নিবিড়। মা, ছেলের মুখের কোন ভাব বুঝতে পারলেন না।

"হ্য-ভিল্তঁদের মেয়েটি অবশ্য ভালই।" বলেন উনি।

"তার ত অনেক বয়স হল মা! তারই ত বয়স পঁচিশেক হল; বরং বেশি বই কম নয়।"

"ওদের পয়সা-কড়ি আছে। বিয়ে হলে যৌতুক হিসেবে পাবি—তা ধর, এই হাজার পঞ্চাশেক পাউণ্ড!"

"আমার ত টাকার কিছু দরকার নেই মা; তার ত বরং কোনো হাভাতেকেই বিয়ে করা উচিত!"

"ও ত দেখতেও চমৎকার!"

"রুচির ত তফাৎ হয় মা।"

"মনে কর ত, ওর মাথার চুলগুলো কি রকম ঝক্‌ঝকে!"

"অর্থাৎ লাল। আমার পছন্দ কিন্তু কালো চুল—"

কর্ত্রী ঠাকরুণের চোখ জ্বলে ওঠে; রুদ্ধ স্বরে ছেলের দিকে তাকিয়ে বলেন, "এবং ময়লা গায়ের রং, থ্যাবড়া নাক, নীচু কপালওয়ালা হাঘরে মেয়ে! কিন্তু ও তোমাকে বিয়ে করবে না বলে দিচ্ছি—ওর সঙ্গে অনেকদূর ব্যাপার গড়িয়েছে ঐ—"

"মা!" কলিন মায়ের দিকে তীব্রভাবে তাকায়, রাগের আর কোনো লক্ষণ প্রকাশ পায় না—ওর কণ্ঠস্বর আর রগ-ফুলে ওঠা কপাল ছাড়া ওর গাঢ় চোখের তীব্র দৃষ্টি কর্ত্রীকে স্তব্ধ করিয়ে দেয়। অন্যকে ক্রুদ্ধ হতে দেখার অভিজ্ঞতা তাঁর এই প্রথম। ওঁর স্বামী ছিলেন ওঁর কাছে পৃথিবীর নিরীহতম ব্যক্তি। কলিন বরাবরই ওঁর কাছে 'অগোছালো ভাল ছেলে।' সে জন্যেই, তার এই অভিনব আচরণে উনি স্তম্ভিত হয়ে যান। উনি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন—সে আর সেই খেয়ালী ছেলেটি নেই, পৌরুষের দৃঢ়তা নিয়ে সে কথা বলছে। কর্ত্রী ঠাকরুণ বোঝেন একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে।

কলিনই প্রথমে কথা বলে। ধীরে ধীরে বলে: "ওর সম্পর্কে তুমি আর কোনো কথা আমাকে বোল না মা।"

"কেন, কলিন?" ওর শান্ত ব্যবহারে ওঁর ভরসা ফেরে। ওর মনের মধ্যে যে কি ঝড় বইছে—সে খবর উনি পেলেন না।

"আমি ওকে ভালবাসি। ওকে আমি বিয়ে করব।" সমাহিত কণ্ঠে ও বলে, "প্রভু আমাকে করুণা করুন।"

"ওকে বিয়ে করবে! একটা বাউণ্ডুলে স্প্যানিশ জিপসীর মেয়েকে? ওরা জাতে বেদে কি-না সে খোঁজ রাখ?" কলিন উঠে বেরিয়ে যাবার উপক্রম করে। কর্ত্রী ডাকেন—"কলিন।" ও ফেরে।

"বল?"

"ওর বিরুদ্ধে আমি কিছুই বলব না; তবে কালকে যা

স্বচক্ষে দেখেছি, সেটুকু শোন—” দরজায় পিঠ দিয়ে কলিন দাঁড়ায় উদ্‌গ্রীব হয়ে। “কালকে ও ইনগ্রামের সঙ্গে কথা বলছিল। এবং এমনই কিছু কথা হচ্ছিল, যাতে ইনগ্রাম মাটিতে বসে পড়ে কেঁদে ফেলেছিল।—আর ও তার হাতদুটো ধরে এমনভাবে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসেছিল যাতে মনে হয়—” ছেলের দিকে উনি আড় চোখে তাকিয়ে থাকেন।

“ওর বোনের সঙ্গে ইনগ্রামের বিয়ের কথা হয়েছিল—ওরা দুজনে তার কথাই বলছিল—এতে আর আশ্চর্যের কি আছে?” কর্ত্রী ঠাকরুণের মুখে একটা বিষাক্ত হাসি ফুটে ওঠে।

“ও। এর মধ্যেই তোমাকে বশ করে ফেলেছে দেখছি। —ধড়িবাজ বাউণ্ডুলে মেয়ে কোথাকার!”

“আমাকে যা বলার ইনগ্রামই বলেছে ধরে নাও। অর্থাৎ বিআংকা কিছুই বলে নি।” শান্তভাবে জবাব দেয় কলিন। একটা বিরক্তিকর নিস্তব্ধতা থম্‌থম্ করে খানিকক্ষণ।

“আর কিছু কথা আছে, মা?”

“না।”

“শুতে গেলুম।” বাতি নিভিয়ে কলিন ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

লেডী মূরও দাঁত দাঁত চেপে ঘরের বাইরে আসেন। “এমনিতে মেয়েটা মন্দ নয়। কিন্তু, স্প্যানিশ জিপসী। আমার কলিনকে বিয়ে করতে চায় একটা বাউণ্ডুলে মেয়ে! দেখতেও ভাল না— মোটেই নয়। কলিনের যে কি পছন্দ হল কে জানে। ওর সঙ্গে কলিনের বিয়ে হতেই পারে না—না, কখনোই নয়।...মনে হচ্ছে ঝোঁকটা কেটে যাবে'খন। কিন্তু কলিন ত খুব ঝোঁকালো নয় যে; আবার প্রেমে পড়া বলতে যা বোঝায় তা ত ওর জন্মেও হয় নি। যাক, আমার সাফ কথা—সম্ভব হলে এ বিয়ে আমি

ঠেকাবই ঠেকাব।" দৃঢ়প্রতিজ্ঞ একটা ভাব ফুটে ওঠে ওর মুখে। ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে কলিনের দরজায় টোকা মারেন।

"খোলা আছে।" কলিন বলে ভেতর থেকে। উনি ঘরে ঢোকেন। কলিন একটা জানলার সামনে দাঁড়িয়েছিল। পেছন ফিরে তাকায় না উনি ঘরে আসা সত্ত্বেও। এক নিশ্বাসে উনি বলে যান।—

"কলিন, তুই ওকে বিয়ে করতে পাবি না।"

আধঘণ্টাও হয় নি ইতিমধ্যে, লেডী মুর নিজেই বিআংকা সম্বন্ধে যা বলেছিলেন অর্ধ-স্বগতোক্তির মতো কলিন তা-ই বলে—"ব্যাপারটা অনেক দূর গড়িয়েছে মা—"

"ও! তোমার কাছ থেকে কথা আদায় করে নিয়েছে নিশ্চয়? আর বোকার মত তুমিও কথা দিয়েছ।" কলিন এতক্ষণে ফেরে ঃ

"কেন বিরক্ত করছ মা? আমি ওকে ভালবাসি। এটাই কি যথেষ্ট নয়? তুমি ত আমাকে ভালবাস মা; অন্তত আমার জন্যে ওকে একটু ভালবাসার চেষ্টা কর না! তুমি চাও আমি সুখী হই, ওকে ছেড়ে আমি সুখী হব না।" কর্ত্রী ঠাকরুণ কোনো জবাব দেন না। গম্ভীরভাবে উঠে যান উনি।

॥ চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥

এক সপ্তাহ পরে। বাগানে একটা ল্যাবারনাম গাছের তলায় বিআংকা বসে। কোলের ওপর কি একটা বই রেখে ও পড়ছে। একটা পায়ের শব্দ শুনে মুখ তুলে তাকায়। লর্ড মূর। মৃদু হেসে স্বাগতম জানায় ও। সঙ্গে শ্রীমান উইলি। হঠাৎ ও বিআংকার দিকে দৌড়াতে শুরু করে—সলজ্জ খুশীতে মুখ রাঙা করে বিআংকা ওকে লোভ দেখায় কোলে বসার জন্যে—হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে দুষ্টুমি করে হাসি হাসি মুখে ও বলে—"না—যা-ব-না—না"—দাদার কোল ঘেঁসে দাঁড়ায় উইলি।

"আপনার বাবা আছেন নাকি বাড়ীতে?" কলিন শুধোয়।

"ওঁকে পড়ার ঘরেই পাবেন।"

"উইল, তুমি তা'লে এখানেই থাক—আমি এক্ষুণি আসব। কেমন?" ও বাড়ীর মধ্যে ঢোকে।

"উইল, এস আমার কাছে।"

"উঁ, উঁ।" উইলি বলে; সঙ্গের খিদমদগারের (ওরও একজন খিদমদগার ছিল—জন।) হাতটা ধরে দাঁড়িয়ে থাকে—। জন বলে,

"দিদিমণির কাছে যাও খোকাবাবু!—"

বিআংকা ওর ধাত ভালই জানত, ওকে আর না দেখে বই পড়ার ভাণ করতে থাকে। উইল পিট্‌পিট্ করে তাকায় ওর দিকে। ও কিন্তু পড়েই চলে। উইল দু-পা এগোয়—আবার ফেরে জনের কাছে, বিআংকা চোখ তুলে তাকায় না পর্যন্ত! আস্তে আস্তে উইল ওর নাগালের মধ্যে এসে পেছন ফিরে দাঁড়ায়।

হঠাৎ খপ্ করে বিআংকা ওকে দু-হাতে জড়িয়ে কোলে তুলে নেয়—হৈ হৈ হাসি আর হুটোপাটি চলে দুজনে খানিকক্ষণ। এই সব ছোটখাট হুজ্জোৎ ওদের মধ্যে হর-হামেশাই হতো!

"বাবারে—। এবার একটু ঠাণ্ডা হও —উইল!"

"ঐ নোব—দাও না—"বিআংকা উঠে দঁড়িয়ে দু-হাত দিয়ে ওকে তুলে ধরে। ছোট্ট ছোট্ট আঙুলে সোনালি ল্যাবারনাম থোকা-থোকা তোলে উইলি—আর দুষ্টুমি করে টুপ্‌টুপ্ ফেলে বিআংকার মাথার ওপরে! দুজনেই হাসে একচোট। ঝুর্‌ঝুর্ করে 'সোনা' কিন্তু ওর কালো চুলের ওপর ঝরতেই থাকে। দুটো-চারটে আটকেও যায় ওর চুলে। ছোট ছোট দুটি হাতে 'রাজকার্য' করে করে উইল একেবারে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে! ফুলের ধাক্কায় ধাক্কায় একটু একটু করে বিআংকার মাথার চুলগুলো খুলে যায়। চিরুণিটা খসে পড়ে, একরাশ কাজল চুলের ঢেউ পিঠে বেয়ে উপ্‌চে পড়ে। হঠাৎ উইল আনন্দে চেঁচায়।

"ও বাবা কত্—তো লম্বা চুল!"—

"ওরে দুষ্টু! কি করলি বলত?" বিআংকা বলে।

"কিচ্ছু করি নি। দাদা বকবে না।" বিআংকা হেসে ওকে চুমু খায়। নামিয়ে দেয় ওকে।

গার্সিআ আর কলিন বাগানে আসেন তক্ষুণি। গার্সিআ প্রায় আঁৎকে ওঠেন, "এ কি খুকু! এ রকম বুনো হয়ে রয়েছো কি জন্যে? চুল খুলে—ফুল গুঁজে—কি হয়েছে এ সব···ছি-ছি-ছি!" কলিন ঝুঁকে তাকিয়ে থাকে অন্য দিকে, বিআংকা যে বইটা পড়ছিল সেটার দিকে।

"ও কিছু না বাবা, উইলি অন্যমনস্কভাবে করে দিয়েছে কখন।" ক্লান্ত গলায় বলে বিআংকা।

"যাও চুল বেঁধে ফিট্‌ফাট্ হয়ে এসগে।" ধীরে ধীরে চলে যায়

ও বাড়ীর ভেতরে। বাবার কণ্ঠস্বরের রুক্ষতায় ওর চোখে প্রায় জল এসে গিয়েছিল। ও বোঝে বাবার কি ধারণা হয়েছে। উনি ঠিক ভেবেছেন, লর্ড মূরের সামনে ও বুঝি একটু মন-ভোলানো খেলা খেলতে চাইছে।

কলিনের ডাকে ও দাঁড়ায়—"একটু দাঁড়ান না—এই বইটা সম্পর্কে আমার কয়েকটা কথা জানবার আছে—" ও বাবার দিকে তাকায় ; ঘাড় নেড়ে সম্মতি দিয়ে উনি বিদায় নেন কলিনের কাছে—তারপর বাড়ীর মধ্যে চলে যান।

"বসুন।" কলিন বলে, বিআংকা গিয়ে ওর পাশে বসে। জন এসে দাঁড়ায়।

"দাদাবাবু চারটে বেজে গেল, খোকাবাবুর খিদে পেয়েছে—"

"তুই ওকে নিয়ে চলে যা, আমি ঘণ্টাখানেক পরে যাব।" ভাইকে একটু আদর করে কলিন ; উইলি, বিআংকাকে একটু চুমু খেয়ে জনের কোলে ওঠে।

"আপনি অনেকদিন যান নি আমাদের বাড়ীতে।" কলিন বলে।

"হয়ে ওঠে নি, জানেন। কি যেন জিজ্ঞেস করবেন বল-ছিলেন ?"

"হ্যাঁ—ও এই বইটা।—এই যে, হুগোর এই 'লে সাঁতিমেৎ' (শাস্তিগুলি) বইটা কেমন লাগে বলুন ত ?"

"কোনো কোনো জায়গা ত খুবই ভালো।"

"অসুবিধে না থাকলে একটু পড়ুন না। আপনার বোধহয় কোনো তাড়া নেই এখুনি ?" বিআংকা একটু অস্বস্তি বোধ করে মনে মনে। এতক্ষণ কলিনের সঙ্গে একা বাগানে বসে থাকা বাবা হয়ত পছন্দ করবেন না। যদিও ও জানত যে ওর ওপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস, আর সেই জন্য ওকে খুব বিপজ্জনক

সংসর্গেও একা ছেড়ে দিতে ভয় পেতেন না গার্সিআ। ওর সাহস ছিল অসাধারণ। কিন্তু ওঁর অত্যন্ত ভয় ছিল একটি ব্যাপারে, পাছে বুঝি কেউ 'জামাতা-শিকারী' ভাবে!—কিন্তু, কলিন এত ভদ্র আর এত মিশুকে!—

"আচ্ছা, এখান-ওখান থেকে একটু আধটু পড়ে শোনাই—কেমন?" বইটা নিয়ে পাতা উল্টে পড়তে শুরু করে। আরম্ভ করার পর একটু একটু গলা কাঁপলেও, আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে আসে। ও পড়ে চলে ঃ

"বিশ্বাসঘাতকতা কিংবা আত্মসমর্পণের আগে
আমি দু'টি হাত ক্রুশবিদ্ধ করে অপারগতা জানাব
সম্মান ও পবিত্রতার সঙ্গে।
হারানো সম্পদের প্রতি অন্ধ আনুগত্যই হোক আমার
আনন্দ, আমার শক্তি, আমার আজানের মিনার।

হ্যাঁ, তা-ই থাকবে, ততদিন পর্যন্ত, যতদিন না
এটি দিয়ে দেওয়া হয় বা রেখে দেওয়া হয়।
ওগো ফ্রান্স! ওগো প্রিয়, অন্তত একজনও তোমার জন্য
কেঁদে যাবে চিরদিন।
তোমার করুণ-মধুর মাটি আর হয়ত দেখতে পাব না,
যে মাটিতে আমার পূর্ব-পিতামহরা সমাহিত, যেখানে
নীড় বেঁধেছি প্রিয়জনদের নিয়ে।

তোমার উপকূল আর দু-চোখ ভরে দেখতে পাব না,
যদিও তার স্মৃতি অমলিন থাকবে।
ওগো ফ্রান্স! নির্দায়-নির্ভার দৃষ্টির বাইরে গিয়ে সব কি
ভুলব!

যন্ত্রণার অভিজ্ঞতার মধ্যে আমার আশ্রয় খুঁজে নেব কোথাও,
অবৈধ এই নির্বাসনের চিরন্তনতার মধ্যে আমি থাকব প্রস্তুত হয়ে।
এই নির্মম নির্বাসন আপাতত সহ্য করলেও, তার একটা সীমা আছে,
না জেনে, বা না জানতে চেয়ে কেউ যদি ভেঙে পড়ে, তবু সেই একতম
আমি, ধ্রুববিশ্বাসে অটল থাকব, যাদের থাকার কথা তারা যদিও
চলে যায়।
যদি একসহস্র লোক থাকে, আমি তাদের সঙ্গে আছি, আমি আছি ;
শতজন যদি থাকে, তবুও সাইলায় ফিরতে উদ্যম রাখি ;
যদি মাত্র থাকে দশজন, তাদের মধ্যে দশমতম আমি ;
একজন থাকলে, আমিই সেই একজন।

"কি সুন্দর গলা আপনার !" বিআংকার অলক্ষ্যেই কলিন বইটার দিকে ঝুঁকে দেখে। সলজ্জভাবে বিআংকা একটু সরে বসে। হেসে বলে ঃ

"ওটা বাবার কাছ থেকে পেয়েছি। বাবা যে কি সুন্দর আবৃত্তি করেন !"

খানিকক্ষণ চুপচাপ। কলিন উঠে পড়ে ঘড়ি দেখে। "এবার চলি। আমাদের ওখানে আসেন না কেন মাঝে মাঝে ? আপনি গেলে খুব ভাল লাগবে আমার !" বিআংকা কৃতজ্ঞভাবে হাসে।

"আপনার মা'র কিন্তু বিশেষ ভাল লাগে না আমাকে !" হালকাভাবে বলে ও।

"না, না ! তাঁর নিশ্চয়ই ভাল লাগে !—আমারও—" শেষ কথাটি খুব মৃদুকণ্ঠে বলে কলিন। এত মৃদু যে, বিআংকা শুনতে পায়না ওটুকু। হাত বাড়িয়ে দেয় ও। ঘাসের ওপর বসেই। একটু ঝুঁকে, কলিন হাতটা ধরে ওর। মুখের দিকে তাকায়। একটা আশ্চর্য আভা ফুটে ওঠে বিআংকার মুখে। কালো দু-টো চোখে

কিসের একটা আবেগ গাঢ় হয়ে ওঠে যেন। যেন অনিবার্য কোনো দৈবী প্রেরণার বশে কলিন আরও একটু ঝুঁকে পড়ে ওর মুখের ওপর মুখ নামিয়ে আনে।

ওর ক্রমসঞ্চারী মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে থাকে বিআংকা নির্নিমেষে। একটা অনির্বচনীয় আনন্দের যন্ত্রণা অনুভব করে ও। "আর একটি বার!" ওর মনে হয়, যেন স্বর্গের সুধা কবিতার মতো পান করছে। নন্দনের সেই অমৃতের তৃষ্ণা যেন আরো বেড়ে যায়। কোনো পুরুষ তাকে কখনও চুম্বন করে নি। বছর চারেক বয়স হবার পর থেকে, বাবার কাছ থেকেও আদরের চুমো পায় নি বিআংকা। কি বিচিত্র, হৃদয়-উচ্ছল ঐ ঠোঁট তু'টির স্পর্শ! ওর বাদামী গাল আর কপাল রক্তিম হয়ে ওঠে উষ্ণ রক্তের উচ্ছ্বাসে। তু-হাতে মুখ লুকিয়ে ও কাঁদে। সুখে? তুঃখে? যেন একটা পাপ করেছে বলে ওর মনে হতে থাকে। এত আশ্চর্য লাগতে থাকে ওর নিজেরই। "বাবাকে কি করে বলব? কিন্তু বলতে যে হবেই! আচ্ছা, ওর পক্ষে এমন করা কি করে সম্ভব হল। ওর এ রকম না করাই ত উচিত ছিল ..." বিড়বিড় করে বিআংকা জলভরা চোখে। কিন্তু অশ্রুর আড়ালেই হাসি ফুটে ওঠে ক্রমে: "ওর ঠোঁটতুটো কত আশ্চর্য, কি রকম উষ্ণ। আমার ঠোঁটের সঙ্গে কত নিবিড় করে মিলিয়েছিল!" সলজ্জ ভাবে উঠে পড়ে ও। "বাবাকে বলতেই হবে!"

গার্সিআর পড়ার ঘরে ঢোকে তাঁর মেয়ে। স্মিত মুখে মেয়ের দিকে তাকান উনি: "কি রে খুকু?...এ কি কাঁদছিস কেন, কি হয়েছে?" বাবার পাশে এসে হাঁটু গেড়ে বসে বিআংকা, নতনেত্রে বাবার হাতে হাত রাখে।

"বাবা,...আজকে লর্ড মূর...আমাকে...আমাকে চুমো খেয়েছেন—"

--জাহান্নাম!" মেয়ের হাত থেকে হাত ছিনিয়ে নেন গার্সিআ। "আর কি হয়েছে?"

"আর কিছু না বাবা।"

"কোথায়··· ?"

"মানে···আমার ঠোঁটে···"

"না—না! কোথায় ঘটল এ সব?"

"বাগানে। এই খানিক আগে।" বাবার ক্রুদ্ধ চেহারা ওকে ভীত করে তুলেছিল, ফোঁপাচ্ছিল ও। ক্রুদ্ধস্বরেই উনি বলেন,

"কেঁদে কি হবে এখন? লজ্জা হওয়া উচিত তোর। আমি ভাবতাম নিজের মানটুকু রাখবার যোগ্যতা অন্ততঃ আছে তোর।" ঘুরে বসে বিআংকা। ওর ফোঁপানো থেমে যায়। চোখদুটো তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে ঃ

"বাবা, ও আমাকে অপমান করে নি মোটেই। মেরিআর ঘটনাটা কি ভুলে গেছ?" গার্সিয়া একটু নরম হয়ে আসেন।

"না, না—সেবার তুই খুব সাহস দেখিয়েছিলি—ঠিকই—ছেলেদের মতোই মান বাঁচিয়েছিলি ওর—"

"ওতে কোনো অন্যায় হয়েছে বলে মনে করি না আমি। সে আমাকে ভালবাসে।···আর আমিও—"

"তাকে ভালবাসি। অ্যাঁ?

ও হাসবার চেষ্টা করে। কিন্তু কান্নায় মেশে সেটা। মুখ ফিরিয়ে নেয় বিআংকা।

দোরে টোকা পড়ে। কর্কশ কণ্ঠে গার্সিআ বলেন, "কে?"

"আমি কত্তাবাবা। জমিদার বাড়ী থেকে লোক এসেছে চিঠি নিয়ে।" মার্থা।

উনি ওঠেন দরজা খুলতে। "ঠিক হয়ে নাও। ঝি-চাকরে

এ রকম দেখলে ভাববে কি?" দরজা খুলে চিঠি নেন। আবার বন্ধ করেন দরজা।

খাম ছিঁড়তে ছিঁড়তে উনি বলেন, "নিশ্চয় বিয়ের প্রস্তাব—" চিঠিটা পড়ে, ছুঁড়ে দেন মেয়ের দিকে।

"নাও—পড়। কি করব এবার। সংসারে আর শান্তি নেই—মরলে নিষ্কৃতি পাই এবার।" একটা ক্ষণিক খুশীর ছোঁয়া ওর গালে লাগে। 'ওর' চিঠি। চিঠিটা নিতে হাত কাঁপে একটু। ছোট্ট চিঠিখানা:

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

সম্ভবত আপনার দুহিতার সম্পর্কে আমার মনোভাব আপনার অজানা নয়। তাঁর প্রতি আমার ভালবাসা অসীম, যা ভাষায় প্রকাশ করা আমার সাধ্যাতীত। আমি তাঁর পাণি-গ্রহণের জন্য আপনার কাছে অনুমতি প্রার্থনা করছি। এমন ভাববার কারণ নেই যে, আমি খুব অস্থিরচিত্তে এই প্রস্তাব করছি: আমি তাঁকে দীর্ঘদিন ধরেই জানি আর এ-ও জানি যে আমি তাঁর যোগ্য নই। তবু, আমার বিশ্বাস যে. আমার ভালবাসা এই অযোগ্যতাকে ঢেকে নিতে সক্ষম হবে।

উত্তরের জন্য আমি আজ সন্ধ্যায় আপনার সঙ্গে দেখা করতে যাব। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, যেন তিনি আপনার সম্মতির মাধ্যমে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন।

আপনার স্নেহধন্য,
কলিন মণ্টাগ মূর

"তা হলে!" গার্সিআই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করেন। বিআংকা কোন উত্তর দেয় না। "মূর-গিন্নীই বা কি ভাববেন, যদি এ বিয়েতে আমি মত দিই?" বিআংকা অন্যদিকে তাকিয়েই বলে:

"তিনি কি ভাববেন, সেটা নাই ভাবলে বাবা। সে আমাকে ভালবাসে। এটাই ত যথেষ্ট।"

"কিন্তু ওরা হল বড়লোক—আর আমরা, আমরা হচ্ছি মধ্যবিত্ত গেরস্ত—"

"বাবা, আমার সুখের চেয়ে টাকার প্রশ্নটাই বড় হল তোমার কাছে ?

"তোমার সুখ! তুমি কি এখানে সুখে থাক না? ওঃ! তারা ত সকলই একে একে আমাকে ফেলে রেখে চলে গেছে। কিন্তু তাদের টেনে নিয়েছেন ঠাকুর। আর তুমি যাচ্ছ আর একজনের টানে। তারা তাদের বাবার চেয়ে ভগবানকে বেশি ভালবেসে চলে গেছে—আর তুমি! তুমি আমার চেয়ে বেশি ভালবাসছ আর একজন মানুষকে!" বুক ভেঙ্গে দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়ে ওর চোখ ছলছলিয়ে ওঠে শুনতে শুনতে—

"—না বাবা না, বেশি নয়। কিন্তু," ও আস্তে আস্তে বলে, "হায় ভগবান—ওকে না পেলে যে আমি বাঁচব না!"

"আর তুমি যদি এই ছেলেটিকে বিয়ে করে চলে যাও, আমার অবস্থাও ঠিক তোমার মতনই হবে।"

দুই করপল্লবে মুখ গুঁজে পড়ে থাকে বিআংকা। খানিক পরে বিবর্ণ মুখখানা তুলে তাকায় ও। শান্ত গলায় কথা বলবার চেষ্টা করে ঃ

"বাবা। আমি ওকে বিয়ে করব না। তোমার শান্তির কাছে আমার আর কিছুই বড় নয়।" থামে ও।

"তোমার ত কোনো মতির স্থির নেই দেখছি! এইমাত্র বললে ওকে না পেলে তুমি বাঁচবে না!"

"যতদিন তুমি আছ, ততদিন আমার কোন কষ্ট হবে না বাবা।" ধীর পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে যায় বিআংকা।

ঠিক সেই মুহূর্তে বারান্দায় কার পায়ের শব্দ শোনা যায়। দীর্ঘদেহী একটি মূর্তি দ্রুত পদক্ষেপে ওর কাছে এসে নিজের দু-হাতে ওর হাত দু'টো ধরে মুখের দিকে তাকায়। যেন এক যন্ত্রণায় চমকে ওঠে ও, আর্তনাদের স্বরে বলে—"না—না—কোর না—কোর না,' করুণ কণ্ঠে ডুকরে ওঠে—"আমি—আমি এক মস্ত পাপ করেছি—বাবা কত রাগ করেছেন—"

"এ কি ?" আশ্চর্য হয় কলিন। বসবার ঘরের দরজা খুলে ঢুকে ও—বিআংকা আস্তে আস্তে একতলায় নেমে নিজের ঘরে ঢুকে যায়—সেখানে সে একটু একলা থাকবে। একটু নিরিবিলি। তার বেদনা আর ভগবানকে নিয়ে।

লর্ড মূরের ঘরে ঢোকার শব্দে গার্সিআ মুখ তুলে তাকান। বিআংকা ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর চিন্তায় ডুবে বসেছিলেন তিনি। "এখানে বিয়ে না দিলে সত্যিই কি মেয়েটা অসুখী হবে ? এই আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত ও কোনদিনও ত অবাধ্য হয় নি ঃ প্রেম-বিয়ে—এসব প্রসঙ্গ উঠলে চিরকালই হাসি-ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিয়েছে—এমন কি, এইত সেদিন, ইনগ্রামের ব্যাপারটা নিয়েই কত হাসাহাসি করল। ভাবতুম, আমি ওকে বুঝি। এখন দেখছি, ভুল ভাবতুম।...মেয়েরা যেন শিরঃপীড়া। হতো যদি ও ছেলে—ওকে বুঝতেও পারতুম ব্যবস্থাও করতে পারতুম। কিন্তু ও-যে মেয়ে ! ভগবান !"

উনি মুখ তুলে তাকান। বিবর্ণ মুখে দাঁড়িয়ে কলিন। ওর পুরু ঠোঁট দুটো একটু-একটু কাঁপছে। অল্প নীরবতা। কলিন সংযত হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করে। গার্সিআ গভীর সন্ধিৎসু কালো চোখে ওর দিকে তাকিয়ে থাকেন। ওর বিবর্ণ মুখের দিকে—"আর যাই হোক না কেন, ছেলেটা ওকে ভালবাসে। তবে এ ত দু-দিনের মোহ মাত্র—" উনি ভাবতে থাকেন।

কলিনই প্রথমে কথা বলে। "আমার চিঠির উত্তর নিতে এসেছি আপনার কাছে।"

"আমি রাজী নই, লর্ড মূর।"

"কোনো আশাই নেই তাহলে?" বিষণ্নতা ঝরে পড়ে ওর কণ্ঠে।

"আমার সঙ্গে কথা বলার আগে আমার মেয়েকে, নিজের মনোভাব জানাবার অধিকার কে দিয়েছে তোমাকে?" কলিনও তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে,

"আমি ত তাকে কিছুই বলিনি—"

"না, তা বল নি, করেছ আরও অন্যায় কাজ—তাকে তাকে তুমি চুম্বন করেছ যেন সে তোমার—"

"বাগদত্তা বউ।" কলিন বাধা দিয়ে বলে।

"বাগদত্তা বউ।...চুপ! সে তোমার মোটেই বাগদত্তা নয়—তোমার একতরফা ধারণা যাই হোক না কেন!" গার্সিআ চেঁচিয়ে ওঠেন। ফরাসীতে। উত্তেজিত হলেই উনি ফরাসী বলতেন! "তোমার মা কি বলবেন, তা জান? যদি এ বিয়েতে আমি মত দিই—ভেবেছ তা'লে তিনি কি বলবেন?"

"মা তাকে বরণ করে নেবেন, ছেলের বউ হিসেবে।"

"নিজের মেয়ে হিসেবে নয়; ছেলের গলায় ঝোলানো একটা বোঝা হিসেবে উনি ব্যাপারটা মেনে নেবেন—এই ত? ওকে ভালবাসতে পারবেন না কখনো।"

"তাতে কি আসে যায়? আমি ত বিআংকাকে ভালবাসি।" ম্রিয়মাণ উচ্চারণে তার গলা নরম হয়ে আসে: "একজনের পক্ষে যতখানি ভালবাসা সম্ভব, ততখানিই ভালবাসি ওকে।"...ও অস্থিরভাবে বলে চলে পাণ্ডুর মুখে। "হায়, ঈশ্বর।" টেবিলে হাত রেখে ও মুখ ঢাকে তাতে।

গার্সিআ একটু বিচলিত হয়ে ওঠেন। "হোক, ওরা সুখী হোক!" দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভাবেন উনি। "আমি আর ওদের সুখের পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়াই কেন? জীবনটাই ক্ষণস্থায়ী, বেঁচে থাকাই ত দুঃখকষ্টের।" স্থিরভাবে বসেন উনি। "ঠাকুর আমায় বল দাও ঠিক পথে চলবার জন্যে।" কলিনের দিকে তাকান। উনি ওর কাছে যান। ও উঠে দাঁড়ায়। "বেচারী!" উনি ওর পিঠে হাত রাখেন। কলিন শিউরে ওঠে। ওর করুণ মুখ গার্সিআকে কষ্ট দেয়। "বেচারী!" আবার বলেন উনি। "ওকে সত্যিই ভালবাস তুমি?"

"আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয় ও আমার কাছে।"

"ওকে সুখী করতে পারবে?"

"পারব! তার সাক্ষী স্বয়ং ঈশ্বর।" ওর বিবর্ণ মুখে এক ঝলক আভা ফোটে।

"তোমার হাতেই তাহলে ওকে দিলুম, বাবা।" গার্সিআর চোখ ছল্‌ছলিয়ে আসে, মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে উনি আবেগ লুকোন।

"কি বলব আপনাকে!" কলিন বলে। গর্সিআর বলিষ্ঠ স্পেনীয়-বাহু দুটি জড়িয়ে ধরে ও—

"ঠিক আছে—ঠিক আছে!"

খানিকক্ষণ স্তব্ধতা। কলিন বলে,

"ওকে বরং ডেকে পাঠান, হয়ত ওপরে বসে বসে কাঁদছে।"

"ঠিক বলেছ।" গার্সিআ আবার নিজের মনে ডুবে যান। "ঠিক করলুম কি! ভগবান, যেন ঠিকই করে থাকি!" অর্ধ-স্বগতোক্তি করেন। ওঠেন। দরজা খুলে মার্থাকে ডাকেন। "দিদিমণিকে একবার আসতে বল ত এখানে।"

"যাই কত্তাবাবা।"

মার্থা দরজায় টোকা মারে ওপর তলায় উঠে। সাড়া নেই। আবার টোকা দেয়। এবারও না। বার বার টোকা দিয়েও সব চুপচাপ। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢোকে এবারে।

খোলা জানালার ধারে বিআংকা বসে। "দিদিমণি ওকি," বিআংকা চমকে শিউরে ওঠে—"কি হয়েছে গা দিদিমণি? এত শুকনো দেখাচ্ছে কেন? অসুখ করেছে?"

"মার্থা, বড় শীত।"

"শীত! কি বলছ, হ্যাঁ গা দিদি? এ রকম গরম ত আর এ বছর একদিনও পড়ে নি।"

বিআংকা উঠে দাঁড়ায়। চলতে পারে না—টলতে থাকে। মার্থা এসে ধরে ফেলে, সোফায় নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দেয়, "তোমার হাত কি কনকনে গো। কি হল তোমার? ও দিদি?" বৃদ্ধা পরিচারিকা উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। সোফায় নেতিয়ে পড়ে বিআংকা।

"মার্থা, বড় শীত। আমি বোধহয় মরে যাচ্ছি।"

"বাছা রে! বালাই ষাট।...ও-কি অলুক্ষুণে কথা গা?... জ্বরের ঘোরে ভুল বকছে।...শুয়ে থাক, আমি এই এলুম বলে—" মার্থা দৌড়য় নীচে।

"কত্তাবাবা—দিদির খুব জ্বর!" এক নিঃশ্বাসে বলে যায় মার্থা।

"জ্বর!" চমকে ওঠেন গার্সিআ: "এই ত, আধঘণ্টাও হয় নি ও গেল এ ঘর থেকে। তখন ত ভালই ছিল—"

"কিন্তু এখন ওর ভীষণ জ্বর—ও খুব কষ্ট পাচ্ছে কত্তাবাবা—"

কলিন, গার্সিআর দিকে তাকায়। ওর দৃষ্টিতে নীরব ভর্ৎসনা। ওঁর মুখ বিবর্ণ হয়ে যায় উদ্বেগে।

"ও কোথায় রে মার্থা ?"

"সোফায় শুইয়ে এসেছি, পড়ে যাচ্ছিল, ধরে শুইয়ে দিয়ে এলুম—"কলিনের দিকে ফিরে গার্সিআ বলেন,

"তুমিও এস ত! বেচারী! আহা রে! আমার মাথার ঠিক ছিল না তখন।···খুব অন্যায় করেছি আমি।" উনি ওপরে ছোটেন, কলিনও এক এক লাফে তিনটে সিঁড়ি পেরিয়ে ওঁকে অনুসরণ করে।

॥ পঞ্চম পরিচ্ছেদ ॥

কলিনকে মেয়ের নজরে পড়তে না দেবার জন্যে দরজায় কাছে দাঁড়াতে ইশারা করে গার্সিআ এক দমে ঘরে ঢোকেন। কোচের কাছে গিয়ে হাঁটু মুড়ে বসে মেয়ের গায়ে হাত রাখেন। "খুকু!" বিআংকা ওঁর দিকে ফিরে তাকায় জ্বরার্ত কালো চোখে, একটা উজ্জ্বল অথচ এলোমেলো আভা সেখানে। তবে ও চিনতে পারে ওঁকে ঃ

"ও, তুমি! বাবা! অদ্ভুত, বিষণ্ণ, যেন প্রেতায়িত একটা হাসি ওর মুখে, "আচ্ছা," এলোমেলো তাকায় একটু, "আমি খুব অন্যায় করেছি। তাই না? কি করেছি বল ত, আমার মনে পড়ছে না! বাবা কি করেছি বল না?"

"কিচ্ছু না রে খুকু—কিচ্ছু করিস নি তুই।"

ও হকচকিয়ে তাকিয়ে থাকে ওঁর দিকে। তারপর চোখ দুটো বুঁজে চুপ করে থাকে।

"খুকু!" ও চোখ মেলে। "ওকে দেখতে চাস। কলিনকে?"

"ওঃ! না! ওর নাম কোর না। কেন কাটাঘায়ে নুনের ছিটে দিচ্ছ? বাবা! ওঃ! বাবা! ভগবান! বড় শীত করছে।" একটু থেমে আবার বলে চলে—চোখ দুটো স্থির—জানলার দিকে তাকিয়ে—"বরফ। বরফ। সব সাদা হয়ে গেছে!···কিন্তু ও কেন মাটির তলায় শুয়ে থাকবে? একটা কাঠের তক্তা ছাড়া যে বরফ ঠেকাবার ওর নেই কিছু?" আধ বসা হয়ে ওঠে ও। "ইনেজ! আমিও এখন ঠিক তোর মতনই হয়ে গেছি রে সোনা! আমিও ত বরফের তলায় শুয়ে আছি। এইত ঠিক তোর পাশেই।" আবার নেতিয়ে পড়ে ও হঠাৎ

আর্তকণ্ঠে বলে ওঠে, “না—না ও রকম কোর না গো—বাবা—বাবা ভীষণ রাগ করছে—”

বিআংকা কবিতা ভালবাসত খুব। জ্বরের ঘোরে ভুল বকতে বকতে ও মাঝে মাঝে নিজেকে উদ্দেশ করে কবিতার টুকরো আওড়াচ্ছিল।

“বাবা, আমি কিছু দোষ করি নি বাবা। আমি যে ওকে ভালবাসি বাবা! ও আমার দেবতা! ও আমার রাজা! আমার সব!” বাবার দিকে নজর পড়ে ওর। “ও কোথায়! এই ত এক মিনিট আগে ছিল এখানে। এখন খালি বাবা বসে আছে।” ও আবার চোখ বোঁজে।

গার্সিআ কলিনকে আসতে ইঙ্গিত করেন। ও ঘরে ঢুকে কোচের পাশে বিবর্ণ, শান্ত মুখে দাঁড়িয়ে থাকে। গার্সিআ চাদরে মুখ ঢেকে বসেছিলেন। মাথা তুলে তাকান, মেয়ের ছোট্ট শ্যামলী হাতখানা নিয়ে গালের পাশে আনেন—“ইস্, কি গরম!” বিড়বিড় করে বলেন উনি। ও চোখ মেলে কলিনকে দেখতে পায়—“তুমি এত শুকনো কেন গো? রাজা?” কলিন হাঁটু মুড়ে ওর পাশে বসে। “তোমায় এত শুকনো দেখাচ্ছে কেন গো?” ও আবার বলে। “এ হতেই পারে না, হতেই পারে না।” ও গুনগুন করে বলে চলে নরম গলায়ঃ

“আর মোরে শুধায়ো না, সাগরে কি চাঁদের জোয়ার
স্বর্গ থেকে মেঘমালা ঝরে পড়ে রূপমুগ্ধ হল,
পর্বতের খাঁজে খাঁজে, অথবা কী দূর অন্তরীপে—
তবুও তোমার ডাকে সাড়া দিয়ে যাই ভালবেসে—
—আর মোরে শুধায়ো না।
আর মোরে শুধায়ো না। দুজনে আমরা আজ
ভাগ্য-পরাভূত—

হায় রে! প্রিয় আমার—প্রভু আমার—শোন! তাই যে হল!" কাতর গলায় বলে বিআংকা।

"উজান ঠেলেছি আমি, যদিও তা হল গো বিফল,
নিয়ে যাক মহানদী অতঃপর মোহানায় মোরে
আর নয়, প্রিয়তম,
স্পর্শ টুকু চেয়ে চেয়ে পিপাসার্ত আমি—
আর মোরে
শুধায়ো না।"

ও বলেই চলে—"ইনেজ, আমি ওকে যতখানি ভালবাসি, তুই ততখানি বাসতিস ইনগ্রামকে? হ্যাঁ? তুই যে কখনো কখনো মন-মরা থাকতিস। আমি জানি রে তুই থাকতিস। আর, এখন ত তুই সুখী; তোর সঙ্গে থাকতে আমার খুব ভাল লাগবে রে—জানিস।" বিআংকা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। "ইনেজ," ওর গলা ভারী হয়ে আসে, "ও আমাকে চুমো খেয়েছে রে। আচ্ছা এতে কোনো দোষ আছে? তুই বল? বাবা কী রাগ করছে রে! আচ্ছা, ওআল্টার ত কত তোকে চুমো খেত—বাবা কক্ষণো ত তোকে বকে নি। আমি জানি, বাবা তোকেই বেশি ভালবাসে বরাবর—" গলা করুণ হয়ে ওঠে ওর—"দাঁড়া, লক্ষ্মীটি, আমিও যাব তোর সঙ্গে—একটু দাঁড়া সোনা।" একটু চুপ করে। আবার বকতে থাকে। "ওর ওই চুমো যে কত মিষ্টি তোকে কি বলব! ওর ঠোঁট দুটোর ছোঁয়ায় সারা দেহ যেন শিউরে উঠল—রক্ত ছলকে উঠল শিরায় শিরায়।

তবু প্রেম মধুমন্তী, হয়ত যদিও শুধু অকারণ, কারণবিহীন
মরণ মধুর যবে সাঙ্গ করে যন্ত্রণার দিন।"

দু-চোখ মেলে শান্তভাবে শুয়ে থাকে বিআংকা। ওর শ্যামলা

দু-গালে জ্বরের উষ্ণ আভা। কলিনের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে ও। কলিন ওর দিকে একটু ঝোঁকে—যেন ওকে চুমো খেতে যাচ্ছে।

"না—না"—কলিনকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে ও—"এটা পাপ—খুব বড় পাপ—বাবা ভীষণ রাগ করছে—ভগবানও তাহলে করছেন নিশ্চয়—ওঃ মাগো—আমি আর কখনো সুখী হব না।" বালিশে মুখ ঢেকে শোয় ও।

"ডাক্তারকে খবর দেওয়া উচিত মনে হচ্ছে। ডেকে আনি আমি কেমন?" কলিন বলে। "হ্যাঁ—হ্যাঁ—যাও—যাও"—পিতার বিপন্ন কণ্ঠস্বর শোনা যায়।

॥ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ॥

বৈঠকখানায় বসে বসে সকন্যা মূরগিন্নী বক্‌বক্‌ করছিলেন আর ছুঁচের নক্সা তুলছিলেন। "আটটা বাজতে চলল, এখনো ছেলের দেখা নেই। এখনো ফিরল না গার্সিআদের ওখানে থেকে। কি হল আবার?" ম্যাগি গজ্‌গজ্‌ করে। মেয়ের জবাবে মূর্গিন্নী খুব নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলেন,

"কলিন ভালবাসায় পড়েছে, খুকী।"

"দাদা! কার সঙ্গে?"

"কেন ঐ মেয়েটির সঙ্গে—ঐ স্প্যানিশ মেয়েটি—বিআংকা।"

"বিআংকা! ও—মা! কি মজা! বিআংকা বৌদি হবে? …কি মজা যে লাগছে!"

"আমার এতে মত নেই ম্যাগি। ও যে এ বাড়ীর বৌ হয়ে আসে এ আমি চাই না।"

"সে কি? মা? তুমি ওকে খুব পছন্দ কর বলেই ত জানতুম।"

"পছন্দ করি বলেই, যে কোনো মেয়েকে ছেলের বৌ হিসেবে মেনে নিতে হবে? কে বলতে পারে, ওরা আসলে জাতে বেদে কিনা?"

"কিন্তু, তুমি ত ওর চেহারা, আচার ব্যবহার এসবের খুব প্রশংসা কর মা—"

"আমি বরাবরই বলে আসছি—ও অত্যন্ত দুরন্ত মেয়ে।"

"হুঁ—কিন্তু—ওর চেহারার প্রশংসা ত তুমি বরাবরই করেছ—"

"এখন আমার ধারণা বদলে গেছে। একজন ইংরেজ মেয়ের যা হওয়া উচিত—সে রকম হালচাল ওর নয় আদপেই। ভাব দিকি একবার যে হ্য ভিল্‌র্তঁদের বাড়ীর মেয়ে জামার তলায় পিস্তল নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ?"

ম্যাগি হেসে ফেলে। "কিন্তু মা, দাদা ওকে বিয়ে করলে আমরা ত দু-দিনে ওকে কেতাদুরস্ত করে নিতে পারব ; একেবারে আচ্ছা ইংরেজ বানিয়ে নেব'খন !"

"চেষ্টা করে দেখো। ওঁর ত এমন অহংকার যেন—খোদ স্পেনের মহারাণী এলেন—তোমাদেরকে কেতাদুরস্ত করতে দিচ্ছে আর কি ! হুঁঃ ! দেখতে পর্যন্ত ভাল নয়। আমার মনে হচ্ছে খোকাকে ও গুণ-তুক কিছু করেছে।"

"ওকি, মা ! তুমি রাগ করছ কেন ? তুমি সত্যিই তাহলে ওকে দেখতে পার না ?"

"দেখতে পারতুম, যদি আমার ছেলের ঘাড় থেকে নামত ও।"

"আমার কিন্তু একবারও মনে হয় নি ও দাদাকে ভালবাসে।" ম্যাগি আপন মনেই বলে। "কক্ষণো না। একেবারে চেপে রেখেছিল। কিন্তু আমি ত ওর সব জানি ! ঐ যে দাদা এসে গেছে। ওকেই জিজ্ঞেস করি গে'—ও কি ? সোজা ঘোড়ার ওখানে যাচ্ছে কেন ?" জমিদার গিন্নী জানলা দিয়ে তাকান।

"তার মানে ? নিশ্চয় কিছু গণ্ডগোল হয়েছে। বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছে না-ত ? তা যদি হয়—ঐ মেয়েটাকে আমি কখনও ক্ষমা করব না—" দাঁত কিশ্‌কিশ্‌ করে বলেন কর্ত্রী ঠাকরুণ।

ম্যাগি ততক্ষণে ছুটে গেছে একতলায়। মহারাণার পিঠে রেকাব চড়াতে ব্যস্ত দেখে ভাইকে। "দাদা !" ছুটতে ছুটতে আসে ও। "কি বলল রে বিআংকা ?" কলিন ওর দিকে ঘুরে

দাঁড়ায়। ভাইয়ের বিবর্ণ মুখ দেখে ম্যাগি চমকে ওঠে। "দাদা কি হয়েছে রে?"

"ও মারা যাচ্ছে, ম্যাগি।"

"কে মারা যাচ্ছে?—বিআংকা? কি হল হঠাৎ?" কলিন ততক্ষণে ঘোড়ায় চেপে বসেছে—অস্থিরভাবে মহারাণার পিঠে ছপ্‌টি লাগায় ও—সামনের দু-পা তুলে সত্রাসে হ্রেষাধ্বনি করে ঘোড়াটা। ওর বনেদী পিঠে এই প্রথম ছপ্‌টির বাড়ি। আর এক ঘা, কাঁধের ওপর। তীরবেগে ছুট দেয় এবারে। সইসের দিকে তাকায় ম্যাগি। "কি হয়েছে রে সাইক্‌স?"

"কি বুলব বল দিকিন? এই ত দা-বাবু এয়েলেন আর ম'রাণারে সাজ চড়াতি কলেন মোরে—"

ম্যাগি ওপরে উঠে মায়ের কাছে আসে। "মা। বিআংকার খুব অসুখ। মা, ও যদি মরে যায়? আর আমরা কি সব বলছিলুম ওর সম্পর্কে এক্ষুণি। মা গো।" ম্যাগির নীল চোখ ফেটে ঝর্‌ঝর্‌ করে জল ঝরে। "আমাকে যেতেই হবে।" উঠে দাঁড়ায় কোট আর টুপি নিতে।

"না। কোথাও যাওয়া হবে না তোমার। চুপ করে বসে থাক।" মায়ের কাছে এসে বসে পড়ে ও অগত্যা।

একটা কার্ড হাতে জন ঘরে ঢোকে। "ও। মিঃ আওএন। ওঁকে নিয়ে আয় এখানে।—ম্যাগি, চোখ মুখ মুছে ভদ্রস্থ হয়ে বস।" ম্যাগি ইতিমধ্যেই সামলে নিয়েছিল নিজেকে। মিঃ আওএনের ও আবার খুব প্রিয়পাত্রী। সে জন্যে ওর গর্বটুকুও কম না।

আওএন এসে ওরই পাশে বসে মায়ের সঙ্গে কথা বলতে থাকেন। মাঝে মাঝে ওর সঙ্গেও খুব নীচু গলায়—যেন খুবই গুরুতর গোপনীয় কথা। বয়স পঁয়ত্রিশ কি চল্লিশ, মাথায়

মাঝারি, কালো কুচকুচে চুল। সে জন্যেও ওঁর ডাঁট যথেষ্টই। সযত্নে আঁচড়ানো কপালে একটা উপেক্ষাসূচক ভাব পরিস্ফুট। ভোঁতা ভারী নাক, পুরু পুরু মাংসল ঠোঁটের ওপর একজোড়া কালো গোঁফ, ধূসর ধূর্ত ছুই চোখ।

আওএনকে যথেষ্ট পয়সাওয়ালা লোক বলে মনে করা হতো। সম্প্রতি সপরিবারে ···শাআরে এসে বসবাস করছেন। স্ত্রীটি সর্বজনপ্রিয়া। মহিলার নম্র ব্যবহারে এবং সুন্দর মুখশ্রীতে স্থানীয় লোকেরা সকলেই মুগ্ধ। কর্তাটির ব্যবহারও প্রশংসনীয়। দিব্যি ঘরোয়া, অথচ অত্যন্ত ভদ্র। এটা হলো লেডী মূরের নিজস্ব মত—এবং ঐ অঞ্চলের যে কোনো সম্ভ্রান্ত পরিবারে মেলামেশা করবার পক্ষে যেটা সন্দেহাতীতভাবে ছাড়পত্রস্বরূপ। একমাত্র গার্সিআর বাড়ী এর ব্যতিক্রম। লোকে এ ব্যাপারে বিস্মিত হতো ঠিকই. কিন্তু ওঁরা বরাবরই একটু একলা একলা থাকতেন।—ইনেজের মৃত্যুর আগে পর্যন্ত কারোর সঙ্গে বিশেষ মেশেন নি! অবশ্য এ নিয়ে অল্প-সল্প গাল-গল্প চলতে চলতেই একদিন দেখা গেল আলোচনাটা চাপা পড়ে গেছে এবং মিঃ আওএন প্রায় সব বাড়ীতেই স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করে চলেছেন।

মূরগিন্নী হামেশাই বলতেন, "ওঁর কি বুদ্ধি! কত জানেন বল দেখি! মনে হয় যেন ছুনিয়া ঘুরে এসেছেন।" ভদ্রলোক মার্গারেট সম্পর্কে খুব মনোযোগী ছিলেন, আর বলতে কি, যে কোনো তরুণী সম্পর্কেই! তাদের সম্পর্কে ওঁর আচরণটা ছিল পিতৃকল্প। আর বৃদ্ধাদের সপক্ষ হয়ে সর্বদাই কথাবার্তা বলায় উনি সবাইকে মুগ্ধ করতেন। কোনো তরুণীকে অতি তুচ্ছ একটা কথা বলতে হলেও এমন একটা গোপনীয় ভঙ্গী করতেন উনি, যার ফলে সকলেই ঐ মেয়েটির সঙ্গে ওঁর একটা অন্তরঙ্গতা আছে ভেবে বসত। ভাবখানা এমন যেন ছুজনে মিলে কারুর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে! ধরা যাক,

শ্রীমতী অমুকের ছবির বইয়ের জন্যে কিছুর দরকার হয়েছে সে কথাটি একবার বলামাত্রই স্বর্গমর্ত্য ঢুঁড়ে উনি জিনিসটি এনে দেবেন তার হাতে বশীকরণ করার কায়দায় আর এমন একখানা উচ্চাঙ্গের হাসি হাসবেন যাতে বেচারী ভেবেই কাহিল হয়ে পড়ে যে এমন একখানা জিনিস ইনি বাগালেন কি ভাবে! ওঁর নিশ্চয় রাজা-মহারাজা-গোছের সব দোস্ত রয়েছে! বাঘ-সিংহী-গোছের লোকজন সব! পিকাডিলির রড্রিগ্‌জদের দোকান থেকে সাধারণত উনি আনাতেন এই সব জিনিসপত্র মনিঅর্ডার এবং চিঠি মারফৎ। অতঃপর অল্পবয়সিনীদের কাছেও তাঁর জনপ্রিয়তা সমান। একদম ছোটদের কাছেও কম নয়। বাস্তবিকপক্ষে, উনি একজন অতি-জনপ্রিয় লোক!

ডাক্তারকে নিয়ে কলিন যখন রোগীর ঘরে ঢুকল, বিআংকা তখনও জ্বরের ঘোরে অনর্গল ভুল বকে যাচ্ছে—দরজা খোলার শব্দ ওর কানে ঢোকে না—একটানা বলেই চলেছে এলোমেলো-ভাবে: "পুষি, ক্রুশের ওপর চুমু দে ত," নীল ফিতে দিয়ে গলায় ঝোলানো ক্রুশচিহ্ন তুলে ধরে ও, "এই দিয়ে তোর কপাল ফিরবে! আহা বেচারী পুষি রে! তোর বাচ্চাগুলো সব বিলিয়ে দিয়েছে! তোর বড় কষ্ট, না রে পুষি? ঠাকুরের অজান্তে একটা গাছের পাতাও খসে না—জানিস পুষি! ঠাকুর তোকে দয়া করবেন—তোর সব দুঃখ ভুলিয়ে দেবেন।" বিআংকা ক্রুশটা ঠোঁটে ঠোকায়— "এই দেখ আমি এতেও চুমু দিলুম, তোর হয়ে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করলুম। তোর বাচ্চাগুলো স্বর্গে গিয়ে সুখে থাকবে, বুঝলি পুষি?"

ডাঃ চেম্বার্স ওর কাছে এগিয়ে এলেন। "কি গো মা-মণি, কি বলছ গো ওসব?" হাসিমুখে ওর নাড়ী দেখতে দেখতে

বলেন উনি। ঘড়ির দিকে চোখ ওঁর। একশ সত্তর। একটু পরে আবার বলেন, "গা-ও ত জ্বরে পুড়ছে।" ওর কপালে হাত রাখেন। নীল রগ দুটো বেরিয়ে আসবে যেন। "আচ্ছা, ...ঘুমপাড়ানি ওষুধ...কোনটা.. বড় এক পুরিয়া পটাসিআম ব্রোমাইড...উঁ ?" স্বগতোক্তি করেন ডাক্তার। গার্সিআর দিকে ফেরেন। "কতক্ষণ জ্বর এসেছে ওর ?"

"ঘণ্টা চারেক হবে হয়ত—"

"ওকে ত খুব উত্তেজিত বলে মনে হচ্ছে—সে জন্যেই এত ভুল বকছে। কি হয়েছিল ?"...গার্সিআ জবাব দেন না।

"হুঁ।"...ডাক্তারই একটু পরে নীরবতা ভঙ্গ করলেন। "ওকে খুব শান্ত রাখা দরকার, একেবারে ভাল না হওয়া পর্যন্ত, এই যা লিখে দিলুম, একঘণ্টা অন্তর এ ওষুধটা খাওয়াবেন—কেমন ?"

ডাক্তার বিদায় নিলেন। কলিনও বাইরে গেল। মিনিট দশেক বাদে ওষুধ সমেত ফেরে। গার্সিআ মেয়েকে এক পুরিয়া খাইয়ে দেন। একটু পরেই ও শান্ত হয়ে আসে খানিকটা। এক-আধটা এলোমেলোভাবে কথা বলে মাঝে মাঝে।

এক ঘণ্টা পরে আরেকবার ওষুধ পড়ে। এবারে বেশি কাজ দেয়। একটু বাদে ঘুমিয়ে পড়ে। কলিন উঠে দাঁড়ায়। "রাত হল। আমার এবার যাওয়া উচিত।" মৃদু গলায় বলে ও। লঘুপায়ে এসে কৌচের পাশে দাঁড়ায়। নুয়ে পড়ে জ্বরতপ্ত কপোলে ঠোঁট ঠেকায়। ঘুমের ঘোরে বিআংকা গুনগুন করে ওঠে "উইল, আবার, উইল !" একটু থেমে, আবার ঘুমের মধ্যেই বলে, "তোর দাদা মন্টির হয়ে একটা, কেমন ?" কলিন ওকে আর একবার চুমো খায় গালে। নিঃশব্দে, গার্সিআর পাশ কাটিয়ে ও বাড়ীর দিকে রওনা দেয়। জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে দেও ও।

বাড়ী গিয়ে পড়ার ঘরে ঢোকে কলিন। ওর মা অপেক্ষা করছিলেন। বাতিদানের ধারে হেলান দিয়ে দাঁড়ায় ও। মুখ বিষণ্ণ, পাণ্ডুর।

"কি ব্যাপার?" দীর্ঘ স্তব্ধতার পর কর্ত্রীঠাকরুণই মুখ খুললেন। যেহেতু ও নির্বাক।

"ও মারা যেতে বসেছে, মা।" তিক্ত কণ্ঠে বলে কলিন। কর্ত্রীর কণ্ঠেও কঠোরতা :

"বোধহয় এর বেশি ভাল কিছু করা ওর পক্ষে আর সম্ভব হত না—তোমার কাঁধ থেকে নামার জন্যে ওর পক্ষে এটাই সবচেয়ে ভাল রাস্তা।" কলিনের মরিয়া ভাবটাই ওঁকে এভাবে উত্তেজিত করে তোলে। ওর সঙ্গে বিআংকার এই ঘটনাটা ঘটার পর থেকেই উনি তার ওপর বিতৃষ্ণ। কেন সে কলিন আর তার পরিবার, তার উচ্চাশা, তার সুখের মধ্যবর্তিনী হয়ে উঠবে?

কলিন মুখ ঢাকে দু-হাতে, জবাব দেয় না। "ঈশ্বর, আমাকে করুণা করুন। ও যেন ভাল হয়ে ওঠে।" অন্তরের কাতরতায় সুগভীর আকূতিতে বলে ওঠে ও। গিন্নীমা আরও দু-চার দণ্ড দাঁড়িয়ে থাকেন। তারপর মৃদু পায়ে ঘর ছেড়ে চলে যান। ছেলের বেদনা, তাঁর অন্তরে করুণা না জাগালেও ভীতির সঞ্চার করেছিল।

॥ সপ্তম পরিচ্ছেদ ॥

বিআংকার অসুখটা দীর্ঘস্থায়ী ভাবে চলল। উন্নতির লক্ষণ দেখা গেল খুব সামান্যই। লণ্ডনের একজন ডাক্তারকে নিয়ে আসতে লোক পাঠান হল পর্যন্ত। এক এক সময় মনে হল—জীবনের আর আশাই নেই হয়ত বা। গার্সিআ ওঁর বিধবা মাসীকে আসতে চিঠি দিলেন। বিআংকা তাঁর অতি আদরের নাতনী, খুব ভালবাসতেন ওকে। অচিরেই বৃদ্ধা ডরোথী এসে পড়ে ওর সেবা-শুশ্রূষার ভার নিলেন নিজের হাতে।

জ্বরের ঘোরে ভুল বকতে বকতে নিজের সব পুরোনো দিনগুলোর ঘটনা যেন আবার ঘটছে এমন ভাব করতে থাকে ও। "ওকে যেতে দাও বলছি—দাও বলছি, নইলে খুন করব!" যেন কারুর দিকে পিস্তল উঁচিয়ে ধরেছে এমনভাবে হাতখানা তোলে; হাতখানা ধীরে ধীরে নামিয়ে এনে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের কণ্ঠে বলে, "যাই হোক, এটা তা'লে একটা সোফা!" এর পর ও যেন আরও আগের দিনে ফিরে যায়। "ইনেজ, আমাকে মাপ কর। আমার বড় অন্যায় হয়ে গেছে। তোর কথাই আমি মানছি!" মিনতিমাখা কণ্ঠে বলে, "আমায় বলতে দে না ভাই!" বলতে থাকে, "হায় রে! এই বয়সেই ও চলে গেল? এই সামান্য বয়সে! কেন ও মারা যাবে? ও কত সুন্দর, কত কত-ত ভাল—ও যেন স্বর্গের তারা।" দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। "পৃথিবীতে ফেরবার কত আশা ওর! কেমন গর্বিত চোখ মেলে মেলে দেখত ও! মরা ত আমারই উচিত ছিল।"

গার্সিআ ওকে চোখেচোখে রাখতেন দিবারাত্রি। কখনো-কখনো

কলিনের ওপর চটে যেতেন—"সেই ত যত নষ্টের গোড়া" —কন্যার রোগশয্যার পাশে বসে বসে বিমর্ষ হয়ে ভাবতেন, "ও যদি এ বাড়ীর চৌকাঠ না মাড়াত, তাহলে ত আর ভালবাসায় পড়ে মেয়েটা এই কষ্টটা পেত না—বুড়ো বাপের কাছে সুখে দুঃখে জীবনটা কাটাতে পারত যা হক—অন্য কারুর কথা না ভেবেই। আমার অন্ধের নড়ি এই ছোটটা—এটাই সবগুলোর মধ্যে সেরা—এটাও চলে যেতে বসেছে। আর সবায়ের মতো ও-ও আমায় ছেড়ে চলল। হায় ঈশ্বর! এই শূন্য জীবন একটা যাঁতাকলে পড়া ইঁদুরের মতো। দু-চোখ বুঁজব যেদিন—কেউ জলটুকু সেদিন দিতে থাকবে না।" এই সব ভাবতেও উনি ভয় পেতেন। বেরিয়ে চলে যেতেন ঘর ছেড়ে।

কলিন প্রায় রোজই আসত। নীচে থেকে খবর নিয়ে যেত। ওপরে উঠতে পেত না ও। ডরোথীদিদার অবশ্য খুব প্রিয় হয়ে উঠল কলিন। নারীর স্বভাবসিদ্ধ দৃষ্টিতে গার্সিআর কাছে কিছু শোনার আগেই ব্যাপারটা বুঝতে ওঁর দেরী হল না। লর্ড-গুষ্টির সঙ্গে সম্পর্ক করতে ওঁর খুবই ইচ্ছে। নাতনীর বিয়ে মারফৎও যদি তা হয়—সেও ভি আচ্ছা! অবশ্য ওর তুলনায় নাতনীকে উনি অনেক বেশি যোগ্য ভাবতেন—বলতে কি, কোনও রাজাও না-কি ওর উপযুক্ত নয়! এই ছিল ওঁর মত।

কলিনের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করতেন উনি বসে বসে। বিআংকার ছোট্টবেলার সব গল্প—চার বছর ছ-বছর যখন বয়স, সেই সময়ের সব কথা।

লণ্ডনের ডাক্তার এসে রোগীর অবস্থা দেখে জবাব দিলে গার্সিআ কলিনকে ডেকে পাঠালেন। ভাঙা-গলায় বলেন উনি, "যাও, শেষ দেখাটা দেখে এসোগে'।" দুজনে ওর ঘরে ঢোকেন। আলো-আঁধারে আবছায়া ঘরটা। ভোর হবার মুখে। দূরের

এল্‌ম গাছগুলোর চূড়ায় চূড়ায় সূর্যের লাল রঙ সবে ছড়াচ্ছে। ওর বিছানাটাকে জানলার ধারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। জানলার দিকে মুখ ফিরিয়ে ও শুয়েছিল দূরের খোলা মাঠের পানে বড় বড় কাজলকালো দু-চোখে নির্নিমেষে চেয়ে। বৃদ্ধা দিদিমা মাথার বালিশের কাছে বসে বসে নীরবে অশ্রুপাত করছিলেন দু-কপোল ভাসিয়ে। গার্সিআ আর কলিন বিছানার পাশে এসে দাঁড়ান। গার্সিআ হাঁটু গেড়ে বসেন দু-হাত দিয়ে বুকে ক্রুশ চিহ্ন করে। শঙ্কিতভাবে প্রার্থনায় বসেন উনি।

"বাবা, দেখছ কি সুন্দর সূর্যটা উঠেছে?" বিআংকা বলে। "থেরিএর ভোরের বর্ণনাটা মনে আছে তোমার?" গুনগুন করে আবৃত্তি করে ও—

"শিরশির ভোরে আমি ঘুমিয়ে রই,
মৃদু লাল রঙের স্রোতে
আঙুর গাছের সবুজ পাতার চূড়াগুলি স্নানরত
ঐ মিষ্টি সুবাস সর্বদা ভেসে আসে আমার কাছে,
রাত-জাগা নাইটিংগেলের শেষ ডাকের সঙ্গে
ভোরের পাখির প্রথম ডাক শুনতে পাচ্ছি আমি।

—বড্ড কষ্টের গল্প এটা, না বাবা?" বিআংকা চোখ বোঁজে। ঘুমের মতো একটা আচ্ছন্নতা ঘিরে ধরে যেন ওকে।

জুলাইয়ের শেষ দিকের এক সন্ধ্যায় বিআংকার রোগ উপশমের প্রথম লক্ষণ দেখা গেল। গার্সিআ ওর বিছানার পাশে বসেছিলেন হতাশ এক বেদনায় আচ্ছন্ন হয়ে। হয়ত নিজের অজ্ঞাতেই মৃদু কণ্ঠে আবৃত্তি করে যাচ্ছিলেন,

"গৌরবের রাজোষ্ণীষ খসেছে কখন
বধূ বা সন্তান নেই জড়াতে আমায়!

একটা ফোঁপানির শব্দে চমক ভাঙে গার্সিআর। মেয়ের বিছানার দিকে ফেরেন। "খুকু!" এক মুহূর্ত পরে, ও পাশ ফেরে। এর মধ্যে চোখ মুছে ফেলেছে—কান্নার দাগ এখনও স্পষ্ট যদিও। বাপের হাত ধরে ও। কাঁপাকাঁপা গলায় কথা বলে,

"বাবা, ও রকম বোল না। আমি তোমায় ফেলে রেখে কোথাও যাব না। আমি ত তোমার কাছেই থাকব।"

"সত্যি রে, খুকু?"

"হ্যাঁ বাবা!"

খানিকক্ষণ চুপচাপ। গার্সিআ মনে মনে পরমেশ্বরের কাছে এই করুণার জন্য প্রণতি জানান।

"বাবা, তুমি এ রকম করে এখানে বসে আছ কেন?"

"তোর যে খুব অসুখ হয়েছিল খুকু।"

"অসুখ করেছিল? আমার? সেই জন্যেই তুমি রাত্রি জেগে বসে আছ? এ তোমার ভীষণ অন্যায় বাবা। তুমি শুতে যাও ত।"

"এখন ত সবে মাত্তর ন-টা বেজেছে রে পাগলী।"

"বা, তাতে কি?···বাবা আমার কদ্দিন ধরে অসুখ করেছিল?"

"ওঃ, সে প্রায় এক মাসের ওপর!"

"আর এই এদ্দিন ধরে তুমি সদা-সর্বদা আমার পাশে বসেই আছ?" ও চটে যায়! "এই সব ভারী অন্যায়। তুমি এক্ষুণি শুতে যাও—এক্ষুণি একদম লক্ষ্মীছেলের মতো!—বা-বা, যাও! তুমি যদি না যাও—আমিও একদম ঘুমুব না!" বিআংকা উঠে বসতে চেষ্টা করে। "কি ভীষণ দুর্বল লাগছে!" ও আবার শুয়ে পড়ে। "বাবা, কই গেলে না? তোমার যদি এর ওপর অসুখ করে, আমাকে কে দেখবে বলত?" মেয়েকে খুশী করতে গার্সিআ নিজের ঘরে গেলেন অতএব।

পরদিন খুব ভোরে মার্থা, বিআংকার ঘরে ঢুকে ওকে সুস্থ দেখে আহ্লাদে একেবারে আটখানা হয়ে ওঠে। দিদিমণি আবার ভালো হয়ে উঠেছে!

গার্সিআ যখন এ ঘরে এলেন, ততক্ষণে মেয়ের পরণে একটা পাটভাঙ্গা ছাপা ড্রেসিং গাউন, চুলগুলো গুছিয়ে আঁচড়ানো। চুলটা বাঁধার পরিশ্রমটুকুও করার ধকল এখনো ওর সইবে না— দুই কানের পেছনে ঠেলে দেওয়া।

"কি রে খুকু, সেজেগুজে একেবারে তৈরী যে!" উনি অবাক হয়ে যান।

"তা নয় বাবা, জামাকাপড় পরার অত ধকল পোষাবে না বলে ড্রেসিং গাউনটাই পরে নিলুম।"

"একজন তোকে দেখতে এসেছে। বাইরে অপেক্ষা করছে।"

"ডাক্তারবাবু?"

"তার চেয়ে ভাল কেউ! এমন একজন যে তোকে ভীষণ ভালবাসে—আর তুই ত বাসিসই!"

"আমি জা-নি! ডরোথী দিদা! মার্থা বলেছে আমাকে!"

"তার চে-য়েও ভাল একজন।" গার্সিআ হাসতে থাকেন। "ডরোথী মাসিমার চেয়ে সে কিন্তু অনেক লম্বা। তা ছাড়া, আমার মনে হচ্ছে—সে আর একটু আপনার লোক? —হুঁ! ধর, তার নাম 'ক' দিয়ে শুরু!" বিআংকার পাণ্ডুর কপোলে লজ্জার মৃদু আভা ফুটে ওঠে! "এবারে ঠিক ধরেছিস দেখছি!" গার্সিআ হেসে বলেন। "ভেতরে এস কলিন।" বিআংকা দরজার দিকে ফেরে। কলিন ঘরে ঢোকে। ওর হাতদুটো নিজের হাতে ধরে। নুয়ে পড়ে ওর কপালে চুমো খেতে যায়। বিআংকা চকিতে তাকায় বাবার দিকে।

"ওতে কি হয়েছে খুকু! এখন আর ওতে কোন দোষ নেই।

ওকে বুঝিয়ে দাও, কলিন !" গার্সিআ হাসতে থাকলেও ওঁর দু-চোখ ভিজে ওঠে। বাবার কথায় বিআংকা কেন যেন ঝিমিয়ে পড়ে। ওকে স্বাভাবিক করে তোলবার জন্যে কলিন হেসে ওঠে। বিআংকার রুগ্ন হাত দুটো নিজের সবল দু-হাতে নিয়ে কলিন ওর রোগা হয়ে যাওয়া সাদাটে আঙ্গুলগুলো নিয়ে দেখতে থাকে। গার্সিআ মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলেন,

"তোর এই দুর্বল চেহারা দেখে ওর কত খারাপ লাগছে বলত? এইবার শিগগির শিগগির চাঙ্গা হয়ে ওঠ দেখি খুকু !"

"হব, বাবা !" একটু থেমে ও ফের বলে, "তা হলে ওকে এখন তুমি পছন্দ কর ? বাবা ?" একটু উদ্বেগ থাকেই ওর স্বরে।

"একটুও না !" কলিনের পিঠে হাত রাখেন উনি। কলিন হাসে। "তবে তুই যখন ওকে এত পছন্দ করিস, আমাকেও ওকে পছন্দ করে ফেলতেই হবে দেখছি।" বিআংকা আড়চোখে তাকিয়ে দেখে। বাবার ঠাট্টাটুকু বুঝতে পেরে ও ওঁর হাতদুটো ধরে পাশে বসায়।

"বাবা, তুমি কত-ত ভালো !" ওর চোখে জল এসে পড়ে।

"না, আর কান্না-টান্না নয়—এবারে তুই একদম সেরে উঠবি। যাই আমি গিয়ে তোর খাবারের জন্যে একটা ব্যবস্থা করি গে'। কলিন বসুক তোর কাছে। আর কোন কান্না-কাটি—কিচ্ছু নয় !" গার্সিআ বেরিয়ে পড়েন ঘর থেকে। দরজাটা বাইরে থেকে ভেজিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত বিআংকার দৃষ্টি ওঁকে অনুসরণ করতে থাকে। এবার ও কলিনের দিকে তাকায়।

"বাবা খু-ব ভালো, তাই না রাজা ?" খুব সরলভাবে ও বলে।

"খুব !···বিআংকা !" ঘরে ঢুকে ইস্তক কলিন একটাও কথা বলে নি। ওর নরম গলায় নিজের নাম শুনে বিআংকা সচকিত, সলজ্জ হয়ে ওঠে। কলিনের নজর এড়ায় না সেটুকু। বিআংকার

দিকে একটু ঝুঁকে কথা বলে ও, "তোমার বাবা তোমাকে দিতে রাজী হয়েছেন আমার হাতে। তুমি রাজী? বিআংকা? আমার বউ হবে?" নরম গলায় প্রশ্ন করে। বিআংকা লজ্জা-নম্র ভাবে ঘাড় হেলায়। কলিনের হাতখানা তুলে নিয়ে নিজের ঠোঁটে ঠেকায় ও! ঐ হল ওর সবটুকু জবাব! এত সুখে ও আর কথা কইতে পারল না! কলিন ওর কপালে আলতোভাবে, পবিত্রভাবে চুমো দেয়।

"তুমি আমার বউ!"

"তুমি যে আমার রাজা!" ওদের ভালবাসার অভিব্যক্তি! বেশি কথা কয়না ওরা এই মুহূর্তে। দুজনে হাতে হাতে বেঁধে রাখে দুজনকে। কলিন স্তব্ধতা ভাঙে।

"বিআংকা", (ওর মুখে এই ডাক কত যে মিষ্টি লাগে বিআংকার!) "তোমাকে সবচেয়ে আগে যে ভাল হয়ে উঠতে হবে! আমার বউকে যে আমার বাড়ীতে নিয়ে যাব আমি।" হেসে বলে ও। বিআংকা একটু চিন্তিত হয়—

"কিন্তু,···বাবা···" একটু দুর্বল কণ্ঠ ওর।

"উনি ত আমাদের সঙ্গে থাকবেন।" বিআংকা এর উত্তরে ঘাড় নাড়ে।

"তোমার মায়ের সঙ্গে এক বাড়ীতে কক্ষণো থাকবে না বাবা···"

"আমাদের এখানের বাড়ীতে ত থাকব না আমরা। মা আর ম্যাগি থাকবে এখানে। আমরা চলে যাব ওএলশে—ওখানে আমার একটা বাড়ী আছে। 'মণ্টাগ হাউস'। তোমার বাবা সেইখানে থাকবেন আমাদের সঙ্গে। আমি সে সব ব্যবস্থা করে রেখেছি।···আমি যে জানি, উনি ওঁর খুকুকে ছেড়ে থাকতে পারবেন না!" কলিন হাসে।

"তুমি কত—কত ভাল! আমার রাজা!"

"আর তুমি আমাকে রাজা বলে ডেক না, বিআংকা!" হাসতে হাসতে কলিন ওর চুলে বিলি কাটতে থাকে।

"তা হলে কি বলে ডাকব বলে দাও রাজা?"

"উঃ! আবার ঐ বলে ডাকছ? অবশ্য তুমি এত সুন্দর করে ডাক আমায় যে একটুও রাগ করতে ইচ্ছে করে না। তবে ঐ বলে ডাকতে শুনলে মা কপাল কুঁচকোবেন। বলবেন, 'খেয়ালী' মেয়ে!"

"বাঃ, কিন্তু এখনই ও সবচেয়ে বেশি করে তুমি 'আমার রাজা'।" গর্বিত, সুখী হাসি ওর মুখে। "কলিন?—ঐ বলে ত সবাই ডাকে তোমাকে।"

"তা হলে অন্য নামটা?" কলিন হাসেই—"সেটা অবশ্য তোমার বেশি পছন্দ আমি জানি। মন্টি?"

"কি করে জানলে গো? বল না?'

"কেন, তোমার অসুখের ঘোরে ভুল বকতে-বকতে একদিন উইলকে ওর দাদা মন্টির হয়ে একটা চুমো খেতে বলছিলে!"

"বলেছিলুম না-কি?" মৃদু লজ্জার আভা ফুটে ওঠে ওর দুইগালে। "উইল কি দেখতে এসেছিল আমায়?"

"উঁহুঁ, উইল আসে নি। এসেছিল তার দাদা।" হাসি মুখে কলিন জবাব দেয়। "সেই ব্যক্তিই চলে যাবার সময় তোমাকে একটু আদর করেছিলেন—এবং তুমি মন্টির হয়ে আরও একটু আদর করতে বলেছিলে!" বিআংকার গায়ের সব দক্ষিণী রক্তটুকুই যেন ওর মুখে এসে জড়ো হয়। গালে, কপালে। দুই চোখ খুশীতে জ্বলজ্বলিয়ে ওঠে।

"সত্যি বলি মন্টি সোনা
আরো আমি চাই।"

ও হাসতে হাসতে বলে। কিন্তু চোখে ওর জল। একটু সলজ্জভাবে চোখ দু-টো তাড়াতাড়ি মুছে ফেলে ও। "আনন্দেও চোখে জল এসে গেল।...আচ্ছা বেশ, তা হলে উইলির দাদা মন্টির হয়েই না হয় একটু আদর করুক আমার রাজা।" ছেলে-মানুষি হাসি হাসে বিআংকা। কলিন চুমো খায়। নিবিড় করে।

গার্সিআ এসে ঘরে ঢোকেন। ওঁর মেয়ে লজ্জিত অথচ ভরাট চোখে তাকায়। মৃদু হাসি ওর মুখে থাকেই। "ও আমাকে সব বলেছে, বাবা!" বাবার হাত ধরে ও।

বাবার পেড়াপিড়িতে খাবারগুলোর দিকে যৎসামান্য কৃপা করে বিআংকা। মেয়েকে মাত্র একপেয়ালা চা খেতে দেখে উনি বিশেষ তৃপ্ত হন না। বাকি সব ও ফেরৎ পাঠিয়ে দেয়। গার্সিআ প্রায় চেঁচিয়ে ওঠেন, "ওটা কি একটা খাওয়া হল না কি?"

"বাবা গো! আজকে আর এর বেশি খেতে পারবই না। তুমি ত জানই যে, কোন কিছুতে উত্তেজিত হলে আমার গলা বুঁজে আসে আর শক্ত খাবার তখন কিছু সেখান দিয়ে নামে না।"

"একদম বাজে কথা। তাহলে, তুমি উত্তেজিত হবে না কখনো। বিশ্রাম আর ভাল খাওয়া-দাওয়াই হল একমাত্র জিনিস—যাতে করে আবার শরীরটা ফিরবে তোর।"

"বাবা, তাহলে দুপুরে খাব। এখন আর আর কিছু খেতে পারব না—একটুও খিদে নেই যে!"

॥ অষ্টম পরিচ্ছেদ ॥

"আমি বুঝেই উঠতে পারছি না—খোকার যে আজকাল কি হয়েছে! ইদানীং ও যেন কেমনতর পাল্টে গেছে!" বক্তাটি হলেন স্বয়ং জমিদার-গিন্নী, শ্রোতা—মিঃ আওএন। ওঁর সদ্‌বুদ্ধির ওপর ভদ্রমহিলার আস্থা অগাধ এবং সেটা অধুনা অগাধতর হয়েছে নিয়মিত ভাবে ওঁর আয়োজিত প্রার্থনা সভায় আওএনের যোগদানের ফলশ্রুতিস্বরূপ। কর্ত্রীঠাকরুণ নিরতিশয় ধর্মপ্রাণা!

"আমি আপনাকে এই বলে দিলুম—দেখবেন আপনি—ও নির্ঘাৎ প্রেমে পড়েছে।" সাফ জবাব। আশে পাশে তাকান একটু উনি। "খুকুমণি নিশ্চয়ই এদিকে কোথাও ঘাপটি মেরে লুকিয়ে নেই?"

"নাঃ, তা অবশ্যই নেই। তিনি গেছেন তাঁর পরাণের সই বিআংকা ঠাকরুণের বাড়ীতে।" একটু সময় চুপচাপ।

"হুঁ। তা হলে মার্গারেটও দেখছি দাদার দেখাদেখি জিপসী রাণীর ভালবাসায় পড়ে গেল।" জোর করে হাসতে থাকেন উনি। জমিদার-গিন্নী ওঁর নির্ভুল অনুমানশক্তিতে একেবারে বিস্মিত হয়ে যান—

"আপনার দেখছি না জানা কিছুই নেই।"

"কি জানেন বৌঠান—চোখটা-কানটা আমি সব সময়েই খুলে রাখি। আর বলতে কি—এই ভালবাসা-টাসার ব্যাপার-স্যাপারগুলো আমি একটু সন্দেহের চোখেই দেখি।"

"কি যে বলেন...যেন ব্যাপারটা কিছুই না? কলিন ত যা মনে হচ্ছে ওকে বিয়ে করবেই।" ভদ্রমহিলা সখেদে নিঃশ্বাস ফেলেন।

"বৌঠানের তাহলে এ বিয়েতে আপত্তি আছে?" শান্ত ভাবটুকু বজায় রাখার চেষ্টা করলেও আওএনের কণ্ঠস্বরে একটা উদগ্রীব ঔৎসুক্য প্রকট হয়ে ওঠে।

"আছে বৈ কি।"

"তা আপনার কিছু করার থাকে ত বলুন বৌঠান—এ বিয়ে যে খুব একটা ভাল কিছু হবে—আমারও তা মনে হয় না।"

"ঠাকুরপো—তাহলে সত্যি সত্যি চেষ্টা করবেন বলছেন?"

"আরে, তা আবার বলতে হবে? আপনার কাছে ঋণ কি আমার কম না-কি? ধরুন না কেন এই যে বই, এ বইয়ের আলো ত আপনিই আমায় দেখিয়েছিলেন বৌঠান!"—গিন্নীর টেবিলের ওপর পড়ে থাকা বাইবেলের ওপর তদগতভাবে হাত বুলোন ভদ্রলোক। এ হেন খোসামুদিতে কর্ত্রীঠাকরুণও বিগলিত হয়ে মৃদু মৃদু হাসেন। বেচারী গিন্নীমা! আপনার তাবৎ ক্ষুরধার বুদ্ধি নিয়েও আওএনের মনের কথা জানা সম্ভব হল না—অবশ্য যদি মন বলে ওঁর কিছু থেকে থাকে! পাঠক!—তা যদি সম্ভব হত, তা হলে সন্দেহ করবার প্রচুর অবকাশই ছিল কিন্তু!

খাবার টেবিল থেকে মহিলারা উঠে গেলে—বসে থাকেন শুধু আওএন আর কলিন। কলিন অভিনিবেশ সহকারে একটা আপেলের খোসা ছাড়াতে থাকে, যদিও আসলে ওর মন ছিল অন্যত্র। আওএন শ্যাম্পেনের পেয়ালায় চুমুক দেবার ফাঁকে স্থির দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

কলিন অবশেষে আপেলটার সদগতি না করে থালার ওপরেই ফেলে রেখে উঠে যায় জানালার দিকে। বেশ জ্যোৎস্না ফুটেছে। "বেড়ালে মন্দ হয় না একটু।" কলিন বলে। আওএন উঠে এসে দাঁড়ান ওর পেছনে। গুরুজন-সুলভ ভঙ্গীতে ওর পিঠে হাত রাখেন:

"কোথায় যাবে, সেটা অবশ্য আমি জানি হে!" সহাস্য মন্তব্য ওঁর। তৎক্ষণাৎ ফের, গুরুতর ভঙ্গীতে: "কিন্তু একটু সাবধান হওয়া উচিত তোমার।"

"কি বলতে চান কি?" ওঁর এই গায়ে পড়া ভঙ্গীতে কলিনের গা জ্বলে ওঠে! আওএন তৎক্ষণাৎ কথার সুর পাল্টান। একটু ইয়ার্কির সুরে বলেন:

"ইদানীং একটি বিশেষ বাড়িতে তোমাকে হামেশাই যেতে দেখা যাচ্ছে, তাই ভাবছিলুম তার কারণটা কি। অবশ্য কারণ একটা খুঁজে পেয়েছি।"

"নজর রেখেছেন না কি আমার ওপর?"

"আরে—না-না কি যে বল।" মৃদু অনুযোগের আভাস ওঁর কণ্ঠস্বরে।

"তাহলে এসব কে বলেছে আপনাকে?"

"বলেছেন আমার গিন্নী। ঐ বিশেষ বাড়িটির বাগানে একজন 'হরিণ-নয়না মেঘ-অলকা' কন্যাকে দেখেছেন তিনি। এবং পতিব্রতা সতীর মতোই সে খবরটি আমায় দিয়ে উনি তাঁর কর্তব্য পালন করেছেন মাত্র।"

"আপনি তাহলে গার্সিআদের চেনেন।" আওএন উত্তরে হাসেন। বিচিত্র এক ধূর্ত হাসি, যার অর্থ হল 'আমাদের কি আর সেই ভাগ্য!' উনি আশা করছিলেন, কলিনও হাসবে, যদিও সে আশা পূরণ হল না। অতএব মুখ খোলেন উনি:

"না। তবে ওদের সম্বন্ধে জানতে আগ্রহ আছে আমার। আচ্ছা, ঐ যে—কপালটি চাপা, চোখ দু-টি খুব কালো—ঐ মেয়েটি মিঃ গার্সিআর মেয়ে?"

"হুঁ।"

"ভাই-বোন আর নেই কেউ? নামটি কি?"

"না ; ওর নাম হল বিআংকা।" আওএন যেন একটু দমে গেলেন। ওর মুখের দিকে তাকান উনি। কলিনের দৃষ্টি অন্য-দিকে নিবদ্ধ, দূরের পাকা ফসলের ক্ষেতগুলো মৃদু চাঁদের আলোর নীচে সোনালী এক সফেন সমুদ্রের মতো সুন্দর হয়ে উঠেছিল।

"নামটি বেশ।" আওএন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন। "তবে, আমার মনে হয়—বৌঠান এই কথা শুনবেন যখন—বিয়েতে রাজি হবেন না উনি।"

"মা জানেন সব।"

"ওঁর মত আছে ত ?" একটা সবিস্ময় খুশীর ভাব দেখান।

"না, এখনো মার মত পাই নি। তবে মা মত দেবেন শিগগিরই মনে হচ্ছে। আর নাই যদি দেন——ওঁর অমতেই বিয়ে করতে হবে আমাকে—আর অপেক্ষা করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে।" আওএন আবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন।

"এই-ত! অল্প বয়স!—এ বয়সটাই খারাপ, অস্থির, উদ্ধত।"

"ওপরে যাবেন নাকি ?"

"ও—হ্যাঁ—নিশ্চয়ই!" দুজনে বসবার ঘরে ঢোকেন।

ম্যাগি পিআনোয় বসে একটা ভজন ধরেছে—ওর সুরেলা গলায়। কর্ত্রীঠাকরুণ জানলার ধারে। হাতে ছুঁচের নকসা। তাঁর পাশে আর একজন মহিলা বসে কেদারার ওপর। বয়স বেশি না---গোটা ত্রিশ হবে। পাতলা রেশমী, কালো চুলগুলো ফর্সা চওড়া কপালের পেছন থেকে টান করে বাঁধা। সঞ্চরণশীল ঠোঁট-দুটিসহ ছোট্ট মুখটি নরম, সমপিফুভাবের প্রকাশ করে; ধূসর, বড়, শান্ত চোখদুটি মিষ্টি এবং যেন একটু করুণ। ইনি হলেন আওএন-গৃহিণী মেরী।

আওএন পিআনোর কাছে গিয়ে ম্যাগির পেছনে একটা টুলে

বসেন এবং ওর গানের বইয়ের পাতা উল্টিয়ে দিতে থাকেন। কলিন গিয়ে আওএন গৃহিণীর পাশে বসে।

"বাচ্চারা কেমন আছে? হেলেন আর বেবি?" ওর গলা ভরাট পুরুষালি। আওএন-গৃহিণী ওর দিকে কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকান:

"ভালই আছে। হেলেনের সঙ্গে ত উইলির খুব ভাব আবার! খালি ওর কথা বলে।" একটু থেমে বলেন: উইল বোধহয় ঘুমুচ্ছে?"

"হ্যাঁ।—ও নিশ্চয় এতক্ষণ ঘুমিয়ে কাদা!" আবার চুপচাপ। কলিনই নিস্তব্ধতা ভাঙে। "আপনি গার্সিআদের চেনেন না-কি?" অন্যমনস্ক প্রশ্ন ওর।

"হ্যাঁ—না—মানে—ঐ চিনতুম আর কি একসময়—মানে—এখন আর দেখাসাক্ষাৎ নেই।" আওএন গিন্নী তোৎলাতে থাকেন। একটু বিব্রত বা উত্তেজিত হলেই ওঁর একটা অভ্যেস ছিল দু-হাতের আঙুলগুলো জড়ানো আর ছাড়া খালি-খালি। ভদ্রমহিলাকে বিব্রত হয়ে পড়তে দেখে কলিন প্রসঙ্গটা একেবারে পাল্টিয়ে নেয়। মূলত ছেলেমেয়েদের সম্পর্কেই ও বলে—মা হিসেবে আওএন-গিন্নী একেবারে আদর্শস্থানীয় ছিলেন যেহেতু! মাঝে মাঝে মহিলা পিআনোর পার্শ্ববর্তীদের দিকে বিষণ্ণ-তির্যক দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলেন—কলিনের কথাবার্তার উত্তরে ওঁর জবাবগুলোও আস্তে আস্তে কেমন যেন উদাসীন অন্যমনস্কতায় পৌঁছুল। অন্য কিছু ভাবছিলেন উনি।

ম্যাগি, গানের বইয়ের পাতা উল্টোচ্ছিল—আর আওএন ওর কানের ওপর ঝুঁকে পড়ে ফিস্‌ফিস্ করে নিশ্চয় হাস্যকর কিছু বলছিলেন—যার ফলে প্রচণ্ড হাসতে হাসতে ও ছোট্ট-ছোট্ট হাতে—আওএনের হাতে আঘাত করছিল।

"ওঃ! আপনি দেখছি আমাকে হাসিয়েই মেরে ফেলবেন মিঃ আওএন!"

"মিঃ আওএন? তুমি একবারও সম্পর্ক ধরে ডাকবে না গো—? দেখ দিকিনি, এত নিকট সম্পর্কের আপনার লোক আমরা সব!...যাক। এই গানটা কর ত দেখি, 'আমার এ রূপ শুধু দুটি চোখে পান কর তুমি।"—গানটি বার করে দেন আওএন।

ম্যাগি এক কলি গাইবার পরই থেমে যায়—"ও রকম করে আমার দিকে দেখবেন না কাকাবাবু—আমি বড্ড ঘাবড়ে যাই ওতে।" আওএন মৃদু হাসেন—অভিভাবকোচিত ভঙ্গীতে ওর পিঠে টোকা মারতে থাকেন। একটা কেদারায় বসে পড়েন অবশেষে।

আওএন গৃহিণী মেরী উঠে দাঁড়ান। "ন-টা ত প্রায় বাজে—চল, ফিরবে না?"

"চল গো চল। হেলেনের জন্য মন কেমন করছে, কি বল গো?" শ্রীমতী হাসেন—শান্ত, বিষণ্ণ হাসি। বিদায় নিয়ে ওঁরা এগোন। কলিন খানিকটা পথ সঙ্গে যায়। ফেরার সময়ে বিআংকাদের ছোট্ট বাড়িটা ওর পথে পড়ে। একটু ইতস্তত করে ও। অবশেষে সিগারেট ধরায়। কি চুপচাপ সব। ও ভাবে। কি শান্ত, কি চমৎকার রাত।

একমাস পরে। গার্সিআর বাড়ির দরজায় সুন্দর একজোড়া ঘোড়াকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। ঘন কালো রঙের একটি, অন্যটি বাদামী। বাদামীটি মেয়েদের চড়বার উপযুক্ত করে সাজান।

বিআংকাকে সিঁড়ি দিয়ে নামতে দেখা যায়, কলিন ওর পেছনে।

ও নেমে এসে ছুটো ঘোড়াকেই আদর করে। গার্সিআ, ওঁর পড়ার ঘরের জানলা দিয়ে তাকান :

"খুকু, সামলে থাকিস—বাদামীটা একটু ছুরন্ত মনে হচ্ছে।"

"ভালই ত বাবা।"

"বুঝলে বিআংকা, ঐটা একেবারে ভেড়ার মতন নিরীহ—তা নইলে কি আর তোমায় দিতুম চড়তে?" কলিন মন্তব্য করে বিআংকাকে রেকাবে পা রাখতে সাহায্য করতে করতে। ওকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল ঘন-নীল-রঙের পোষাকে আর উটপাখির পালক গোঁজা স্প্যানিশ টুপিতে। কলিনও নিজের ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে ওঠে। ছুজনে রওনা হয়।

মাইলখানেক পথ পাশাপাশি চলে ওরা ফসল খেতের পাশ দিয়ে জোর কদমে। কলিন মধ্যে মধ্যে বিআংকার হাত ধরে ফেলে হাসে। ওকে এখনো একটু রুগ্ন দেখায়। পুরোপুরিভাবে জোরটুকু এখনো ফিরে পায় নি; অবশ্য এই ব্যায়ামে আর খোলা বাতাসে ওর মুখ রাঙা হয়ে ওঠে।

ঘণ্টা ছুই বাদে মূর হাউসে ফিরে আসে ওরা। বিআংকাকে ঘোড়া থেকে নামিয়ে নেবার সময় ও কলিনের কাঁধে আলতো করে রাখে ওর শ্যামলা হাত ছু-খানা। পিঠ থেকে নেমে ঘোড়াটাকে আদর করে চাপড় মারতে মারতেই একটা উৎফুল্ল এবং তারস্বর চীৎকার শোনে—"টু—কি!" মুখ ফিরিয়ে ও চট করে উইলকে খুঁজে পায় না, তার কারণ ততক্ষণে ও দাদার আড়ালে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। কলিন ছু-হাতে ওকে তুলে ঘোড়ার পিঠে বসায় রেকাবে পা ছুটো লাগিয়ে দিয়ে। "ঘোড়া চালাও।" ওর রাজকীয় নির্দেশ!

"রাজা, তুমি ওকে ধরে থাক—আমি ঘোড়া চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।" হেসে কুটিপাটি হয় তিনজনে। আরো তিনজন

ঘোড়সওয়ার উঠোনে ঢোকে। আওএন, তাঁর শ্রীমতী এবং মার্গারেট। বিআংকা থেমে যায়। ওর মুখ থেকে সমস্ত আনন্দ যেন নিংড়ে মুছে যায় হঠাৎ। আওএন মহিলাদেরকে ঘোড়া থেকে নামতে সাহায্য করে। অতঃপর বিআংকার দিকে ফেরেন উনি ঃ

"আমি নিশ্চই মিস্ গার্সিআর সংগে কথা বলে ধন্য হচ্ছি।" ওঁর দিকে তাকিয়ে বিআংকা খুব তীক্ষ্ণ হাসি হাসে।

"মিঃ আওএন, আপনার সঙ্গে বহুদিন আগেই আমাদের সম্পর্ক চুকে গেছে—নতুন করে এখন আর ঝালাতে চাইনে সেটাকে।" বিআংকা সোজা হেঁটে চলে যেতে চেষ্টা করে সেখান থেকে। রাস্তার মোড় পর্যন্ত পোঁছুবার আগেই কলিন পা চালিয়ে এসে ধরে ফেলে ওকে।

"কি ব্যাপার? তুমি হঠাৎ এত রেগে উঠলে? তুমি ত জান যে উনি আমার আত্মীয় হন।"

"তাতে বাহবা দেবার কিছু নেই।" খুব নিরাসক্ত অবহেলার ভঙ্গীতে উত্তর দেয় ও।

"বিআংকা!" ওর এই ব্যবহারের উত্তরে কলিনের নরম অথচ শাসনমাখান কণ্ঠস্বরে ও যেন সংবিৎ ফিরে পায়। অস্থিরভাবে কলিনের হাতের মুঠোয় নিজের হাত দুটো ভরে দেয়।

"ওরকম করে বলা আমার খুব অন্যায় হয়েছে। আমায় মাপ কর রাজা।"

"মাপ করব! কেন! কি হয়েছে? বিআংকা?" একটু হাসে কলিন। ঝুঁকে পড়ে ওর কপালে চুমো খায়। বিআংকা ওকে আরও ঘন করে জড়িয়ে ধরে। আকুল গলায় কথা বলে ঃ

"রাজা! ঐ লোকটির থেকে সাবধান থাকবে, কেমন? ও খুব খারাপ লোক। ও যেন বেশি না আসে।" ওর এই আদেশের ভঙ্গী দেখে কলিন হেসে ফেলে।

"ওর সম্পর্কে তুমি অনেক কিছু জান। তাই না?"

"একটি জিনিষই মাত্র জানি রাজা।" ও জবাব দেয়। "কিন্তু ঐ একটিই যথেষ্ট।"

"বিআংকা, তোমার ছোট্ট মুখটা ভার-ভার দেখলে আমার কিন্তু বড় খারাপ লাগে।" কলিনের এই হালকা ভাবটায় বিআংকা একটু ক্ষুণ্ণ হয় যেন। মাথা ঝাঁকিয়ে ও বলে ঃ

"চলি।"

"এক্ষুণি যাবে?"

"হুঁ, ঐ লোকটিকে আমি অত্যন্ত ঘেন্না করি। বাবা কিংবা আমি তুজনের কেউই ওর বা ওর পরিবারের অন্য কারুর সম্বন্ধে একটুও জানতে উৎসাহী নই আর।" একটু থেমে ফের বলে, "ওর বউ আমাদের এক সম্পর্কে আত্মীয় হয়। আমার খুব আশ্চর্য লাগে, যে ঐ লোকটাকে ও বিয়ে করেছে—লোকটার এত সব অপকীর্তির পরেও। ও অবশ্য খুবই ভাল—লোকটি অতি বদ হওয়া সত্ত্বেও, স্বামীকে খুবই ভালবাসে—অবশ্য ওটা ত মেয়েদের ধর্মই!" ও খুব উত্তেজিত ভাবে দ্রুত কথা বলে যায়। কলিন ব্যাপারটা বুঝতে পারে।

"বোধ হয় ও একটু পাল্টেছে, বুঝলে! বেশ একটু ঝুঁকেছে ধর্মের দিকে—চার্চেও যাচ্ছে, নিয়ম করে—কলিনের কথার বিনিময়ে বিআংকা ছোট্ট করে একটু হাসে—গভীর অর্থবহ সেই হাসি।

কলিন বিআংকাকে খানিক দূরে এগিয়ে দেবার পর, ও ওকে ফেরৎ পাঠিয়ে দেয় বাড়ীতে। কলিন বাড়ী যায়।

কিন্তু ক-দিন পরেই কলিনকে যেতে হল আরও দূরে। ক্রিমিআর যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। ইংলণ্ড ডাক দিল তার সন্তানদের।

…তম বাহিনীর অন্যতম সেনাপতি হিসেবে কলিনকেও মাতৃভূমির সেই ডাকে সাড়া দিতে চলে যেতে হচ্ছে—দূর বিদেশে, সেবাস্তো-পোলে।

দুজনে—এক সঙ্গে সেইটি শেষ দিন। ঝরাপাতায় ভরা বাগানে পাশাপাশি বসেছিল ওরা। বিআংকা, ওর মৃদু-নিবিড় বাহুলতায় কলিনের কণ্ঠলগ্না হয়ে মুখের দিকে তাকিয়েছিল নির্ণিমেষে। ঐ মুখের প্রতিটি রেখা যে ওর অন্তরের সুগোপন ফলকে সস্নেহে খোদাইকরা। ওর রাজাকে যেতে হবেই—যেতেই হবে ঃ কিন্তু এই বিদায় যে বড় নির্মম!

কলিন জামার পকেট থেকে একটি আংটি বের করে ওর অনামিকায় পরিয়ে দেয় ঃ

"যদি না ফিরে আসি আর—তবে এটা পরে থেক লক্ষ্মীটি—আমার কথা মনে করে? কেমন ত?" বিআংকার অবনত চোখদুটি অশ্রুর ভারে আরো নুয়ে পড়ে…।

বিআংকার রাজা আর ফেরেনি।…সেবাস্তোপোলের কোন তুষার-দিগন্ত মাঠে কখন সে মিলিয়ে গেছে মৃদু কোনো তারার মতন। কোনো বিষণ্ণ সন্ধ্যায়, কি বিবর্ণ এক ভোরে মাটি-মায়ের কোলে ঘুমিয়ে পড়েছে জিপসী রাজকন্যার রাজকুমার।

বিআংকা আজো বসে থাকে ওর ঘরে। জানলার পাশে। সোনালী জ্যোৎস্নায় স্বর্ণ-সমুদ্র হয়ে যাওয়া মাঠ-ভরা হলুদ-ফসল ক্ষেতের দিকে চেয়ে। দিগন্তের ওপার থেকে যদিই একটা বিন্দু হঠাৎ বড় হতে হতে এসে দাঁড়ায় অশ্বারোহী এক সৈনিকের মূর্তি হয়ে। 'মহারাণা-র পিঠে সওয়ার হয়ে ওর 'রাজা'।

হয়ত বা বৃদ্ধ, ভগ্নদেহ, অসুস্থ গার্সিআ এসে দাঁড়ান পেছনে। "খুকু।" চমকে হয়ত পেছনে তাকায় মেয়ে।

"বাবা, এই ঠাণ্ডায় ঘর থেকে বেরোলে কেন আবার?" রুগ্ন পিতাকে ধরে ধরে নিয়ে যায় মেয়ে তাঁর ঘরে। দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে কি ওঁর ?

বাইরে সোনালী জ্যোৎস্না হয়ত তখন মিলিয়ে গেছে। অবিশ্রাম তুষার ঝরে পড়েছে ঝুরঝুর করে সারারাত ধরে পড়বে। সারাদিন, সমস্ত জীবনভোর ॥